উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,৭১২.৩৭ (+৪৪৭.০৫)

নিফটি : ২৬,১৮৬.৪৫ (+১৫২.৭০)

আজ শিলান্যাস হুমায়ুনের মসজিদের

শনিবার বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন তৃণমূলের থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে থাকবেন সৌদির ধর্মগুরু। ৪০ হাজার অতিথির জন্য থাকবে বিরিয়ানি। » ৫

বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা

ইন্ডিগোর বিমানযাত্রীদের চরম ভোগান্তি। কেন বিশৃঙ্খলা, জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রের। সেইসঙ্গে ভোগান্তি কমাতে নিয়ম খানিক শিথিল করছে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১৩°	২৭°	১২°

বিরাটকে নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন রোহিতের » ১৩

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 6 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 197

লক আপে নির্যাতন

থানায় আটকে সুচের খোঁচা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : বৃদ্ধ পাঁপড় বিক্রেতাকে খুনের মামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে এক রাজমিস্ত্রিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনদিন ধরে শারীরিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে কালিয়াচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। পেশায় রাজমিস্ত্রি জিয়াউল হক নামের ওই তরুণের বাড়ি কালিয়াচকের নওদা যদুপুর অঞ্চলের কাচারিপাড়া এলাকায়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

অভিযোগ, ওই রাজমিস্ত্রির মাথায়, মুখে ও দেহের বিভিন্ন জায়গায় বুট দিয়ে বেধড়ক লাথি মারা হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সুচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। আরও অভিযোগ, নির্যাতিত ওই তরুণ জল পান করতে চাইলে তাঁকে জল না দিয়ে মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হবে বলে পুলিশ হুমকি দিয়েছে। পুলিশের নির্যাতনে ওই তরুণ কাতরাতে শুরু করলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। তিনদিন ধরে নির্যাতন চালানোর পর ওই তরুণ খুনের দায় স্বীকার না করায় পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপরেই পরিবারের লোকজন তাঁকে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে চিকিৎসকরা তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোনওরকম মারধর করা হয়নি। যদি মারধরের কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে লিখিতভাবে জানালে ঘটনার তদন্ত করা হবে। কোনও পুলিশ আধিকারিক যদি নির্যাতন চালিয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এরপর বারোর পাতায়

লিটল ম্যাগাজিনের 'দুর্গাপুজো' রায়গঞ্জে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ঠিক যেন দুর্গাপুজোর আবহ রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে। মণ্ডপ নেই। তবে সার সার স্টল রয়েছে। প্রতিমা নেই। তবে থরে থরে সাজানো রয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। আর সেই বই ঘিরেই মেতে উঠেছেন সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীরা। যেমন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে বাঙালি।

সাড়ে পাঁচশোরও বেশি কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে শুক্রবার রায়গঞ্জে শুরু হল সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা 'উত্তরের হাওয়া'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই সাহিত্যমেলা চলবে তিনদিন। তাতে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেছেন। স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এ যেন সত্যিই অকাল দুর্গাপুজো।

এমন আয়োজনের জন্য তো মুখিয়ে থাকে স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমী মহল। দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা না হয় বছর ঘুরতেই মেটে। কিন্তু এই লিটল ম্যাগাজিন মেলার জন্য রায়গঞ্জবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ১৫ বছর। ২০১০ সালে এখানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার এতদিন পর আবার এমন আয়োজনে উচ্ছ্বসিত কবি-সাহিত্যিকরা। এই মেলায় সত্তরটি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল দেওয়া হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

হাত ছেড়ো না বন্ধু...

পুতিনকে নিয়েই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ভারত নিরপেক্ষ নয়! শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন কথাগুলি বলছেন, তখন পাশে বসে 'বন্ধু' ভ্লাদিমির পুতিন মিটিমিটি হাসছেন। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ বৈঠকের শুরুতেই মোদি-পুতিন যেন বিশ্বকে অন্য এক বার্তা দিলেন। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বলতে গিয়ে মোদি বলেন, 'ভারত নিরপেক্ষ নয়। আমরা শান্তির পক্ষে। এটা শান্তির যুগ। আমার বিশ্বাস বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই।'

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অভিবাসন, সামুদ্রিক সহযোগিতা, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা এদিনের শিখর বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। পাশাপাশি, ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করতে দুই রাষ্ট্রনেতা ২০৩০ পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছেন। ভারতের বিদেশনীতি যে রুশ ঘনিষ্ঠতার নীতি থেকে সরবে না, মোদি তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার এই বন্ধুত্ব আমাদের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করবে। পারস্পরিক বিশ্বাস আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী করবে।' রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য মোদি বিনামূল্যে ৩০ দিনের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর কথা ঘোষণা করেন।

নাম না করে মোদি ভারতে পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও সরব হয়েছিলেন। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বশান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে তুলে ধরেন। ভারত সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখা হবে বলে তিনি জানান। মোদি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ সমাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি গুরুতর অপরাধ। যারা সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সম্মিলিত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ করা জরুরি।' তিনি আরও বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা বজায় থাকবে, যা এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

শীর্ষ বৈঠকের আগে দু'দেশের বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের মধ্যে 'টু প্লাস টু' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়,

এরপর বারোর পাতায়

নিষ্প্রভ চোখে জীবনের লড়াই

প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নেই। তবু জীবনীশক্তির অভাব নেই। ভাগ্যের চাকা না ঘুরলেও পেটের টানে ভ্যানরিকশার চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন মানুষটা। তুলে ধরলেন **রণবীর দেব অধিকারী**।

ইটাহার, ৫ ডিসেম্বর : সমস্ত বৈভব সত্ত্বেও কত মানুষ হতাশায় বলে ওঠেন- জীবনটা যেন একে ধূসর পাণ্ডুলিপি। কিন্তু ওঁর কাছে শুধু নিজের জীবন নয়, গোটা পৃথিবীটাই ধূসর। প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নেই বছর পঞ্চান্নর সাইদুল মহম্মদের। তবু জীবনীশক্তির অভাব নেই তাঁর। প্যাডেলে চাপ দিয়ে ভ্যান টানেন। ভাগ্যের চাকা না ঘুরলেও পেটের টানে এই বয়সেও ভ্যানরিকশার চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন তিনি।

ইটাহার ব্লকের পতিরাজপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত হেমতপুর গ্রামে সাইদুলের বাড়ি। বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর সংসার। বুধবার তাঁর খোঁজে গ্রামীণ পথে যেতে যেতে দেখা মিলল সাইদুলের। মাঝপথে ভ্যান থামিয়ে গল্প জুড়তেই ভিড় জমালেন আশপাশের লোকজন। সাইদুল বলেন, 'অনেক বছর আগে বাবা এই ভ্যানরিকশা কিনে দিয়েছিল। কী করব? লেখাপড়া তো দূরের কথা, চোখের জন্য অন্য কাজও শিখতে পারলাম না। এই ভ্যান চালিয়েই নিজের জীবন ও সংসার টেনে যাচ্ছি। আমার ভ্যানে যাত্রী ওঠে না। শুধু মাল বহন করি।'

ভ্যানরিকশা টানছেন সাইদুল মহম্মদ।

আন্দাজে ভর করেই ভ্যান চালান। পাছে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই ভয়ে মানুষ সাইদুলের ভ্যানের যাত্রী হতে চান না। তাই কেবল মালপত্র বহন করেই তাঁর জীবিকা চলে। মাল বহনের জন্য ডাক এলেই আবছা আলো-ছায়ার মধ্যে নির্ভুল পথ চিনে সাইদুল ছোটেন এই গ্রাম থেকে সেই গ্রাম। সাইদুল জানালেন, দৃষ্টি হারিয়েছেন সেই ছোটবেলায়। বয়স তখন সাত-আট। একদিন ধুম জ্বর এল। ইটাহার হাসপাতালে ডাক্তার দেখে বললেন, টাইফয়েড। সাইদুলের মা দলিমন বিবি বলেন, 'ডাক্তারখানার ওষুধ খেয়ে জ্বর তো ভালো হল। কিন্তু তারপরেই চোখে ধরল জয় বাংলা (কনজাংটিভাইটিস)। সেই রোগেই ওর দৃষ্টিশক্তি চলে গেল।'

প্রতিবেশী আবদুল লতিফের মন্তব্য, 'সাইদুল কাকাকে এই তল্লাটে, এমনকি সদর ইটাহারেও সকলে চেনে। চোখে দেখতে পান না। কিন্তু আন্দাজ করেই সবখানে চলে যান। রাস্তায় তাঁর ভ্যান দেখলেই অন্য যানবাহনের চালকরা আগেভাগে সাইড দিয়ে দেন। গ্রামের ফসল বাজারে পৌঁছাতে বা অন্য মালপত্র কোথাও নিয়ে যেতে হলে এখনও তিনিই ভরসা।'

কথা হল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নইমুদ্দিন রহমানের সঙ্গে। সাইদুলের ব্যাপারে সরকারি সাহায্যের প্রসঙ্গ উঠতেই নইমুদ্দিন জানালেন, 'প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। মাসে হাজার টাকা করে পান। তাঁর স্ত্রীও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান। কিছু বছর আগে আবাস যোজনার একটা ঘরও দেওয়া হয়েছে।'

কলকাতায় রওনা দেওয়ার আগে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বাক্সবন্দি হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের কমলা কলকাতায়

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : এবার কলকাতার মানুষও স্বাদ নিতে পারবেন দার্জিলিংয়ের কমলার। ন্যায্যমূল্যে কলকাতায় মিলবে পাহাড়ের কমলালেবু। শুক্রবার পাহাড় থেকে নেমে ট্রেনে করে কলকাতায় রওনা দিয়েছে দার্জিলিংয়ের ৪৬০ কেজি প্রসিদ্ধ কমলালেবু। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার থেকে সেখানকার সুফল বাংলার স্টলগুলিতে এই কমলালেবু পাওয়া যাবে।

তবে শুধু কলকাতা নয়, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের অন্য জেলাতেও সুফল বাংলার স্টলগুলিতে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু পাওয়া যাবে। শহর শিলিগুড়িতে অবশ্য শুক্রবার থেকেই মিলছে এই কমলা। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সপ্তাহে দু'দিন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুফল বাংলার স্টল বসে। সেই স্টলে ১৪০ টাকা কেজি দরে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি বিপণন দপ্তর জানিয়েছে, সিবিটার, সিটং সহ বিভিন্ন জায়গায় চাষিদের কাছে সরাসরি ১৩২ টাকা কেজি দরে কমলালেবু ক্রয় করা হচ্ছে। সেই কমলালেবু শিলিগুড়িতে সুফল বাংলার স্টলে ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র বলেছেন, 'কলকাতায় সুফল বাংলার মোবাইল স্টল এবং আউটলেটগুলিতে দার্জিলিংয়ের এই কমলালেবু ১৮৫ টাকা ডজন (১৫ টাকা ৪৪ পয়সা পিস) হিসাবে বিক্রি হবে।'

ডাক নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬৮৭০৯২৮ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

ডাক নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬৮৭০৯২৮ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী।

এখন এইরকম পড়তে হবেঃ ডাক বন্ধের তারিখঃ ০২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং ১৫.৩০ ঘণ্টায়।

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE

Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/39/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 19-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

চিতাবাঘ রুখতে নেট ফেন্সিং নাগরাকাটায়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : রয়েল বেঙ্গল টাইগার আটকাতে সুন্দরবনে জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে রয়েছে নেট ফেন্সিং। এবার সেই একই কায়দায় নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে নেট ফেন্সিং বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের উপদ্রব বর্তমানে কার্যত রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বাসিন্দাদের। চা বাগান ও বনবস্তি এলাকাগুলির মানুষ ভুগছেন সবচেয়ে বেশি। বুনোদের লোকালয়ে ঢুকে পড়া ঠেকাতে তাই এবার বন দপ্তরের নয়া হাতিয়ার এই নেট ফেন্সিং। উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম কলাবাড়ি চা বাগানেই এই কাজ হচ্ছে। এ নিয়ে বন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'নেট ফেন্সিং বসানোর পরে মূল্যায়ন করে দেখা হবে যে এতে চিতাবাঘের লোকালয়ে ঢুকে পড়ার প্রবণতা কতটা কমল। এই পরীক্ষা সফল হলে প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানেও নেট ফেন্সিং বসানো হবে।'

বন দপ্তর জানাচ্ছে, কলাবাড়ির হুলাশ লাইন নামের শ্রমিক মহল্লা ঘেঁষা চা বাগানের পাশে ২৫০ মিটার এলাকাজুড়ে নাইলনের নেট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেটের উচ্চতা ১০ ফুট। ফলে বাগানের ডেরা ছেড়ে চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকতে গেলে বাধা পাবে। চলার পথে নেটে বাধা পেয়ে হাতির দলও দিক পরিবর্তন করতে পারে বলে। নেট ছিঁড়ে গেলে বা খুঁটি ভেঙে গেলেও সারাইয়ের খরচ তেমন বেশি নয়।

কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে নাইলনের ফেন্সিং বসানোর কাজ চলছে।

বন দপ্তর আরও জানাচ্ছে, নাইলনের ফেন্সিং বুনোদের পক্ষেও ক্ষতিকর নয়। এতে চিতাবাঘের নিজের আহত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এনিয়ে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'স্থানীয়রা নেট ফেন্সিং বসানোর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এছাড়া আমাদের নজরদারি তো থাকছেই।'

কলাবাড়ি বাগানটি দীর্ঘদিন ধরেই চিতাবাঘ উপদ্রুত। গত সাত মাসে সেখানে পাঁচটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। চিতাবাঘের হামলায় গত এক বছরে এলাকার ১০-১২ জন জখম হন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ জুলাই। হুলাশ লাইন এলাকাতেই আয়ুষ নাগার্চি নামে এক তিন বছরের শিশুকে বাড়ির বারান্দা থেকে মুখে করে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। পরে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে বাগানের ২৫ নম্বর সেকশন থেকে শিশুটির খোবলানো দেহ উদ্ধার হয়।

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being published by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide NIT No-8/APD/WBSRDA/DPRHF_DPTRC/25-26, Dated- 02.09.2025.** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division.

ধুমডাঙ্গিতে আধুনিক ইন্টারলকিং

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : সুরক্ষিতভাবে ট্রেন চলাচলের জন্য ধুমডাঙ্গি স্টেশনে সফলভাবে আধুনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা রূপায়িত করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থার সফল রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং ব্যবস্থার পরিকাঠামোরও উন্নতি করা হয়েছে। ৪৫টি রুটে এবং ৩৩টি রেলওয়ে ট্র্যাকের উন্নতিকরণও সম্ভব হয়েছে। এই কারণে নয়টি মেইন সিগন্যাল এবং আটটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট শান্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

এসকেএফইউ-র সূচনা

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। শুক্রবার এই গ্রুপের অধীনে থাকা স্কিল, নলেজ, ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি (এসকেএফইউ)-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটিসের প্রো চ্যান্সেলর ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পড়ুয়ারা শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি)-তে ফ্যাশন সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ পাবে।' এসআইটি এবং এসকেএফইউ-র অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্স এবং ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন আইকন নয়নিকা চট্টোপাধ্যায় এবং ফ্যাশন ডিজাইনার অর্ণব সেনগুপ্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিরা সাসটেইনেবল ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করেন।

Public Notice

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended upto date is presently lying in Excise malkhana, under the custody of Excise officer in Charge, Tufanganj Excise Circle, Cooch Behar Excise District.

SL No.	Vehicle description and Registration No.	Engine No.	Chassis No.	Make & Model	Seizure List No. & date of seizure	Name of the Excise Circle
01	Two Wheeler bearing registration No. WB 64 A/2096	NA	DDFBHG 90410	Two Wheeler	SI's SL No. 02/24-25, dated 08.04.2024	Tufanganj
02	Two Wheeler bearing registration No. WB74 M-4007	15309ZCm GBG	NA	Hero Honda Splendor Plus	O.C's SL No- 65/23-24 dated: 03.03.2024	Tufanganj

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules,2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

Recruitment Notice

Memo No. 6287
Dated : 4/12/2025

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Community Health Officer (Nursing) & Community Health Officer (BAMS) for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**

Sd/-
CMOH and Secretary District Health and Family Welfare Samiti, Cooch Behar

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide e-N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-21/2025-26, Memo No. 4153/JM DATE: 05/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5000134_1
Tender ID : 2025_MAD_5000134_2
Tender ID : 2025_MAD_5000134_3
Tender ID : 2025_MAD_5000134_4
Tender ID : 2025_MAD_5000134_5
Last Date of bidding (On line) dated: December 20, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide e-N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-20/2025-26, Memo No. 4148/JM DATE: 05/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5000059_1
Tender ID : 2025_MAD_5000059_2
Tender ID : 2025_MAD_5000059_3
Tender ID : 2025_MAD_5000059_4
Tender ID : 2025_MAD_5000059_5
Tender ID : 2025_MAD_5000059_6
Last Date of bidding (On line) dated: December 20, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal wbtenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৫৯ ও ১৬০, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible]

(MLD-262/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারে বাড়ির কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার (স্বামী-স্ত্রী) চাই। (M) 9434019915. (C/119186)

অ্যাফিডেভিট

নিজ আধার, প্যান, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অ্যাডমিট, মার্কশিট, শংসাপত্রে পিতার নাম Pronay Kumar Das, ভোটার কার্ডে Pronay Kr. Das, রেশন কার্ড ও জন্ম শংসাপত্রে Pranay Kumar Das এবং পিতার মৃত্যু সার্টিফিকেটে তাঁর নাম Pranay Kumar Das থাকায় দিনহাটা JM (1st Cl.) কোর্টে 03.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে একই ব্যক্তি হইল। Rounak Das, ওয়ার্ড নং 6, দিনহাটা। (S/M)

●

আমি Indrajit Khan, আমার ভোটার কার্ডে Indrajit Kha আছে। Alipurduar court-এ 1st ক্লাস JM দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে Kha থেকে Khan হইয়াছি। Indrajit Kha ও Indrajit Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118761)

●

আমি শ্রীমতি সবিতা দাস, স্বামী- দেবাশীষ দাস, জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট নম্বর-23472, তাং- 1/12/2025-এর ঘোষণায় আমার আসল নাম সবিতা দাস যা আমার আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে রয়েছে। এবং আমার ডাক নাম রিমা দাস। আমার আধার নং ****8666 সবিতা দাস এবং রিমা দাস একই মহিলা হিসেবে পরিচিত হলাম। গয়েরকাটা, জল। (C/119604)

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/21/2025-26 (APAS), DATED : 04/12/2025

Last date and time for bid submission - 13/12/2025 at 16.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

TENDER

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/13/2025-2026. Dt. 03.12.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

অ্যাফিডেভিট

আমি Uday Sharma পিতা প্রকাশ শর্মা, মাতা Rama Sharma মাদারিহাট নিবাসী। আমার Birth Certificate -এ মা-এর নাম ভুল থাকায় গত 2-12-25 তারিখ আলিপুরদুয়ার Notary Public দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Rama Sharma ও Roma Sharma এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (U/D)

●

I, Ajit Kumar Dutta, S/o-Late Harekrishna Dutta, resident of Vill. Kharimala Khagrabari, P.O. Nilkuthi Baburhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar do hereby solemnly affirm and declare vide an affidavit before the Ld. J.M. 1st Class Sadar Cooch Behar on 04-12-2025 that in my Passport having No. M 5763563, wherein my mother's name have been recorded wrongly as Mtna Rani Dutta instead of her original name Mina Rani Dutta. That Mina Rani Datta, Minarani Dutta & Mtna Rani Dutta are the same and one identical person, not separate one.

কর্মখালি

Female Chinese Cook required for Momo Shop near Delhi. Salary with accommodation food. Contact 9910989585. (C/119477)

Lost

Lost Policy No 135631845 of LIC of India, Siliguri Branch-1 In the name of Pooja Ahuja. For Sum assured (Rs.) 20 Lacs DOC 28/02/2017 if anyone found please contact Pooja Ahuja on mobile no 9593200514 (C/119499)

●

Lost Policy No 135631844 of LIC of India, Siliguri Branch-1 In the name of Hridhan Ahuja. For Sum assured (Rs.) 11 Lacs DOC 28/02/2017 if anyone found please contact Pooja Ahuja on mobile no 9593200514 (C/119499)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

আজ, কাল ও পরশু
জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিন্স
8th Dec. upto 3 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৩০০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

জম্বি অ্যানিমালস রাত ১১.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মস্তান, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ নাগপঞ্চমী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মামাভাগ্নে, দুপুর ১২.০০ আশা ও ভালোবাসা, ২.৩০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩০ অপরাজিত প্রসেনজিৎ ৩০ বছর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, সন্ধে ৭.৩০ চক্র

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৪ কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি, দুপুর ১.০৬ ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৪.১৬ আই

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫১ কেদারনাথ, দুপুর ১.০৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৩০ কহো না পেয়ার হ্যায়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ জ্যায়সি করনি ওয়সি ভরনি, বিকেল ৩.৫০ মুজরিম, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.২১ নমস্তে লন্ডন, ২.৫৪ এক সুনামি জোয়ালামুখী, বিকেল ৫.১৬ ম্যায় হুঁ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.৫৬ কবীর সিং, রাত ১১.০৪ হত্যা

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ সির্ফ তুম, দুপুর ২.২৬ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.৩৯ মর্দ, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ১১.২৪ জুরমানা

আনন্দিতা রায় এবং সঞ্চারী গোস্বামীর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে,** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

চক্র সন্ধে ৭.৩০
ডিডি বাংলা

কবীর সিং সন্ধে ৭.৫৬ **সোনি ম্যাক্স ওয়ান**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো লগ্নি থেকে প্রচুর লাভ করে তুলতে পারবেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সুযোগ পাবেন। আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ বাড়বে। বৃষ : আইনি ঝামেলা মিটে যাবে এবং মানসিক স্বস্তি পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কোনও কাজ শুরু করতে পরিবারের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। কর্কট : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। কৃষিকর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের উন্নতিলাভ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সিংহ : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। অতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। তুলা : অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ঠকতে পারেন। স্বার্থান্বেষী বন্ধুবান্ধবদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। বৃশ্চিক : রাজনীতিতে জড়িত ব্যক্তির মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। পৈতৃক ব্যবসা রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পরিবারে বিবাদ। ধনু : কাজকর্মে ভাগ্যের আনুকূল্য পাবেন। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক দুর্বলতা বাড়বে। মকর : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। বহুদিনের কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। কুম্ভ : বাবা-মা কারও শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মীন : অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলুন। বিদ্যার্থীরা ভিনরাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯ অঘোন, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, দ্বিতায়া রাত্রি ১২।৫০। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৫৭। সাধ্যযোগ দিবা ৭।৭ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৫৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৫৭ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৫০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২৯ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।৮ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।২৯ গতে ৬।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।৫৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২৯ গতে ৩।২৮ গতে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শহীদ দীনেশ গুপ্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মদিবস। সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ৯।৫২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৯ গতে ২।৪৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৪৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জগবন্ধুটোলা গ্রামের ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন কিশোর

বন্ধুকে মেরে দেহ কুয়োয়

শেখ পান্না

রতুয়া, ৫ ডিসেম্বর : ঝগড়া থেকে মারামারি। মারতে মারতে একেবারে মেরেই ফেলেছিল বন্ধুরা। তারপর দেহ ফেলে দেয় একটি পরিত্যক্ত কুয়োয়। গত ২ ডিসেম্বর একটি স্কুল লাগোয়া পরিত্যক্ত কুয়োতে মিলেছিল এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের দেহ। অঙ্কুর সরকার নামে বছর পনেরোর সেই মৃত কিশোরের বাড়ি রতুয়া থানার মহানন্দটোলার জগবন্ধুটোলা গ্রামে। আর সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জনকে। সেই ৩ জনই সেই কিশোরের বন্ধু। তারাও নাবালক।

১ ডিসেম্বর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল অঙ্কুর। ২০ ঘণ্টা পর তার দেহ উদ্ধার হয়েছিল বিহারে। কুয়ো থেকে সেই দেহ উদ্ধার করে বিহারের কাটিহার জেলার আমদাবাদ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় শুক্রবার সকালে জগবন্ধুটোলা গ্রামের তিন কিশোরকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিহার নিয়ে গিয়েছে আমদাবাদ থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে স্থানীয়রা এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে।

সোমবার সন্ধেয় অঙ্কুর গ্রামেরই এক বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে বেরিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান পাননি তার বাড়ির লোকজন। অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরে, কাটিহার জেলার আমদাবাদ থানার বিনোদটোলা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের কুয়োতে তার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রতুয়া ও আমদাবাদ থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

এই ঘটনায় শুক্রবার সকালে রতুয়া থানার মহানন্দটোলা ফাঁড়ির পুলিশ তিন সন্দেহভাজনকে আটক করে। পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনের বাড়ি জগবন্ধুটোলা গ্রামে। তাদের মধ্যে দুজন তো অঙ্কুরের স্কুলেই পড়াশোনা করে। আরেকজন মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হওয়ার পর আর পড়াশোনা করেনি। জিজ্ঞাসাবাদে তারা তিনজনই অঙ্কুরকে খুন করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিহারের আমদাবাদ থানার পুলিশ তিনজনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। এই ঘটনায় মহানন্দটোলা ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

তবে খুনের কারণ হিসাবে জেরায় একেকজন একেকরকম কথা বলছে। তাই পুলিশও ধন্দে পড়েছে। কী ঘটেছিল? সেই ৩ নাবালক জানিয়েছে, সেদিন তারা বিয়েবাড়ি যাওয়ার আগে প্রথমে একসঙ্গে গাঁজা সেবন করে। তারপর বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় একটি আম বাগানে তারা প্রথমে অঙ্কুরকে মারধর করে। তারপর তাকে সেই কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়।

অঙ্কুরের বাবা চন্দন সরকার বলেন, '১ তারিখ বিকেল সাড়ে চারটেয় ওরা বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আমি অঙ্কুরকে ফোন করি। কিন্তু ওর ফোন সুইচড অফ ছিল। রাত ন'টা পর্যন্ত আমি ওকে ফোন করে গিয়েছি। রাতে ওই ৩ বন্ধুকে গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। আমি ওদের বলি, ওরা যেন আমার ছেলেকে ফোন করে। তখনও আমি বুঝতে পারিনি কী ঘটেছে।'

ছেলের হত্যায় যারা জড়িত, তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে একই দাবি করেছেন অঙ্কুরের মা পুজামালা মণ্ডল সরকারও। পাশাপাশি এই ঘটনায় ৩ জনের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এদিন তাঁরা নিজেদের দাবির সমর্থনে বিক্ষোভও দেখান কিছুক্ষণ।

অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ। মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে।

হত্যাকাণ্ড

- সেই ৩ নাবালক অঙ্কুরের সঙ্গে বিয়েবাড়ি যাওয়ার আগে প্রথমে একসঙ্গে গাঁজা সেবন করে
- তারপর বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় একটি আম বাগানে তারা প্রথমে অঙ্কুরকে মারধর করে
- তারপর তাকে সেই কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়

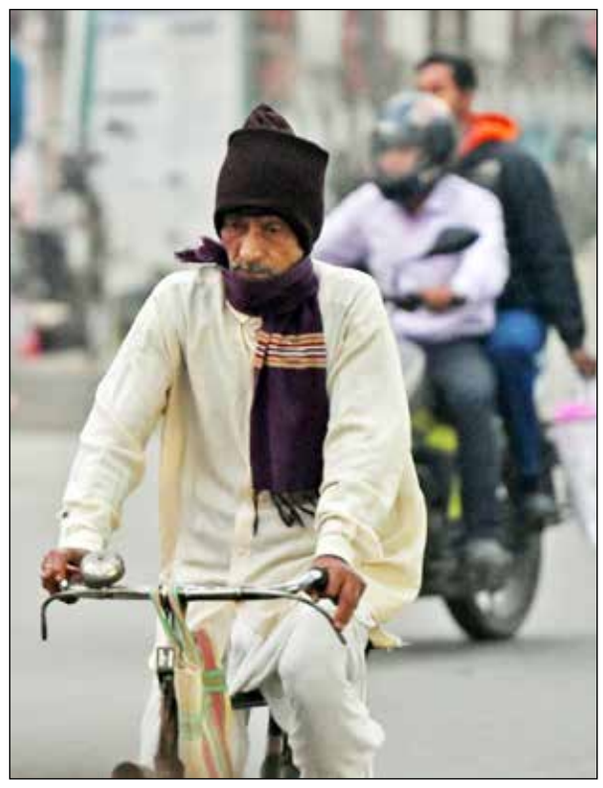

শীতের সন্ধ্যায়। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

পাহাড়ে বন্ধ স্পেশাল পারমিট দেওয়া

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : পাহাড়ি এলাকায় যানজট নিরসনে বড় গাড়ির ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিট দেওয়া বন্ধ রেখেছে দার্জিলিং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর। আর এতেই বিপাকে পড়ে পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার বাস মালিকরা। শীতের মরশুমে স্পেশাল পারমিট দেওয়া না হলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে তাঁদের বক্তব্য। দার্জিলিং জেলা পরিবহণ দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ সাধারণ মানুষও। যদিও উত্তর দিনাজপুর আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সুশান্ত অধিকারী বলছেন, 'কিছুদিন আগে এমন নির্দেশিকা জারি করেছিল দার্জিলিং জেলা পরিবহণ দপ্তর। আমাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি মিলেছে। আশা করি সমস্যা মিটে যাবে।'

শীত শুরু হতেই দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি এলাকায় ভিড় জমায় অনেকে। মূলত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সেবক, দুধিয়া, রোহিনীর মতো জায়গাগুলিতে শুরু হয়ে যায় পিকনিক। শুধু যে সমতল শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি থেকে প্রচুর মানুষ পিকনিক করতে জায়গাগুলিকে বেছে নেন, তা নয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার একটা বড় অংশের মানুষ পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি পিকনিক করার জন্য এমন জায়গাগুলিকে পছন্দের তালিকায় রাখেন। মূলত তাঁরা আসেন বাসে করে। কিন্তু এবার তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দার্জিলিং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের এক নির্দেশিকা। পাহাড়ি এলাকায় যাতে যানজট না হয়, তার জন্য বড় গাড়ির ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিট দেওয়া বন্ধ রেখেছে দার্জিলিং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর। যা নিয়ে চিন্তিত উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সদস্য বাস মালিকদের বক্তব্য, এমন সিদ্ধান্তে তাঁদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিক বলেন, 'স্পেশাল পারমিট দেওয়া কেন বন্ধ তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। আমাদের জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক নির্দিষ্টভাবে লিখিত কোনও নির্দেশিকা দেখাতে পারেননি। কিন্তু স্পেশাল পারমিট দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন। তাই বিষয়টি জানিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছি।'

বাসে করে এবার পাহাড়ে যাওয়া যাবে না জানতে পেরে হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। রায়গঞ্জের পার্থ রক্ষিত বলছেন, 'প্রতি বছর শীতের সময় এলাকার ছেলে, মেয়ে ও অভিভাবকরা মিলে পাহাড়ি এলাকায় পিকনিক করতে যাই। এই বছরও পরিকল্পনা হচ্ছিল। কিন্তু বাস পাওয়া না গেলে যাওয়া হবে না। কেননা, একটি বাসের পরিবর্তে ১০টি ছোটগাড়ি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে টাকা গুনতে হবে, সেই সামর্থ্য নেই অনেকেরই।'

বিপাকে

- পাহাড়ি এলাকায় যানজট রোধে বড় গাড়ির ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিট দেওয়া বন্ধ
- দার্জিলিং জেলা পরিবহণ দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে বেসরকারি বাস মালিকরা
- বাসের চেয়ে ছোট গাড়িতে ভাড়া বেশি, পাহাড়ে পিকনিক নিয়ে চিন্তায় সাধারণ মানুষ
- পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

বাংলা বাঁচাও যাত্রা-য় স্থানীয় সমস্যার কথা

কল্লোল মজুমদার ও আজাদ

মালদা ও মানিকচক, ৫ ডিসেম্বর : সপ্তম দিনে পড়ল সিপিএমের 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ মালদা শহরের এলআইসি মোড় থেকে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'-র মিছিল শুরু হয়। ইংরেজবাজারের অমৃতি, মিল্কি হয়ে মিছিল মানিকচকে পৌঁছায়। সেখানে যোগ দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন পদযাত্রায় মীনাক্ষী ছাড়াও শতরূপ ঘোষ, প্রতীক উর রহমান সহ রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতারা ছিলেন।

এদিন কর্মসূচি শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্য থেকে তৃণমূলকে বিদায় করতে আমরা সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলকে আহ্বান জানাচ্ছি।' এরপর সকালে এলআইসি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। বেলা দুটো নাগাদ মানিকচকের চৌকি ধরমপুরে মিছিল এসে পৌঁছায়। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সেলিম। তিনি বলেন, 'আমরা তো বহু আগে থেকেই কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে বলে আসছি। আমি দাবি জানাচ্ছি, তৃণমূল একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। যেখানে কেন্দ্রের কাছে কোন কোন খাতে টাকা পাওনা রয়েছে, তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারও শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক তারা রাজ্যকে কোন কোন খাতে, কত টাকা দিয়েছে। তাহলেই সব পরিষ্কার বেরিয়ে আসবে।'

অন্যদিকে, সন্ধ্যায় ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুরে একটি সমাবেশ করা হয়। সেখানে সিপিএম নেতারা ভাঙন ও বন্যার সমস্যাটি উল্লেখ করেন। সমাবেশে সেলিম অভিযোগ তোলেন, 'এবারের বন্যার কারণে ভূতনির মানুষ বেশ কয়েক মাসের জন্য জলে ডুবে থাকলেন। তাঁদের দুর্দশার খবর নিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবারের জন্যও এখানে এলেন না। অথচ দু'দিন আগে এসে ভাঙনরোধ নিয়ে মিথ্যা কথা বলে গেলেন।' মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'তৃণমূল এই ভাঙনকবলিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করছে।'

ইংরেজবাজারের মিল্কিতে বাংলা বাঁচাও যাত্রা-র মিছিলে মীনাক্ষী, শতরূপ সহ অন্যরা। শুক্রবার।

ফের জালে জাল বার্থ সার্টিফিকেট

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার বালুরঘাট হাসপাতালের সুপারের হাতে একটি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র ধরা পড়েছে। গঙ্গারামপুরের প্রাণসাগরের এক দম্পতি তাঁদের কন্যাসন্তানের ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র পেতে হাসপাতাল সুপারের দপ্তরে শংসাপত্র জমা দেন। শংসাপত্রটি হাতে পড়তেই সুপারের দপ্তরের কর্মীরা বুঝতে পারেন, সেটি নকল। এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও জানায় এমন কোনও জন্মের নজির নেই তাঁদের নথিতে। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, সই থেকে শুরু করে অফিসের সিল- সবই নকল। সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন কর্মীরা। অবস্থা বেগতিক বুঝে পালান তিনি। বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ। তিনি বলেন, 'সার্টিফিকেট হাতে পড়তেই বুঝেছি, সেটি নকল। এই ধরনের নকল সার্টিফিকেট আগেও আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। এ বিষয়ে থানা ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি।'

ঘটনায় ওই শিশুর বাবা সহ দালালচক্রের অনেককেই গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। কী কারণে এত জাল সার্টিফিকেট তোলার হিড়িক লেগেছে তা নিয়ে ফের তদন্তে নেমেছে প্রশাসন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আশ্বাস

ধূলিসাৎ জোড়া সরকারি প্রকল্প

মুরতুজ আলম

সামসী, ৫ ডিসেম্বর : প্রকাশ্য দিবালোকে আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একজোড়া সরকারি প্রকল্প। ঘটনাস্থল চাঁচল-২ ব্লকের গৌড়হণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের এনায়েতনগর মালেক মোড়। অভিযোগের তির ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যের স্বামী সহ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গৌড়হণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবেজা খাতুনও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ জানান। চাঁচল-২'র বিডিও শান্তনুর চক্রবর্তী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বুধবার আর্থমুভার দিয়ে জনবহুল মালেক মোড়ের একটি কমিউনিটি টয়লেট ও সাবমার্সিবল প্রকল্প ভেঙে ফেলা হয়। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তরা জমি মাফিয়া। তাই তাঁরা চোখের সামনে সরকারি প্রকল্প ভেঙে ফেলা হলেও ভয়ে টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে সাহস পাননি। অভিযোগকারী নজরুল ইসলামের কথায়, 'ওই এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সাধারণ মানুষ নিয়মিত ব্যবহার করতেন। এখন সমস্যা বেড়ে গেল। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সহ দুজন মিলে এগুলো ভেঙেছেন।'

এনায়েতনগর মালেক মোড়ে জোড়া প্রকল্প ভেঙে পড়ে রয়েছে।

যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন গৌড়হণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য ওহেদা খাতুনের স্বামী জিয়াউল হক। তাঁর সাফ বক্তব্য, 'আমি কেন ভাঙতে যাব? যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা নিজেরাই ভেঙে পরিকল্পিতভাবে আমাকে ফাঁসানোর জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। সবটাই নাটক করা হচ্ছে।'

২০১৮ সালে স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই কমিউনিটি টয়লেটের ও সাবমার্সিবল প্রকল্প দুটি নির্মিত হয়। জোড়া সরকারি প্রকল্প ভেঙে ফেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই প্রকল্প দুটি খাসজমিতে ছিল। তার পিছনে রয়েছে রায়তি জমি। সেই জমির মূল্য বাড়াতেই কি সরকারি প্রকল্প ভেঙে দেওয়া হল? প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

মৃত শিশু

পতিরাম, ৫ ডিসেম্বর : পতিরাম থানার পশ্চিম মহেশপুরে ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে গিয়ে ১০ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার বিকেলে জুলফিকার মণ্ডল নামে ওই শিশু একটি ট্র্যাক্টরে চেপে বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে যাচ্ছিল। সে সময় ট্র্যাক্টরটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায়। ট্র্যাক্টর থেকে নীচে পড়ে শিশুটি গুরুতর আঘাত পেয়েছিল। দ্রুত তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধের মৃত্যু

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধ আফজাল খান (৬০)-এর বাড়ি ব্রহ্মোত্তপুর গ্রামে। শুক্রবার সুজাপুর হাসপাতাল মোড় এলাকায় জাতীয় সড়ক পারাপার করার সময় টোটো ধাক্কা মারে ওই বৃদ্ধকে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সুজাপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই বৃদ্ধ মারা যান।

প্রতিবন্ধী দিবস

গাজোল, ৫ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষম ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গাজোলে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল। মালদা সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহযোগিতায় শুক্রবার গাজোল ব্লকের তিনটি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলায় মেতে ওঠে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত

বামনগোলা, ৫ ডিসেম্বর : দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তরুণের। বামনগোলার কাটোয়াডাঙ্গা এলাকার ওই তরুণের নাম পলাশ মাহাতো (৩০)। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পাকুয়াহাট টিয়াকাটি এলাকার সুমন ভৌমিক (৩১)। পুলিশ দুটি মোটরবাইক আটক করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

'প্রধানমন্ত্রী দাওয়াই' শুভেন্দুর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : বাংলা দখলে বঙ্গ সাংসদদের 'হোমটাস্ক' দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। মালদার সর্বত্র পদ্মফুল ফোটাতে এবার দলীয় নেতৃত্বকে 'প্রধানমন্ত্রী দাওয়াই' দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জানুয়ারিতে মালদা সফরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী, তার আগে দলকে গুছিয়ে নিতে হবে বলে নির্দেশ শুভেন্দুর। বিরোধী দলনেতার নির্দেশ মেনে বুধবার থেকে বিজেপির দুই মালদা সংগঠক জেলা নেমে পড়েছে ময়দানে। শক্তিকেন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধিতে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ নজর। গত মঙ্গলবার একটি অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে মালদায় এসেছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে দিয়ে গিয়েছেন রাজনৈতিক 'টিপস'।

বঙ্গ বিজেপিরও ভরসা নরেন্দ্র মোদি। ক'দিন আগে দলের সাংসদদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এখন তা জেলার নেতাদের দিচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। প্রধানমন্ত্রী দাওয়াইয়ে রয়েছে জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং জন সমর্থন সংগ্রহে বাড়ি বাড়ি নিয়মিত যাওয়া, শক্তিকেন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি, প্রত্যেকটি ভোটারকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত করা, রাজ্য সরকারের বাধায় যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত, তা তুলে ধরার মতো বিষয়গুলি। মঙ্গলবার পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলে একটি হোটেলে দলীয় নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এমনই একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর নির্দেশ, ঠান্ডা ঘরে বসে থাকলে হবে না, এখন থেকে শহরের নেতাদেরও গ্রামে পৌঁছে শক্তিকেন্দ্রের, মণ্ডল কমিটির শক্তিবৃদ্ধিতে নজর দিতে হবে। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলায় ৩৯৬টি এবং দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলায় ৩৬৭টি শক্তিকেন্দ্র রয়েছে বিজেপির।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি সূত্রে খবর, নতুন বছরের শুরুতেই বঙ্গ সফর শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানুয়ারিতে তিনি মালদায় আসবেন বলে জেলার নেতাদের জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। মোদি সফরের কথা স্বীকার করে নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি সভা করার কথা রয়েছে। তবে দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।' উল্লেখ্য, মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৪টি বিজেপির দখলে রয়েছে। বাকিগুলি তৃণমূলের।

মালদার বিভিন্ন চরে বসকারীরা এ রাজ্যের বাসিন্দা হলেও, প্রত্যেকরই নাম রয়েছে ঝাড়খণ্ডের ভোটার তালিকায়। যা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলার এসআইআরের ক্ষেত্রে। বিজেপি সূত্রে খবর, বিষয়টি বিরোধী দলনেতার সামনে উত্থাপন করা হয়েছিল। কেউ যাতে এখনই ঝাড়খণ্ডের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ না দেন, সেই পরামর্শ দিয়েছেন শুভেন্দু।

শহরের ফুলবাড়ি পাকুড়তলা মোড়ে রঘুনাথ জিউ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে বজরঙ্গবলীর মূর্তি উদ্বোধন করতে মঙ্গলবার মালদায় এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পরামর্শ

- প্রধানমন্ত্রী দাওয়াই দিয়ে মালদা বিজেপিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা শুভেন্দুর
- শক্তিকেন্দ্র ও মণ্ডলগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ নজর, বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর
- শহরের নেতাদের গ্রামে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরার নির্দেশ
- জানুয়ারিতে মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী, তার আগে গুছিয়ে নেওয়ার পরামর্শ

বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্রাত্যর হুঁশিয়ারি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : 'দুর্নীতি করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।' শুক্রবার জেলা সদরে এসে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি অডিট রিপোর্ট প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গতবছর ৯ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করে সাংবিধানিক সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর দপ্তর। কয়েক কোটি টাকা গরমিল দেখা যায় ক্যাগ-এর সেই রিপোর্টে। এদিন ব্রাত্য বলেন, 'নতুন ও স্থায়ী উপাচার্য এসে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন। এর বিচার হবে। যদি সত্যি কোনও আর্থিক গরমিল পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বিচার হবে। নতুন উপাচার্যের কাছে সঠিক অডিটের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময়ে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে সেই সময় উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পিএইচডি গাইড বা গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অনিল ভুঁইমালি। এদিকে ব্রাত্যর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্তের কথায়, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি চলেছে। একমাত্র আমরাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। শিক্ষামন্ত্রী যদি সদর্থক ভূমিকা নেন, তাহলে তা প্রশংসাযোগ্য হবে।' এসএফআই-এর জেলা সম্পাদক কুষাণ ভৌমিক বলেন, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর দুর্নীতি হয়েছে। আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন।'

অন্যদিকে, সওয়া দু'বছরের বেশি সময় ধরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দীপককুমার রায়। নতুন ও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে এদিন আশ্বাস দেন ব্রাত্য। তাঁর কথায়, '১৯ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে ফয়সালা হওয়ার কথা। তারপরই রাজ্যের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য রয়েছেন সেখানে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

কর্মব্যস্ততা।। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন মুন্না বণিক।

গভীর রাতে উদ্ধার অপহৃত

পুলিশের জালে দুই, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের অপহৃত আইনজীবীকে উদ্ধার করল পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রুদ্রখণ্ড গ্রাম থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন রায়গঞ্জ থানা ও জেলা পুলিশের কর্তারা। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি, অপহরণে ব্যবহৃত স্করপিও গাড়িটি ও একটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সাদ্দাম হোসেন নামের একজন বিহারের কুখ্যাত দুষ্কৃতী বলে জানা গিয়েছে। বাড়ি বিহারের কাটিয়ার জেলার জাতাহার সংলগ্ন শিবানন্দপুর গ্রামে। সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিহারের একাধিক থানায় খুন, অপহরণ সহ একাধিক মামলা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আরেক ধৃত ইজাজ মহম্মদ রায়গঞ্জ থানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রুদ্রখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদাধিকারী নেতাও বটে। এনিয়ে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সোনাওয়ান কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।'

ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার নীলাদ্রি সরকার এনিয়ে বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণ, খুনের চেষ্টা, টাকাপয়সা ছিনতাই সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের আইনজীবী জুলিয়াস নায়ারকে বৃহস্পতিবার আদালত থেকে বাড়ি ফেরার সময় উদয়পুর হাঁসখামার এলাকায় ১০এ রাজ্য সড়ক থেকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করা হয়েছিল। রাস্তায় তাঁর বাইক আটকে চারটি পিস্তল তাক করে প্রথমে মারধর করা হয়। পরে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোরাহার ঘাট পার করে জুলিয়াসকে বিহারের কাটিহার জেলার আবাদপুর থানা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইনজীবীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে জেলার পুলিশ সুপার বিহারের কাটিহার জেলার এসপির সঙ্গে কথা বলে আবাদপুর থানা এলাকায় হানা দেন। সঙ্গে অপহরণে ব্যবহৃত গাড়ি ও বাইকটির মালিকের খোঁজ পেয়ে তাঁদের ফোনও ট্র্যাক করা শুরু হয়। এর মধ্যে একটি ফোন ইজাজের ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

পরে দুষ্কৃতীরা মোবাইল ফোন বন্ধ করে জুলিয়াসকে ইটাহারের বাড়িওলঘাট পার করে রুদ্রখণ্ডে নিয়ে আসে। এদিকে বিশাহার, গোরাহার, অনন্তপুর, বাহিন সহ ছয়টি ঘাটে পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ডিএসপি সদর, ডিএসপি ডিএনটি, রায়গঞ্জ থানার আইসি ও জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ইজাজ রুদ্রখণ্ড গ্রামে ফিরে মোবাইল অন করতেই তাঁর লোকেশন পেয়ে যায় পুলিশ। এরপর তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে অপহৃত আইনজীবীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি মোট পাঁচজনকে পুলিশ আটক করে। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও দুজন পুরুষ। মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অপহৃত আইনজীবী ও ধৃত দুজনকে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। রাত একটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জুলিয়াসকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জুলিয়াস বলেন, 'ঘটনায় মোট ১৬ জন দুষ্কৃতী জড়িত রয়েছে। তবে কী কারণে আমাকে অপহরণ করা হল তা বুঝে উঠতে পারিনি। পুলিশ ঠিক সময় না এলে ওরা আমাকে মেরে ফেলত।' অন্যদিকে, ইজাজের বাড়ি থেকে আটক হওয়া এক মহিলা সদস্য জানিয়েছেন, চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়াতেই জুলিয়াসকে অপহরণ করা হয়েছিল।

ধৃতকে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

> ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণ, খুনের চেষ্টা, টাকাপয়সা ছিনতাই সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।
>
> নীলাদ্রি সরকার
> অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার

স্ত্রীকে খুনে গ্রেপ্তার

হরিরামপুর, ৫ ডিসেম্বর : বোনের মৃত্যুর জন্য তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে হরিরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন দাদা। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত অখিল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার তাঁকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বার্তকি গ্রামের বাসিন্দা অমিতকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, বোন কৌশল্যা মণ্ডলের সঙ্গে ওই গ্রামেরই অখিল সরকারের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের ৪ বছরের একটি ছেলে ও দেড় বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। কিন্তু, বিয়ের পর থেকেই বোনের ওপর শ্বশুরবাড়ির তরফে পণের জন্য নানাভাবে অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ।

অমিতের অভিযোগ, '৩ ডিসেম্বর ব্যাপারটি চরমে ওঠে। ওইদিন বাবার থেকে ১ লক্ষ টাকা চেয়ে বোনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আমার বোন সেই অন্যায় আবদার মানতে চায়নি। সেই কারণে, বিকেলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার বোনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলে।' বৃহস্পতিবার রাতে হরিরামপুর থানায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন অমিত। অভিযোগের ভিত্তিতে ওইদিন রাতেই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ।

ফেরিঘাটের জন্য পরিদর্শন

বৈষ্ণবনগর, ৫ ডিসেম্বর : লালপুর-ধুলিয়ান ঘাটে গঙ্গা পারাপারের একমাত্র ভরসা নৌকা। ফলে বর্ষায় বা নদীভাঙনে পারাপার বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাই সেখানে স্থায়ী ফেরিঘাটের দাবি দীর্ঘদিনের। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কালিয়াচক-৩ ব্লকের লালপুরে স্থায়ী ফেরিঘাট নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ল্যান্ড রেভেনিউ) দেবাহুতি ইন্দ্র প্রমুখ। পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার।

ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, প্রথমে ঘাটের আশপাশের মাটি ও জলের বিস্তারিত পরীক্ষা করা হবে। নদীর গভীরতা, স্রোতের দিক, পলির পরিমাণের রিপোর্ট হাতে এলে বোঝা যাবে এখানে স্থায়ী ঘাট নির্মাণ করা সম্ভব কি না। বিধায়ক চন্দনা সরকার বলেন, 'এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি স্থায়ী ঘাট। সব দপ্তর সমন্বয় করলে এ সমস্যার সমাধান একদিন অবশ্যই হবে।' এদিকে, এদিন আধিকারিকদের এলাকায় দেখে ফেরিঘাট নিয়ে আশার আলো দেখছেন বাসিন্দারা।

তৃণমূলকে আক্রমণ মিমের

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : কয়েকমাস আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন বাংলায় ওয়াকফ আইন কার্যকর হবে না। কিন্তু তারপরেও উমিদ পোর্টালে ওয়াকফের তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে। এই ইস্যুতে তৃণমূলকে বিঁধে শুক্রবার অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর জেলা সহ সভাপতি মজিবুর রহমান বলেন, 'উমিদ পোর্টালে তথ্য আপলোডের নির্দেশ জারি হওয়ায় রাজ্যজুড়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এই রাজ্যে ওয়াকফ আইন কার্যকর হবে না। তারপরেও উমিদ পোর্টালে তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি।'

সংশোধনী

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের চারের পাতায় প্রকাশিত 'স্কুল ড্রেস নিয়ে বিতর্ক পতিরামে' কপিতে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রতীন রায়ের বক্তব্য, 'আমি আমার বক্তব্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সব জানিয়েছি। এর বাইরে আমি কিছু বলব না।'- পড়তে হবে।

নানা অনুষ্ঠানে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে শুক্রবার বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, জৈব পদার্থের গুরুত্ব, সুষম সার প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুরের কৃষি আধিকারিক দেবজ্যোতি মহলানবিশ, মালদা কৃষি প্রশিক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক সাইফুল মণ্ডল, মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রাকেশ রায় প্রমুখ। রাকেশ বলেন, 'মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা না করলে কৃষি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিরাপদ থাকবে না। সুস্থ মাটি কৃষকের স্থিতিশীল আয় এবং পরিবেশবান্ধব কৃষির মূল ভিত্তি।'

রায়গঞ্জে এদিন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালিত হয়েছে। কর্ণজোড়ায় মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের কৃষি রসায়নবিদের করণে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাটিকে দূষণমুক্ত করতে কী করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়। জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার বেশি করে প্রয়োগ করার স্লোগানকে সামনে রেখে শুক্রবার কুশমণ্ডি কৃষি দপ্তরে মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয়। ব্লকের ৮০ জন কৃষককে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মাঝিয়ান কৃষি কলেজে এদিন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয়। 'হেলদি সয়েলস ফর হেলদি সিটিস' স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের কৃষি আধিকারিক পার্থ মুখোপাধ্যায়, মনোজকুমার মাহাতো প্রমুখ। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশ রক্ষার জন্য মৃত্তিকার সুস্থতা অপরিহার্য বলে জানান তাঁরা।

পথসভা

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরে শুক্রবার বিজেপির তরফ থেকে পৃথক দুটি পথসভা করা হল। ডিসেম্বরের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে প্রতিটি শক্তিকেন্দ্রে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এই পথসভা। এদিন বিকেলে ডেটলহাটে পথসভা হয়। পাশাপাশি বুনিয়াদপুর পিরতলাতে অপর পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্যের বিষয় ছিল এসআইআর, অনুপ্রবেশ, শাসকদলের দুর্নীতি। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও নারী নির্যাতন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তরুণের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম রতন মাহাতো (৩১)। তাঁর বাড়ি উচলপুকুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ওই তরুণ বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। যদুনাথ বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন রাজ্য সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই বাইকচালক ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা রতনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অপর বাইকচালক বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

জন্মদিন পালন

কুমারগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : স্কুলেই পড়ুয়াদের সম্মিলিত জন্মদিন পালন। হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় শুক্রবার সেজে উঠল নির্মল আনন্দে। অকৃত্রিম হাসি, হইহুল্লোড় মিলেমিশে গেল উদযাপনের আনন্দে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা মিলে স্কুল সাজিয়ে তোলে। এরপর গ্রুপভিত্তিক কেক কেটে জন্মদিন হয়। গান, নাচ, কবিতায় জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষে স্যালাড, ফ্রায়েড রাইস, ডিম, ভাত, মাছের কালিয়া, পাঁপড়, চাটনি ও দই দিয়ে হয় মধ্যাহ্নভোজের।

হেমতাবাদে হয়নি ডিগ্রি কলেজ

বিধায়কের ব্যর্থতা পদ্মের হাতিয়ার

দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ ও বামনগোলা, ৫ ডিসেম্বর : স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে মানুষের প্রত্যাশাও বেশি। আর হবে নাই বা কেন, হেমতাবাদে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো একুশের নির্বাচনে বেড়া টপকেছিলেন তৃণমূলের সত্যজিৎ বর্মন। অথচ, গত পাঁচ বছরের কার্যকালে হেমতাবাদে একটি ডিগ্রি কলেজও গড়ে তুলতে ব্যর্থ তিনি। উঠছে এমনই অভিযোগ। যা নিয়ে সাধারণ মানুষ হতাশ। তৈরি হয়েছে ক্ষোভও। সেই ক্ষোভই আগামী নির্বাচনে হেমতাবাদে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া পেতে বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

এদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন হেমতাবাদের তরুণ-তরুণীরা। স্নাতক স্তরের পড়াশোনার জন্য তাঁদের রায়গঞ্জ বা কালিয়াগঞ্জের কলেজে ভর্তি হতে হচ্ছে। হেমতাবাদে কলেজ গড়ে তোলা হলে যাতায়াত ভাড়া, সময় দুই অপচয় হত না বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য।

ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের এই দাবি নিয়ে শুক্রবার আন্দোলনে নামেন বিজেপি কর্মীরা। হেমতাবাদ পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের সামনে মঞ্চ বেঁধে কলেজের দাবিতে অবস্থানে বসেন তাঁরা। সেখানে পরিবর্তন সভা থেকে হেমতাবাদে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের দাবিতে সরব হয় নেতৃত্ব। বিজেপির হেমতাবাদ-২ মণ্ডল কমিটির সভাপতি বিপ্লব সরকার বলেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকায় কোনও কলেজ নেই। প্রতিবছর বাজেট হচ্ছে। কিন্তু হেমতাবাদের কলেজের জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না। হেমতাবাদের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এখন চুপ। হেমতাবাদ আসনে জয় পেলে বিজেপির প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কলেজ স্থাপন করা।

বিজেপির এই আন্দোলনকে বিঁধে এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক কুশান ভৌমিক বলেন, 'আমরা কলেজের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। ভোট আসছে বলে এবিভিপি ও বিজেপি আন্দোলনের কথা বলছে।' হেমতাবাদ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাজিমুদ্দিন তালুকদারের মন্তব্য, হেমতাবাদ বিধানসভা থেকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর থাকা সত্ত্বেও কলেজ হল না। এটা দুর্ভাগ্যের।

এদিকে, বিরোধীদের পালটা তোপ দেগে হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আসরাফুল আলি বলেন, 'হেমতাবাদে একটি ডিগ্রি কলেজ তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনুরোধ করেছেন বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। আমরাই হেমতাবাদে কলেজ করব। বিজেপি ও এসএফআই নাটক করছে। ওরা কোনওদিনই হেমতাবাদ আসনে জয়ী হতে পারবে না।'

অন্যদিকে, এদিন বামনগোলা ব্লকে পাকুয়াহাট উত্তর সালালপুর বটতলায় শুক্রবার বিজেপির পরিবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের নেত্রী বীণা কীর্তনিয়া, তপন মণ্ডল প্রমুখ।

ভোটের অঙ্ক

- হেমতাবাদে এত বছরেও কোনও ডিগ্রি কলেজ গড়ে ওঠেনি
- কলেজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একুশের নির্বাচনে জয়ী হন তৃণমূলের সত্যজিৎ বর্মন
- এই পাঁচ বছরে নিজের নির্বাচনি ক্ষেত্রে কলেজ গড়ে তুলতে পারেননি তিনি
- সেটাকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নেমেছে বিজেপি

হেমতাবাদে বিজেপির পরিবর্তন সভা।

দুরন্ত শৈশব।। বালুরঘাটে অযোধ্যা গ্রামে শুক্রবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

বৈঠক ডাকবেন তিন কাউন্সিলার

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ৫ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভার ভবিষ্যৎ ক্রমশ আরও জটিল হচ্ছে। চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার ইস্তফা দেওয়ার পরে দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে। এতদিন ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদের কাছে সুযোগ ছিল চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া নিয়ে বোর্ড মিটিং ডাকার। কিন্তু তা তিনি করেননি। দলের মধ্যে চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতার কারণেই তিনি বোর্ড মিটিং ডাকেননি বলে মনে করা হচ্ছে। এবার হাজি ফিরোজের হাতেও আর বৈঠক ডাকার ক্ষমতা রইল না। এখন বোর্ড মিটিং ডেকে চেয়ারম্যান বাছাই করার প্রক্রিয়াটা অনেকটাই জটিল হয়ে গেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভাইস চেয়ারম্যান শুক্রবার বলেন, 'চেয়ারম্যান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার হাতে যে বোর্ড মিটিং ডাকার ক্ষমতা ছিল, তার মেয়াদ এদিন শেষ হল। আগামীতে তিনজন কাউন্সিলার মিলে এই মিটিং ডাকতে পারবেন।' কবে সেই মিটিং হবে তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারেননি ফিরোজ। তাঁর মন্তব্য, 'তাঁরা কবে মিটিং ডাকবেন, তা সময়ই বলবে।'

ডালখোলা পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে কে বসবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। আর তৃণমূলের মধ্যে তর্জা তুঙ্গে। পুর আইনের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী এক্ষেত্রে পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে তিনজনে মিলে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করতে পারবেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনে দিনক্ষণ ঠিক করে বাছাই করা সেই তিনজন কাউন্সিলারকে সেই তারিখ জানিয়ে দিতে হবে। সেজন্য শনিবার ১৫ জন কাউন্সিলার বৈঠকে বসে ঠিক করবেন কোন তিনজন মিলে নোটিশ ডাকবেন। তার উপরেই নির্ভর করবে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিনক্ষণ। ডালখোলা পুরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে বলেন, 'শনিবার ১৫ জন কাউন্সিলার বৈঠক করবেন। সেখানে তিনজন কাউন্সিলারের নাম ঠিক করা হবে। তারাই পরবর্তীতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের তারিখ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবেন।'

তবে বিষয়টি এত সহজ নয়। গত ১০ নভেম্বর ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ ইস্তফা দিয়েছেন। তারপর সেই পদে সুমনা দাসের নাম দলীয়ভাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁকে চেয়ারপার্সন হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন ১০ জন তৃণমূল কাউন্সিলার। তারপর দফায় দফায় বিধায়ক ও জেলা সভাপতির সঙ্গে বৈঠকের পরেও এখনও কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি।

এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, চেয়ারম্যান বেছে নেওয়ার জন্য আগামী রবিবার একটি দলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। এর পিছনে জেলা সভাপতির উদ্যোগ রয়েছে। সেখানে সব কাউন্সিলার, বিধায়ক গৌতম পাল ও জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল উপস্থিত থাকতে পারেন। যদিও এবিষয়ে বিধায়ক সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তবে জেলা সভাপতি বলেন, 'আগামী রবিবার ১৬ জন কাউন্সিলারকে ডেকে বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের করা হবে।'

ডালখোলা পুরসভা

কোচ ডিসপ্লে বোর্ডের আশ্বাস রেলের

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ৫ ডিসেম্বর : দূরপাল্লার ট্রেনগুলি দাঁড়ায় বটে, ওই ট্রেনগুলির সওয়ারি হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান হাজার হাজার যাত্রী। কিন্তু বিভিন্ন ট্রেনের কোচগুলির অবস্থান সম্পর্কে আগাম কোনও ধারণাই থাকে না যাত্রীদের। ফলে ট্রেনগুলি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর আগেই যাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় দৌড়ঝাপ। লটবহর নিয়ে এমন সমস্যায় পড়তে হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ডালখোলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে কোচ ডিসপ্লে বোর্ডের দাবি তুলছিলেন যাত্রীরা।

তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে শীঘ্রই, এমনই আশ্বাস দিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ডালখোলা স্টেশনের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ডালখোলা স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শন করেন সামসী স্টেশনও।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে গড়ে তোলা হচ্ছে ডালখোলা স্টেশন। দ্রুত কাজ শেষ করতে চাইছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। যে কারণে এদিন সামসী স্টেশন পরিদর্শনের পর ডালখোলা স্টেশনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের আসা। এদিন কাজের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনি। তাঁর কাছে স্টেশনের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা। যার মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে কোচ ডিসপ্লে বোর্ড না থাকার বিষয়টি।

সেই সময়ই দ্রুত এই সমস্যা দূর হবে বলে আশ্বাস দেন জেনারেল ম্যানেজার। বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ, স্টেশনের রেকপয়েন্টে ঢোকার বেহাল রাস্তা মেরামত, যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক শৌচালয় সহ বেশ কিছু দাবি তোলা হয় জেনারেল ম্যানেজারের কাছে।

পরে চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ডালখোলা স্টেশনে চলা উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কী কী সমস্যা রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি। ডালখোলায় কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপের দাবি রয়েছে তাঁদের। তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে। স্টেশনে খুব শীঘ্রই ট্রেনের কোচ ডিসপ্লে বোর্ড বসানো হবে।'

ডালখোলা স্টেশন

নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

কুশমণ্ডি, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে সপ্তম শ্রেণির এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল কুশমণ্ডি পুলিশ ও প্রশাসন। বিয়েতে দুই পরিবারের সম্মতি ছিলনা বলেও জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট খোলায় নীচের সারিতে মালদা ডাক

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : ব্যাংকিং সিস্টেমে মালদা ডাক ডিভিশনের হতাশাজনক প্রদর্শনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ঋজু গঙ্গোপাধ্যায়।

শুক্রবার মালদা কলেজের সানাউল্লা মঞ্চে আয়োজিত মেগা ডাকমেলার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন, 'ব্যাংকিং সিস্টেমে ডাক বিভাগে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে রাজ্যে মালদা ডিভিশনের স্থান পিছনের দিক থেকে ২ নম্বরে। মানুষ ডাক বিভাগে সঞ্চয় করতে যাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এই লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু ডাক বিভাগের কর্মীদের ঢিলেমিতে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না। চলতি আর্থিক বর্ষে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৫ শতাংশে পৌঁছাতে পেরেছে।'

অথচ নতুন প্রজন্মের অনেক ডাক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের সেভাবে কাজের প্রতি আগ্রহ নেই বলে তিনি জানান। আগামী দু'মাসের মধ্যে পরিস্থিতি না বদলালে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

ইন্টারনেটের যুগে ক্রমেই হাতে লেখা চিঠি আদানপ্রদানের বিষয়টি মানবজীবন থেকে হারাতে বসেছে। এখন আর রাস্তার ধারে কিংবা মোড়ে দাঁড় করানো লাল রঙের পোস্টবাক্সের দিকে মানুষ ঘুরেও তাকান না। শুধুমাত্র সরকারি কাগজপত্র কিংবা চাকরির আবেদন ছাড়া মানুষের পোস্ট অফিসে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমেছে। দেখা মেলে না সেই খাকি পোশাক পরা পোস্টম্যানদের, যারা সাইকেলে চেপে দুয়ারে দুয়ারে চিঠি পৌঁছানোর কাজ করতেন। অস্তিত্ব সংকটে থাকা ডাক বিভাগকে বাঁচিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার ডাক পরিষেবার সঙ্গে ব্যাংকিং সিস্টেম সহ একাধিক পরিষেবা জুড়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মতো সাধারণ মানুষ ভালো সুদে নিজেদের সঞ্চয় পোস্ট অফিসে রাখতে পারেন।

যে কারণে জীবনবিমা প্রকল্প, গ্রামীণ সঞ্চয়, শিশুদের সঞ্চয়ের প্রকল্প, সুকন্যা সমৃদ্ধির মতো একগুচ্ছ ব্যাংকিং প্রকল্প নিয়ে এসেছে। তাতে বাংলা সহ গোটা দেশে ডাক বিভাগের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। মানুষ নিজেদের গচ্ছিত অর্থ পোস্ট অফিসে রাখতে যাতে ভরসা পায় তার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় ঢালাও বিজ্ঞাপন এবং ডাককর্মীদের প্রচেষ্টায় অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সংখ্যা গোটা রাজ্যেই আশাতীত বেড়েছে। কিন্তু সেখানে মালদা ডিভিশনের এহেন পারফরমেন্সে মোটেও খুশি নন উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের পোস্ট মাস্টার জেনারেল।

শুক্রবার মালদা পোস্ট অফিস আয়োজিত মেগা ডাকমেলার অনুষ্ঠানে পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা পোস্ট অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উৎপলকুমার রায়, বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী তপহারানন্দজি মহারাজ, চিন্তামণি চমৎকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌমিতা প্রামাণিক সহ অন্যরা। কাজের নিরিখে জেলার বিভিন্ন সাব-পোস্ট অফিসের কর্মীদের শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

> ব্যাংকিং সিস্টেমে ডাক বিভাগে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে রাজ্যে মালদা ডিভিশনের স্থান পিছনের দিক থেকে ২ নম্বরে। মানুষ ডাক বিভাগে সঞ্চয় করতে যাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এই লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু ডাক বিভাগের কর্মীদের ঢিলেমিতে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না।
>
> ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় জেনারেল পোস্ট মাস্টার

অসুস্থ বিএলও

শুক্রবার বিকালে ডেবরার ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫ নম্বর বুথের বিএলও অরূপ কুমার মাইতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নবান্নে বৈঠক

ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্সকে নিয়ে শুক্রবার নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা।

এসি ট্রেন

শিয়ালদার পর এবার হাওড়া ডিভিশনেও চলবে এসি লোকাল ট্রেন, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের মধ্যে। পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ ডেউস্কর জানিয়েছেন, সমীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেপমারি

সাইকেলের চাকায় একটি দড়ি আটকে গিয়েছিল। তা ছাড়িয়ে দেওয়ার নাম করে এক বৃদ্ধের কাছ থেকে শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী। তদন্তে পুলিশ।

নিয়োগের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মতো উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে (এনবিএসটিসি) এক মাসের মধ্যে ৪ জনের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর করতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ওই চারজনের বয়স ৬২ বছরের কম হলে তাঁদের একমাসের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে। সকলের বকেয়া সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা না হলে অন্যথায় হাজির থাকতে হবে অর্থসচিবকে।' আদালতের নির্দেশ কার্যকর হয়েছে কি না, তা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। জানুয়ারি মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি।

২০১৪ সালে শ্রমিক ট্রাইবিউনাল ২২ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁরা দীর্ঘদিন পরিষেবা দিয়েছেন। কিন্তু এই নির্দেশের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। পরে সেই মামলা ডিভিশন বেঞ্চে আসে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ ট্রাইবিউনালের নির্দেশমতো ২২ জনকে স্থায়ী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্রবার আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, নির্দেশ মাফিক ১৮ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে ৪ জনকে বয়সসীমার কারণে এখনও নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

পরিবহণ নিগমের তরফে আইনজীবী জানান, সমস্ত বিষয়টাই রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল। ডিভিশন বেঞ্চ তারপরই নির্দেশ দেয়, বাকি ৪ জনের বয়স ৬২ ঊর্ধ্ব না হলে অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে।

বাবরি নামে আপত্তি শুভেন্দুর

পুরুলিয়া, ৫ ডিসেম্বর : মসজিদে আপত্তি নেই, আপত্তি বাবরি নামে। ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের দিন মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ গড়তে শিলান্যাস করার কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের দেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের এই ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। এই আবহে শুক্রবার পুরুলিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইসলামরা মসজিদ, হিন্দুরা মন্দির, খ্রিস্টানরা চার্চ, শিখরা গুরুদুয়ারা বানাবেন এতে আপত্তি নেই। কিন্তু নামকরণে আপত্তি রয়েছে। মোগল, পাঠানরা ভারত দখল করতে এসেছিল। অত্যাচার করেছে, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করেছে, মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছে। তাই বাবরি নামকরণে আমাদের আপত্তি আছে। এই নামকরণটি কেউ সমর্থন করে না।' হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করাকে লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভাঙার দিনে বরাবরের মতো শনিবার দেশজুড়ে শৌর্যদিবস পালন করবে বিজেপি। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শুভেন্দু।

জামিন সুজয়কৃষ্ণর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন তিনি। এবার সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি থেকে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে তাঁকে নিম্ন আদালতের কাছে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। ফোন নম্বর জানাতে হবে। তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে একদিন সপ্তাহে দেখা করতে হবে। কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ প্রভাবিত করা যাবে না। কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। সব শর্ত না মানলে তাঁর জামিন বাতিল করতে পারবে নিম্ন আদালত।

শেষ পারানির কড়ি... *শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।*

জট কাটিয়ে আজ মসজিদের শিলান্যাস

হস্তক্ষেপ করল না আদালত, থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের বিরোধিতায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এই মামলায় আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই সম্প্রীতির পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে এদিনই হুমায়ুনের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি দেননি। হুমায়ুন বলেন, 'বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের জন্য আমি ব্যস্ত। তাই কলকাতা গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে ইস্তফা দেওয়ার সময় নেই। স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে থাকব। তারপর ইস্তফা দেব।'

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের প্রস্তাবের বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, এই ধরনের অনুষ্ঠানে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হবে। কোনওভাবে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয়, সেদিকে নজর রাখছে প্রশাসন। কেন্দ্রের আইনজীবী জানান, ওই এলাকা সংবেদনশীল। আগেও অশান্তি হয়েছে। সেই কারণে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এলাকায়। তারপর আদালত জানিয়ে দেয়, শিলান্যাসের কর্মসূচি ঘিরে যাতে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি না হয়, তা নিশ্চিত করবে রাজ্য। পাশাপাশি এক্ষেত্রে রাজ্যকে সহায়তা করবে কেন্দ্র। ফলে শনিবারের কর্মসূচিতে আপাতত কোনও বাধা নেই।

একনজরে

- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না
- রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থার নির্দেশ
- দেদার আয়োজন, আসছেন সৌদি ধর্মগুরুরা
- ৩ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়ন এলাকায়

হুমায়ুনও থেমে নেই। পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন মসজিদ তৈরির প্রস্তুতি। মসজিদের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা ও ৮০ ফুট চওড়া একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চে ৪০০ জন অতিথি বসার ব্যবস্থা থাকবে। শুধু মঞ্চ তৈরিতেই প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে দাবি। থাকবেন সৌদি আরব থেকে আসা ধর্মগুরুরা। সাতটি সংস্থাকে খাবারের বরাত দেওয়া হয়েছে। ৪০ হাজার প্যাকেট শাহি বিরিয়ানি করা হবে। এছাড়াও ২০ হাজার স্থানীয় লোকজনের জন্য বসিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গোটা ব্যবস্থায় তদারকি করতে ২ হাজার জন স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করেছেন হুমায়ুন। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা অতিথিরা শুক্রবার রাতের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে শিলান্যাস অনুষ্ঠান। ২টোয় অনুষ্ঠান শেষ করার কথা আছে।

শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন হুমায়ুন। আইনশৃঙ্খলার যাতে অবনতি না হয়, তার জন্য প্রায় ৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ থাকবে। জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'ব্যারাকপুর ও দুর্গাপুর ব্যাটালিয়ন থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হচ্ছে। মূলত বেলডাঙা ও রেজিনগর থানা এলাকার মধ্যেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই এই দুই থানার পুলিশ অফিসার ও কর্মীরাও থাকবেন।'

'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আদালতের নির্দেশ মতো বিস্তারিত বিবরণ সহ ২০১৬ সালের 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ৩৫১২ জনের ওই তালিকায় তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের নাম, রোল নম্বর, কোন পদে আবেদন করেছেন, অভিভাবকের নাম, জন্মতারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। পয়লা ডিসেম্বরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা গ্রুপ সি ও ডি পদে অযোগ্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতে অভিযোগ উঠেছিল, মোট অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ৭২৯৩। তারপরই ব্যাংক জাম্প, প্যানেল বহির্ভূত অথচ এখনও কর্মরত, ওএমআর গরমিল থাকা সমস্ত প্রার্থীর তালিকা সম্পূর্ণ বিবরণ সহ প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অভিযোগ তোলা হয়, আদালতে কমিশনেরই তথ্য অনুযায়ী, মোট অযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ৭২৯৩ কিন্তু কমিশন ৩৫১২ জনের নাম প্রকাশ করেছে। তবে এদিনের প্রকাশিত তালিকাতেও ৩৫১২ জনেরই বিস্তারিত তথ্য সহ নাম রয়েছে। যদিও নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি ও ডি-এর নিয়োগ মামলার নিষ্পত্তির ওপর নির্ভর করবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। জানা গিয়েছে, এদিন শুধু চাকরিরত ৩৫১২ জন অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। অপেক্ষমাণ তালিকায় যাঁদের নম্বরে গরমিল হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও প্রকাশ করবে এসএসসি। তবে ওই তালিকা প্রকাশ করার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি।

হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা ওই মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস বলেন, 'নির্দেশ কার্যকর না হলে ফের এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।' এদিনই আবার চলতি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দাগিদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর অভিযোগ, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দাগি তালিকা প্রকাশ করেনি কমিশন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পাওয়া দাগিদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি।

অবশেষে

- এদিন চাকরিরত ৩৫১২ জন অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ হয়েছে
- অপেক্ষমাণ তালিকায় যাঁদের নম্বরে গরমিল হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও প্রকাশ করবে এসএসসি
- তবে ওই তালিকা প্রকাশ করার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি

এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় বাড়াতে আপত্তি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়াতে চান না সিইও মনোজ আগরওয়াল। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে দিল্লি থেকে সব রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেই বৈঠকেই সব রাজ্যের সিইওদের কাছেই মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে জানতে চায় কমিশন। জবাবে রাজ্যে এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই বলে কমিশনকে জানিয়েছেন মনোজ।পরে এই বিষয়ে মনোজ বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে এসআইআর-এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। রাজ্যের কাজের অগ্রগতি নিয়ে কমিশনও সন্তুষ্ট। তাছাড়া আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। মেয়াদ বৃদ্ধি হলে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট ঘোষণা নিয়ে সমস্যা হতে পারে।' বৈঠকে রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যু ও তার ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়েও কমিশনকে জানিয়েছেন সিইও।

এদিকে, ডিজিটাইজেশনের কাজে একেবারে পিছনের সারিতে ছিল উত্তর কলকাতা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন উত্তর কলকাতা অধীন মানিকতলা বিধানসভা ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকার থেকে নাম বাদ যেতে পারে ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার। ডিজিটাইজড হয়েছে ৯৯.২৩ শতাংশ ফর্ম।

মালদা টাউন-দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন শীতকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন-দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

মালদা টাউন – দীঘা স্পেশাল			(০৩৪৬৫) (০৩৪৬৬)	দীঘা – মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঁঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঁঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	—	১৩.১০	↓ মালদা টাউন	০৯.২০	—	রবিবার
	১৫.১৫	১৫.২০	রামপুরহাট	০৬.২২	০৬.২৭	
	১৭.১১	১৭.১৬	বর্ধমান	০৪.৩৫	০৪.৪০	
	১৮.৩০	১৮.৩৫	ডানকুনি	০৩.৪০	০৩.৪৫	
	১৯.৫০	১৯.৫৫	আন্দুল	০২.২৫	০২.৩০	
	২০.৩৫	২০.৩৭	মেচেদা	০১.৫০	০১.৫২	
	২৩.০০	—	দীঘা ↑	—	২৩.৪০	শনিবার

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফারাক্কা, পাকুড়, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, তমলুক এবং কাঁথি স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৬৫ ঃ ১৩.১২, ২০.১২ ও ২৭.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০৩টি ট্রিপ এবং দীঘা থেকে ০৩৪৬৬ ঃ ১৩.১২, ২০.১২ ও ২৭.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০৩টি ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ৩-টিয়ার - ০২, স্লিপার ক্লাস - ০৫, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী - ০৭ এবং জিএসএলআরডি - ০২ = ১৬টি কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভবানীপুরের দায়িত্বে দুই মন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪২ হাজার এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েনি। এই ফর্ম কেন জমা করা সম্ভব হয়নি বা পরিকল্পিতভাবে কেন এই ফর্ম ডিজিটাইজড করা হয়নি, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের দুই প্রবীণ মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, এই দুই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমকে। ঘটনাচক্রে ফিরহাদ বন্দর এলাকায় বিধায়কের পাশাপাশি ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও। এই ওয়ার্ডটি মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন।

এবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী যে ফের এখান থেকেই প্রার্থী হবেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দল চাইলে তিনি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে ১৯৫৬ ভোটে হেরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে। ভবানীপুরে প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে বলে একাধিকবার দাবি করেছেন শুভেন্দু। সেখানেই ৪২ হাজার এনুমারেশন ফর্ম জমা না হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের কপালে। ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা তিনটি ওয়ার্ডে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুল পরিমাণে লিড থাকায় লোকসভা ভোটে ভবানীপুর বিধানসভা আসনে কিছুটা হলেও এগিয়েছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ১১০৫টি ভোটে এগিয়েছিল তৃণমূল। তাই এই ৪২ হাজার ফর্ম কেন জমা পড়ল না, তা নিয়েই তৃণমূলের অভ্যন্তরে চর্চা শুরু হয়েছে।

জমা হয়নি ৪২ হাজার ফর্ম

পর্যবেক্ষকদের নিয়ে বৈঠক মুখ্যসচিবের

স্বরূপ বিশ্বাস ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে চলা সমস্ত প্রকল্পের কাজ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দু-দিন আগেই প্রধান সচিব, ডেপুটি সচিব ও জেলা শাসকদের নিয়ে ২৩ জনের একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করে দিয়েছে নবান্ন। এসআইআর-এর জন্য উন্নয়নমূলক কাজে যাতে কোনও ঘাটতি না হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর পালটা চাপ দিতে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শুক্রবারই জেলা শাসক ও বিশেষ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। কোন কোন প্রকল্পের অগ্রগতি কী কী হয়েছে, তা নিয়ে তিনি বিস্তারিত খোঁজ নেন। বাংলার বাড়ি নিয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম দফায় পাওয়া ১২ লক্ষ উপভোক্তার ২৯ শতাংশ উপভোক্তা বাড়ির কাজ সম্পন্ন করেননি। তা নিয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে পথশ্রীর কাজ শেষ করতে নতুন একটি পোর্টাল ব্যবহার করার জন্য জেলাশাসক, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে অর্থ দপ্তর। ৪২৮০ এফ (ওয়াই) নম্বরের এই জরুরি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এতদিন পথশ্রীর কাজে এই ই-টেন্ডার সংক্রান্ত পুরোনো পোর্টালও যেমন সংশ্লিষ্টরা ব্যবহার করতে পারবেন, তেমনই নতুন পোর্টালটি তারা কাজে লাগাতে পারবেন। এতে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ আরও গতি পাবে।

পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পোর্টাল চালু

আজ মমতার বক্তব্যে নজর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এসআইআর আবহে শনিবার কলকাতার ধর্মতলার মেয়ো রোডে 'সংহতি দিবস'-এ ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার কথা থাকলেও সম্ভবত তিনি থাকবেন না। তাই মমতার ভাষণের দিকেই তাকিয়ে আছেন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা।

ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে লক্ষাধিক লোক জড়ো করার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবারই দুই দফায় দলের শীর্ষনেতাদের পাশাপাশি ছাত্র ও যুবদের নিয়েও বৈঠক করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

সংহতি দিবস

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে ছাত্র ও যুব সংগঠনকে নিয়ে ফের বৈঠক হয়েছে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই সভা থেকেই ভোটের প্রস্তুতির দিকনির্দেশিকা জানিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বার্তাও মুখ্যমন্ত্রী এই সভা থেকে দিতে পারেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্য বসু বলেন, 'এদিনের সভায় লক্ষাধিক লোক যে উপস্থিত হবেন, তা এখন থেকেই বলা যায়। আমরা তার প্রস্তুতিও শুরু করেছি। দলনেত্রীর বার্তা শোনার জন্যই সকলে হাজির হবেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

মৈত্রী কথা

ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মোড় এনে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ব্যক্তিগত সখ্য। ২৩তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে পুতিন এখন ভারতে। ২০০০ সালের পর থেকে মোট ১০ বার তিনি ভারতে এলেন। পুতিন ক্ষমতায় আসার বহু আগেই ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম এই কমিউনিস্ট দেশটি ঘুরে এসে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'-তে তাঁর চোখ দিয়ে রুশ দেশের সঙ্গে বাঙালি তথা ভারতবাসীর আত্মিক পরিচয় গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে একসময় কমিউনিস্ট রাশিয়া হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, বামপন্থী বিপ্লবীদের পীঠস্থান। ১৯৫৫ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত যাত্রা ও তারপর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারত সফর দুই দেশের বন্ধুত্বের বাঁধনকে আরও মজবুত করে। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধের আবহে ভারত অবশ্য প্রকাশ্যে উভয় দেশ থেকে সমদূরত্ব রাখার নীতি নিয়েছিল।

বদলে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে ভারত গড়ে তুলেছিল নির্জোট আন্দোলন। নেহরু-ক্রুশ্চেভ, ইন্দিরা-ব্রেজনেভ, রাজীব-গর্বাচভ থেকে মোদি-পুতিন- দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের ব্যক্তিগত সমীকরণের শক্তি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন ও ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পরেও সেই ছবিটা বদলায়নি। বরং প্রোটোকল ভেঙে দিল্লির বিমানবন্দরে মোদির পুতিনকে স্বাগত জানানো, তাঁর সঙ্গে করমর্দন-আলিঙ্গন, একই গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে যাওয়া ইত্যাদি সবই উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উদাহরণ।

একথা ঠিক যে, সোভিয়েতের পতনের পর রাশিয়ার দাপট আগের তুলনায় অনেকটা ম্লান। কিন্তু তার পরেও প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা বন্ধ হয়নি। রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় অপরিশোধিত তেল কেনায় ভারতের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নেমেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই ধাক্কা সামলাতে রুশ তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু সামান্য হলেও আমদানি কমাতে শুরু করেছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সখ্য তৃতীয় কোনও দেশের অঙ্গুলিহেলনে কখনও পরিচালিত হয়নি। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির নানা পরিবর্তনে পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার দিকে ফিরে তাকাতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে ভারত।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারতের স্বার্থে আঘাত লাগার মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের শিকল ও বেড়ি পরিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো, শুল্ক আরোপ, অপারেশন সিঁদুর থামানোর কৃতিত্ব দাবি, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ ও লাগাতার প্রশংসা ইত্যাদিতে ট্রাম্পকে নিয়ে মোদির প্রচারের ফানুস আগেই ফাঁসিয়ে দিয়েছে। নজিরবিহীনভাবে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, তিনিই ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধ করেছেন। মোদি স্পষ্ট ভাষায় তা খারিজ করতে পারেননি।

তবে ভারতের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বে নতুন শান দিতে বাধ্য হয়েছেন মোদি। কিন্তু তা নিয়ে প্রচারের আড়ালে পাকিস্তান ও চিনের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তিতে রাশিয়াকে ভারত কতটা পাশে পাবে, তা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। মোদি-পুতিন যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হলেও সরাসরি পাকিস্তানের নিন্দা করেননি রুশ রাষ্ট্রপতি। পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে সবরকম সাহায্য করা চিনকে রাশিয়া আদৌ কড়া বার্তা দেবে কি না, সেই নিশ্চয়তা পুতিনের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি মোদি।

একসময় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে আমেরিকা, চিন, পাকিস্তানকে লালচোখ দেখানো থেকে পিছু হটত না মস্কো। নয়াদিল্লির সঙ্গে ক্রেমলিনের সেই হৃদ্যতা কমেনি ঠিকই। কিন্তু আমেরিকা-চিন-পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান স্নায়ুর যুদ্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত কতটা সাহায্য পাবে, পুতিনের নয়াদিল্লি সফরে সেই ধোঁয়াশা কাটল না।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

শতবর্ষে উপেক্ষিতই ইতিহাসের ওয়ার্কশপ

তিনধারিয়ায় টয়ট্রেনের বহুচর্চিত ওয়ার্কশপের শতবর্ষ চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও উপেক্ষিত তিনধারিয়া।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাস্তাঘাট একেবারে শুনসান। মরা দুপুর তো মরা দুপুরই। সামান্য আগে মোড়ের মাথায় দেখে এসেছি, জনা দুই তরুণ-তরুণী নতুনভাবে তৈরি রাস্তার মুখে সেলফি তুলে যাচ্ছে। জনা দুই স্থানীয় মানুষ অতিনির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রাস্তার গার্ডওয়ালে।

অথচ এই বিশাল চত্বরের গেটের ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের রাস্তাতেও কেউ নেই। পিছনের রাস্তাতেও কেউ নেই। জাতীয় সড়ক মানে হিলকার্ট রোডের এই অংশটুকু খুব সরু। ডানদিকে যে কয়েকটা বাড়ি, সেগুলোর দরজা বন্ধ। মানুষ যে সেখানে থাকে, তা বোঝার উপায় নেই।

ওই যে বিশাল চত্বরের প্রধান গেটটি বন্ধ রয়েছে, তা দেখলেও বোঝার উপায় নেই, এটা এক ঐতিহাসিক জায়গা। পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র হতে পারত। হয়নি।

অথচ এই ২০২৫ সালেই তার শতবর্ষ ছিল। চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

হেঁটে চলেছি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের পাশ দিয়ে। নিঃস্তব্ধ চারপাশ। বড় মলিনও। ৫৫ বছর আগে এই ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর এক রূপকথা তৈরি করেছিলেন দিলীপকুমার ও তাঁর প্রেমিকা সায়রা বানুকে নিয়ে। সৃষ্টি হয়েছিল 'সাগিনা মাহাতো'। যে ছবির চর্চা কলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মুম্বইয়ে এবং যার রেশ ধরে তৈরি হয়েছিল হিন্দি সিনেমা 'সাগিনা'।

বিদ্রোহী শ্রমিক সাগিনা মাহাতোর কথা মানুষ জানতে পেরেছিল আরেক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের কলম থেকে। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ও হাতি মোড়ের মাঝখানে একটি কলোনির নাম সাগিনা মাহাতো কলোনি। অবাক কাণ্ড, সাগিনার আসল কর্মক্ষেত্র তিনধারিয়ায় তাঁকে ভুলেই গিয়েছে মানুষ।

উপর থেকে দেখলে তিনধারিয়ার শতবর্ষ প্রাচীন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপকে অনেকটা বাতাসিয়া লুপের মতো দেখায়। রেললাইনটি ঠিক ওভাবেই জড়িয়ে রয়েছে ওয়ার্কশপকে।

রোহিণী-কার্সিয়াং রাস্তাটি হওয়ার পর কপাল পুড়েছে সুন্দরী হিলকার্ট রোডের। এত ঘুরে কেউ যেতে চায় না দার্জিলিং। কপাল পুড়েছে এই শতবর্ষ পুরোনো ওয়ার্কশপেরও। পর্যটকরা আর এদিকে আসেন না। রেলেরও বাড়তি উদ্যোগ নেই। এখন রোহিণীর পথ কিছুদিন বন্ধ থাকায় লোকের ও গাড়ির আনাগোনা বেড়েছে। ওয়ার্কশপ বা তিনধারিয়ার ভাগ্য বদলায়নি।

বছর তিনেক আগে একবার ওয়ার্কশপের গেট খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম। দেখি, ঢুকে বাঁদিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। জনহীন। তার টিকিট কাটতে আবার ছুটতে হয়েছিল তিনধারিয়া রেলস্টেশনে। স্টেশন মাস্টার তখন নেই সেখানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে মিউজিয়াম দেখার টিকিট চাই শুনে বেশ অবাক। বলেই ছিলেন, 'কেউ তো আসে না।' ১০০ বছরের ওয়ার্কশপটি এমনিতে দেখার মতো। দেখেছিলাম, টয়ট্রেনের ছোট কোচগুলো সারানো হচ্ছে। হাত লাগিয়েছেন মহিলা কর্মীরাও। সিমলা বা উটিতে এমন দেখার সুযোগ নেই।

ইতিহাস কী বলে তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপের ১০০ বছরে?

আসলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ইতিহাসে এটাই প্রথম রেল মেইনটেনান্সের জায়গা ছিল না। ১৮৮১ সালে যখন দার্জিলিং পর্যন্ত গেল ন্যারোগেজ লাইন, ওই সময় যাবতীয় সারাইয়ের কাজ চলত তিনধারিয়ার লোকোমোটিভ শেডে। লোকো শেডই কাজ করত ওয়ার্কশপের। ডিএইচআর তখন একদিকে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে, আরেকদিকে তিস্তা ভ্যালিতে। তাই আরও বড় জায়গা দরকার ছিল কামরা বা ইঞ্জিন সারানোর জন্য।

১৯১৩ সালে ঠিক হয়, একটা বড় ওয়ার্কশপ হবে পাহাড়ের রেলকে কেন্দ্র করে। প্রথমে কথা হয়েছিল শিলিগুড়িতেই হবে সেটা। যেখানে কলকাতা, তিস্তা ভ্যালি এবং দার্জিলিং— তিনটে দিকের লাইন রয়েছে। ব্রিটিশ কর্মীরা আপত্তি না করলে শিলিগুড়িই পেত এই ওয়ার্কশপ। তাঁরা আবার শিলিগুড়ির নামে আপত্তি তোলেন সেখানে যথেষ্ট ঠান্ডা না থাকায়। অত গরমে নাকি কাজ করা মুশকিল। তাই ভাবা হয় তিনধারিয়ার কথা। প্রথম কথা, এটা পাহাড় ও সমতলের মাঝামাঝি পড়বে। দ্বিতীয় কথা, এটা পাহাড়ের একেবারে নীচের অংশে।

১২ বছর ধরে কাজ করার পর এই ওয়ার্কশপ তৈরি হয়! 'দার্জিলিং মেল' পত্রিকার সম্পাদক ডেভিড চার্লসওয়ার্থ লিখেছিলেন, 'the mysteries thought to be beyond the gates, were more tantalising than the Willy Wonka factory would have been to children... You have to have been trainspotter to understand the psychological trauma caused by the sight of a railway track disappearing under closed gates!'

তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে গিয়ে শেষবার দেখেছিলাম, অনেক মহিলা কর্মযজ্ঞে শামিল। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণার মতো সেলুনকারগুলো চোখে পড়েনি, যেখানে অনেক বিশিষ্টদের টয়ট্রেন চড়ার স্মৃতি জড়িয়ে। সেগুলো আছে তো? সেদিন যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল, পরে গিয়ে বারবার সেই প্রশ্নটা তাড়া করে। কার্সিয়াংয়ের ধারে কাছে তো অনেক ছোট ছোট গ্রাম পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তিনধারিয়া সেটা পারল না কেন? রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরও কেন উদ্যোগ নিল না বাড়তি?

কার্সিয়াংকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট গ্রামে পর্যটকরা যান। তিনধারিয়ার দিকটা একেবারে বঞ্চিত। রোহিণীর দিকে গত চার বছরে হোটেল, রেস্তোরাঁ হয়ে পালটে গিয়েছে মানচিত্র। ওদিকটা যত উজ্জ্বলতর, তিনধারিয়ার দিকটা ততই ম্লান।

মমতা সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটক টানায় দেশে দু'নম্বর হতে পারে, তাতে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীদের কোনও ভূমিকা নেই। বাবুল সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল সেন দুই গায়ক মন্ত্রী ভাগাভাগি করে পর্যটন দপ্তর চালিয়েছেন দীর্ঘদিন। তাঁদের কিন্তু উত্তরবঙ্গে সেভাবে দেখাই যায়নি। তিনধারিয়া খায় না মাথায় দেয়, তা নিয়ে তাঁরা ভাববেন কী করে?

বহু বছর আগে থেকেই শিলিগুড়ি শহর থেকে তিনধারিয়ার আলো দেখা যেত প্রতি সন্ধ্যায়। আজও কেউ গুলমা স্টেশনের উলটোদিকের প্রান্তরে দাঁড়ালে রূপকথার শহরের মতো পাহাড়ে ঝকঝক করবে তিনধারিয়ার রূপ।

এ শহরে লেখক প্রমথ চৌধুরীর দাদা আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ি ছিল, সেখানে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার চিহ্ন ছড়ানো ছেটানো গীতাঞ্জলির কিছু কবিতায়। সেই শান্তা ভবনের স্মৃতি মুছে গিয়েছে কার্যত। তিনধারিয়া এলাকায় বাড়ি ছিল বাঙালির গর্ব জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীরও। এখানকার দুর্গাপুজো দেখতে গিদ্দাপাহাড়ের বাড়ি থেকে আসতেন শরৎচন্দ্র বসু।

পুরোনো ইতিহাস আর আজ নেই, তবু তিনধারিয়ার অপার সৌন্দর্য তো আজও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চারদিকে। টয়ট্রেনের সবচেয়ে উপেক্ষিত তিনটি স্টেশন তাকে ঘিরেই। মহানদী, গয়াবাড়ি, চুনাভাটি। অথচ কী চমৎকার গ্রাম! মহানন্দার উৎসস্থল পাগলাঝোরা খুব কাছে। এই অঞ্চলেই টয়ট্রেনের বহুচর্চিত জিগ জ্যাগ প্রথার লুপ দেখা যায়। তিনধারিয়া থেকে চমৎকার দেখা যায় সমতলের বাড়িগুলো। প্রচুর প্রেমিক প্রেমিকা মোটর সাইকেলে ঘুরতে আসে বিকেলের দিকে। তবু এই জায়গা কেন পর্যটনকেন্দ্র হল না, এই প্রশ্নটা বারবার তাড়া করবে।

২০২৫— বিভিন্ন দিক থেকে শিলিগুড়ি বা দার্জিলিংয়ের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৫ সালে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ হওয়ার পাশাপাশি শিলিগুড়িতে প্রথম চালু হয়েছিল বাস। সে বছরই দার্জিলিংয়ে অকালে প্রয়াত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শিলিগুড়িতে টয়ট্রেনে এনে তাঁর দেহ দার্জিলিং মেলে পাঠানো হয় কলকাতা। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেও বলা যায়, এত ভিড় কোনও বঙ্গসন্তানের শেষযাত্রায় হয়নি। অথচ দেশবন্ধুর প্রয়াণের শতবর্ষের দিন মনে আছে, শিলিগুড়িতে কিছুই হয়নি। বাসযাত্রা যাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল, সেই হুজুর সিংয়ের অস্তিত্বও ভুলে গিয়েছে শিলিগুড়ি।

তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ভাগ্যেও সেই রকমই প্রবল উপেক্ষা জুটল পুরো বছর ধরে। আবার সেই চরম ঔদাসীন্য, চরম নিঃস্তব্ধতা! অথচ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ উত্তরবঙ্গের সোনার ইতিহাসের এক টুকরো। তার গেটে পড়ে থাকে উপেক্ষার বর্ণমালা। কাঁদে শুধু।

আজ

১৯৫৬

বিআর আম্বেদকর প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমাদের টিমে অসাধারণ সব ফুটবলার। জেতার মানসিকতা, খিদে- সবকিছু রয়েছে। আমি আশা করি থাকতে পারব। আগেও বলেছি, বিশ্বকাপে মাঠে থাকতে পারলে ভালো লাগবে। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে মাঠে নাও থাকতে পারি। সেক্ষেত্রে দর্শক হিসেবে তো থাকবই।

- লিওনেল মেসি

ভাইরাল/১

বুদ্ধগয়ার হোটেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনে সাতপাক ঘোরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চলছে ভুরিভোজ। শেষ পাতে রসগোল্লা কম পড়ে যাওয়ায় বর ও কনের বাড়ির লোকেদের মধ্যে শুরু হয় কথাকাটাকাটি, হাতাহাতি। বিয়ে বন্ধ।

ভাইরাল/২

ইন্ডিগোর বিমান বাতিল হওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল। যার জন্য নিজেদের রিসেপশনে যোগ দিতে না পেরে ভার্চুয়ালি অংশ নিলেন বেঙ্গালুরুর নবদম্পতি। অতিথিরা হাজির। সামনে বড় স্ক্রিনে নবদম্পতি। হুবলিতে রিসেপশন পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল।

জনমন জনমত

বিলুপ্তপ্রায় মঙ্গুজ বাঁচাতে উদ্যোগ নিক বন দপ্তর

দুই দশক আগেও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র দেখা যেত মঙ্গুজ। যাকে আমরা বেজি বলে চিনি। এগুলি বনে তো থাকতই, এছাড়া বাঁধের পাড়ের ঝোপঝাড়ে, পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে বা বাঁশঝাড়ের গোড়ার গর্তে হামেশাই দেখা যেত। এখন আর এগুলিকে চোখে পড়ে না।

এই মঙ্গুজ প্রাণীটি এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যে, শিডিউল ১ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিডিউল ১ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ প্রায় শেষের পথে এই প্রাণীটি।

জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতি বছর এক লক্ষ মঙ্গুজ শিকার হয় ভারতে। তাহলে কি মাংসের লোভে? এমনটাও কিন্তু নয়। এর লোমই বেশি মহার্ঘ। এক কেজি ব্যবহারযোগ্য লোম পেতে মোটামুটি ৫০টি মঙ্গুজ শিকার করতে হয়। তুলি বানাতে আদর্শ উপকরণ এই মঙ্গুজের লোম।

তুলির টানে এভাবে মঙ্গুজ অবৈধভাবে হত্যা করা উচিত নয়। এগুলিকে বাঁচতে দিন।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, ফালাকাটা।

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখাতে হবে

১ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'সময়ের কথা' কলামে প্রকাশিত অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের 'ভুল বৃত্তে কিশোরীরা, স্কুল-সমাজের দায়িত্ব অনেক' শীর্ষক প্রতিবেদনটির সঙ্গে আমি ভীষণভাবে সহমত।

লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তথ্যসমৃদ্ধই নয়, বরং বর্তমান সময়ের এক অত্যন্ত বিপজ্জনক বাস্তবতাকে সামনে এনেছে - যেখানে নাবালিকারা প্রযুক্তি-নির্ভরতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা, সামাজিক অজ্ঞতা এবং প্রতারণার জালে আটকে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে ফেলছে। মোবাইল ফোন, সামাজিক মাধ্যম এবং অপরিণত বয়সের সম্পর্ক - এই তিনের সংযোগ অনেক কিশোরীকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- এই তিন স্তরের সমন্বিত সতর্কতা ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। স্কুলে বারবার সচেতনতা কর্মসূচি হলেও বাস্তবে অভিভাবকদের উদাসীনতা ও তথ্য গোপনের প্রবণতা সমস্যাটিকে আরও জটিল করছে। তাই প্রয়োজন নিয়মিত মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তা, কঠোর নজরদারি এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সান্নিধ্যভিত্তিক মানবিক যোগাযোগ। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানোই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার জন্য আমি লেখিকাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সমাজকে জাগ্রত করতে এমন লেখার প্রয়োজন ছিল এবং তার বাস্তবিক সাফল্য কামনা করছি।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্তহীন ক্ষত ও অনিশ্চিত প্রতিকার

কী কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিয়ে সেভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলেনি তার উত্তর মেলে না।

বিশ্বজিৎ দত্ত

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৪১ বছর পেরিয়ে গেল। ১৯৮৪ সালে ৩ ডিসেম্বর রাত ১টার সময় ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইড সংস্থার কারখানায় E610 ট্যাংকে মজুত থাকা প্রায় ৪০ টন বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট (MIC) এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বাতাসে মিশে যায়। দুর্ঘটনার প্রথম তিনদিনে মারণ গ্যাসের প্রভাবে প্রায় আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতে আরও পনেরো হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। এছাড়া, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ সারা জীবনের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেই মানুষগুলো শরীরে নানা রোগব্যাধি আর যন্ত্রণা আজও বহন করে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা আজও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাননি। অপরাধীরাও সাজা পায়নি।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকেই দায়ী করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইডের মার্কিন কর্তা ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে গ্রেপ্তার করে সংস্থার অতিথিশালায় গৃহবন্দি করা হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জামিন দিয়ে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহের নির্দেশে রাজ্য সরকারের বিশেষ বিমানে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিমানের ক্যাপ্টেন সৈয়দ আলির সাক্ষ্য অনুযায়ী বিমানের লগবইয়ে সেই বিশেষ বিমানের সম্পর্কে লেখা ছিল 'Flight authorized by CM'। ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অতিসক্রিয়তায় আরেকটি বিশেষ বিমানে অ্যান্ডারসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আর কোনও দিন বিচারের জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে ফেরত আনা যায়নি। কী কারণে তাঁকে ফেরত পাঠাতে সরকারের এত সক্রিয়তা ছিল তা আজও জানা যায়নি।

গ্যাস বিপর্যয়ের পর ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও বহুমুখী। কেন্দ্র সরকার তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং ঘটনাটির দায় নির্ধারণে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। দুর্ঘটনার পরই কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ আইন- Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) অ্যাক্ট ১৯৮৫ পাশ করে। যাতে সরকারই সব ক্ষতিপূরণের দাবি আইনি পথে উপস্থাপন করতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের বোঝা কমানো হয়। পরবর্তীতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৮৯ সালে আদালতের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতা হয়, যেখানে সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার পুনর্বাসন, পরিবেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নেয়। অপরাধমূলক দায় নির্ধারণের জন্য আলাদা ফৌজদারি মামলা চলতে থাকে, যদিও ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে বহু বিতর্কও তৈরি হয়। এদিকে, মার্কিন আদালতে ৩ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করার পরেও ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মাত্র ২৪ দিনের শুনানির শেষে ভারত সরকার মাত্র ৪৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ নিয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তিতে রাজি হয়ে যায়। এনিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে, এমনকি বামপন্থীদেরও কখনোই সেরকম জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে দেখা যায়নি। কারণও সামনে আসেনি।

(লেখক চিকিৎসক ও অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১১

পাশাপাশি : ১। আপাতত স্থগিত, এখন হচ্ছে না ৩। দিনমজুরি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ৫। বিশৃঙ্খলা অবস্থা ৭। বাগে পাওয়া বা উপযুক্ত সময় ৯। উত্তর আমেরিকার দেশ খালের জন্য বিখ্যাত ১১। এই মোরগ বনে থাকে ১৪। যেখানে খাবার বিতরণ করা হয় ১৫। সমুদ্রের কাল্পনিক প্রাণী।

উপর-নীচ : ১। গ্রামের অভিজাত অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তি ২। প্রিয় বিচ্ছেদের কষ্ট ৩। মাংসের পদ ৪। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ করে চাষবাসের সঙ্গে ৬। গুজব ৮। সেদ্ধ চাল বা ভাত ১০। বহুজন সমাগমে সান্ধ্য গানের আসর ১১। একটি ফুল, মালা গাঁথা হয় ১২। সোনার টাকা ১৩। ভুলভ্রান্তি, প্রমাদ।

সমাধান ■ ৪৩১০

পাশাপাশি : ১। কোকেন ৩। মাদা ৫। ভেট ৬। আরশি ৮। দস্তুর ১০। বাল্মীকি ১২। কসুর ১৪। সাম ১৫। হাজা ১৬। চিন্ময়।

উপর-নীচ : ১। কোকনদ ২। নভেম্বর ৪। দায়ের ৭। শিবা ৯। চিক ১০। বালামচি ১১। কিশলয় ১৩। সুরাহা।

বিন্দুবিসর্গ

ভারত সফরে আসছে মার্কিন দল

দিল্লির 'ভারসাম্যে' চাপে ওয়াশিংটন!

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দু-দিনের সফরে দিল্লি এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর সফরের মধ্যেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করতে ভারতে আসার কথা জানাল মার্কিন প্রতিনিধি দল। তাঁদের নেতৃত্বে থাকবেন আমেরিকার সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইৎজার। আগামী সপ্তাহে দলটি দিল্লিতে আসবে। বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের একাধিক বৈঠক হওয়ার কথা।

বুধবার ভারতের সঙ্গে এমএইচ ৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টার চুক্তির কথা ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প সরকার। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের নির্ঘণ্ট প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়াকে চাপে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপরেও বিদেশনীতির প্রশ্নে ভারসাম্য বজায় রেখেছে ভারত। চলতি সফরে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে স্বাগত জানাতে দিল্লি বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০৩০ পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে দু-পক্ষ। ভারত-রাশিয়া সমীকরণ যে আমেরিকাকে চাপে ফেলেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, কৌশলগত সহযোগিতা কর্মসূচি চূড়ান্ত করার মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বার্তাটি স্পষ্ট করেছে যে, জাতীয় স্বার্থ এবং সামরিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে কোনও বিদেশি চাপ মেনে নেওয়া হবে না। দিল্লির অবস্থান ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

পুতিনের 'সফল সফর' ভারতের দর কষাকষির ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নয়াদিল্লি স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে যে, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। ফলে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় তারা রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কঠোর অবস্থানে গিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়াবে, অথবা চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ধরে রাখার জন্য বাণিজ্যচুক্তিতে ছাড় দিয়ে সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখবে। এক্ষেত্রে বড় বাধা হল ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ। ধারণা করা হচ্ছে, কৌশলগত বাধ্যবাধকতার কারণে আমেরিকা শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি নমনীয় হতে পারে, যা বাণিজ্য আলোচনাকে একটি অপ্রত্যাশিত মোড় দিতে চলেছে। পুতিনের সফর প্রমাণ করল, ভারত সফলভাবে ভারসাম্যের কূটনীতি বজায় রেখে চলেছে, যা মার্কিন প্রতিনিধি দলকে বাণিজ্য আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে।

বন্ধুত্ব অটুট থাকবে... শুক্রবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে পুতিন-মোদি।

ইন্ডিগোর বিপর্যয়ে পিছু হটল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : অবশেষে ৪ দিনের চরম বিশৃঙ্খলা ও হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তির পর নতিস্বীকার করল অসামরিক বিমানমন্ত্রক। ইন্ডিগোর ফ্লাইট বাতিলের জেরে দেশজুড়ে যে হাহাকার তৈরি হয়েছিল, তা সামাল দিতে সরকার পাইলটদের বিশ্রামের নতুন কড়াকড়ি নিয়ম প্রত্যাহার করে নিল। শুক্রবার ডিজিসিএ এক নির্দেশে জানিয়েছে, বিমান সংস্থাগুলির অনুরোধ এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে 'উইকলি রেস্ট' বা সাপ্তাহিক বিশ্রামের নতুন নিয়মটি তুলে নেওয়া হচ্ছে। তবে পুরোপুরি পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরও তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে। তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি যাত্রীদের স্বস্তি দেওয়ার জন্য নেওয়া একটি দ্রুত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, এই 'ইউ-টার্ন' আসলে ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের এক গভীর ও বিপজ্জনক সত্যকে সামনে নিয়ে এল—একটি বা দুটি সংস্থার হাতে পুরো আকাশের নিয়ন্ত্রণ থাকলে নিয়মকানুনও তাদের ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়।

বিপর্যয়ের চার দিন : ঠিক কী ঘটেছিল?

গত মঙ্গলবার থেকে ইন্ডিগোর অপারেশনাল বা পরিচালন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মিলিয়ে প্রায় ১০০০-এর কাছাকাছি ফ্লাইট বাতিল হয়। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা হায়দরাবাদের মতো ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীরা সারা রাত অপেক্ষা করেছেন। ইন্ডিগোর 'অন-টাইম পারফরমেন্স' নেমে এসেছিল ৮.৫ শতাংশে, যা কার্যত নজিরবিহীন।

ইন্ডিগো দাবি করেছিল, নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বা পাইলটদের বিশ্রামের নিয়ম চালুর ফলে তাদের পাইলট সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই নিয়ম তো হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি? এর প্রস্তুতির জন্য সংস্থাগুলো দু'বছর সময় পেয়েছিল।

'টু বিগ টু ফেইল' নাকি 'টু বিগ টু রেগুলেট'?

ভারতের আকাশের প্রায় ৮৬ শতাংশই এখন ইন্ডিগো (৬০%+) এবং টাটাগোষ্ঠীর এয়ার ইন্ডিয়ার (২৬%) দখলে। যখন বাজারের সিংহভাগ মাত্র একটি সংস্থার হাতে থাকে, তখন সেই সংস্থাটি ব্যর্থ হলে পুরো দেশ অচল হয়ে যায়। ইন্ডিগোর ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা একে ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের 'স্ট্রাকচারাল ফেলিওর' বা কাঠামোগত ব্যর্থতা বলছেন। ছোট সংস্থাগুলোর (যেমন আকাশা এয়ার বা স্পাইসজেট) সেই ক্ষমতা নেই যে তারা হঠাৎ করে হাজার হাজার আটকে পড়া যাত্রীর দায়িত্ব নেবে। ফলে ইন্ডিগো যখন অচল হল, সরকারের হাতে নিয়ম শিথিল করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। কারণ, ইন্ডিগোকে শাস্তি দিলে বা কড়া নিয়ম চাপিয়ে দিলে দুর্ভোগ বাড়বে সাধারণ যাত্রীদেরই। একেই কি তবে 'একচেটিয়া আধিপত্য' বা মোনোপলি বলা হয়?

বিমানবন্দরে দুর্ভোগ চলছেই

দায় কার?

পাইলটদের সংগঠনগুলো আঙুল তুলছে ইন্ডিগোর কুখ্যাত কর্মপদ্ধতির দিকে। খরচ বাঁচাতে তারা পর্যাপ্ত পাইলট নিয়োগ না করে এতদিন কাঁটায়-কাঁটায় কর্মী দিয়ে কাজ চালিয়েছে। যেই মুহূর্তে নিয়মের কড়াকড়ি শুরু হল, তাদের পুরো রোস্টার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। সরকারের এই নিয়ম প্রত্যাহারের ফলে হয়তো সাময়িকভাবে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হবে। কিন্তু পাইলটদের ক্লান্তি বা 'ফ্যাটিগ'-এর ঝুঁকি কি কমবে? আর ভবিষ্যতে যখনই কোনও নিয়ম বড় সংস্থাগুলোর মুনাফায় আঘাত করবে, তখনই কি যাত্রীদের বিপদে ফেলে এভাবেই নিয়ম বদলে ফেলা হবে?

আজকের এই 'ইউ-টার্ন' সাময়িক স্বস্তি দিলেও ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের অসুখটি সারায়নি। যতদিন না বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা ফিরছে এবং এই 'ডুওপলি' ভাঙছে, ততদিন সাধারণ যাত্রীরা এবং নিরাপত্তা—উভয়ই বড় সংস্থাগুলোর দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকবে। ইন্ডিগোর এই বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ভারতের বিমানব্যবস্থা এখন কতটা ভঙ্গুর।

প্রয়াত রতন টাটার সৎমা

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : টাটা গোষ্ঠীর প্রসাধনী ব্র্যান্ড 'ল্যাকমে'কে তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছিল শৌখিন দ্রব্যের খুচরো ব্যবসার মিনার 'ট্রেন্ট'। ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা জগতের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র সিমোন টাটার জীবনাবসান হল শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। টাটা সন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ল্যাকমে'-

কে সফলভাবে গড়ে তোলা এবং 'ওয়েস্টসাইড'-এর মাধ্যমে দেশে আধুনিক ফ্যাশন-রিটেইল সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনে সিমোনের অবদান চিরস্মরণীয়।

১৯৩০ সালের মার্চে সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় জন্ম রতন টাটার 'সৎমা' সিমোন দুনোয়ের দে মঁতোর। ১৯৫৩ সালে ভারত সফরে এসে নাভাল টাটার সঙ্গে পরিচয় ও ১৯৫৫-তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬-এ ল্যাকমে বিক্রি করে ট্রেন্ট সংস্থা স্থাপন করেন এবং ২০০৬ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে ৬ ডিসেম্বর সকালে, কোলাবার ক্যাথেড্রাল অব দ্য হোলি নেম গির্জায়।

সুপ্রিমে ক্যাভিয়েট দাখিল পর্ষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্কুলগুলির ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রেখেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ঘোষণা করতেই বড় পদক্ষেপ নিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। একতরফা শুনানি আটকাতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল পর্ষদ। এর ফলে মামলাকারীরা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানালে, পর্ষদের বক্তব্য না শুনে কোনও নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রাথমিকে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি আপাতত বহাল থাকবে। ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে জানায়, প্রায় ৯ বছর চাকরি করার পর হঠাৎ চাকরি বাতিল হলে তার মারাত্মক বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আদালতের স্পষ্ট মন্তব্য ছিল, 'যাঁরা এতদিন ধরে কাজ করছেন, তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবতে হবে।'

এই রায়ে একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবার, তেমনই মামলাকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করল।

৩২ হাজার চাকরি বহাল

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে আরও জানায়, আদালত কোনও 'রোমিং এনকোয়ারি' বা অনির্দিষ্ট তদন্ত চালাতে পারে না। অর্থাৎ কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবৈধ ঘোষণা করা যায় না। আদালত আরও উল্লেখ করে, যাঁরা এতদিন ধরে চাকরি করছেন, তাঁদের পড়ানোর দক্ষতা বা যোগ্যতা নিয়ে কোনও অভিযোগ ওঠেনি।

তবে এই রায়ের পরই মামলাকারীরা ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানোয়, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ক্যাভিয়েট দাখিল করল। এখন মামলাকারীরা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানালেও পর্ষদের বক্তব্য শুনে তবেই কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে। এই অবস্থায় প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি নিয়ে আইনি লড়াই নতুন মোড় নিল।

ইজরায়েলপন্থী প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠীর নেতা হত

জেরুজালেম, ৫ ডিসেম্বর : হামাস বিরোধী ও ইজরায়েলপন্থী পপুলার ফোর্সের শীর্ষ নেতা ইয়াসের আবু শাবাবকে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হামাসের এলিট কমান্ডো ইউনিট আল-নুখবা তাঁকে খতম করেছে। হামাসের সামরিক শাখা ইজ আল-দিন আলকাসাম ব্রিগেডের অভিযানেই নিহত হয় আবু শাবা। তিনি আদতে নেতানিয়াহুর সেনার মদতপুষ্ট। ঘটনার জেরে হামাস ও পপুলার ফোর্সের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। তারপরেই হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, ইজরায়েল বাহিনীর অভিযানে ৪০ জন হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা গাজা সহ সংলগ্ন অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকজন হামাস সদস্য আত্মসমর্পণও করেছেন।

গান্ধি-প্রশস্তি পুতিনের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দু'দিনের ভারত সফরে এসে শুক্রবার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি ভিজিটর্স বুকে গান্ধির আদর্শ সম্পর্কে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লেখেন, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতির জনকের প্রাসঙ্গিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

ভিজিটর্স বুকে পুতিন গান্ধিকে 'আধুনিক স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা, একজন মানবতাবাদী এবং মহান স্বাধীনতাসংগ্রামী' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, 'মহাত্মা গান্ধি অহিংসা ও সত্যের মাধ্যমে আমাদের গ্রহে শান্তির জন্য অমূল্য অবদান রেখেছিলেন, যার প্রভাব আজও প্রাসঙ্গিক। মহাত্মা গান্ধি এক নতুন, আরও ন্যায্য, বহু-মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার পথ দেখিয়েছিলেন, যা এখন তৈরি হচ্ছে।' বলেন, 'সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার যে আদর্শ গান্ধিজি শিখিয়েছিলেন, ভারত এবং রাশিয়া উভয়ই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেই নীতিগুলিকেই রক্ষা করে চলেছে।'

রাহুল-খাড়গে বাদ, আমন্ত্রণ থারুরকে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : শশী থারুরকে নিয়ে কংগ্রেসের বিড়ম্বনা কিছুতেই মিটছে না। শুক্রবার ভারত সফররত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত নৈশভোজে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বদলে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। থারুর জানিয়েছেন, তিনি অবশ্যই সেখানে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করায় বেশ কিছু সময় ধরেই থারুরের সঙ্গে কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে।

পুতিনের ভারত সফরে আসার আগে কেন বিরোধী নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল না, তা নিয়ে বৃহস্পতিবারই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। কেন্দ্র অতীতের পরম্পরা লঙ্ঘন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সরকার অবশ্য রাহুলের সেই বক্তব্য মানতে অস্বীকার করে। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা হলেন, 'রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়কে আমন্ত্রণ না জানানো বিস্ময়কর হতে পারে। কিন্তু আমাদের এতে বিস্মিত হলে চলবে না। কারণ এই সরকার সমস্ত প্রোটোকল লঙ্ঘন করছে।'

এদিকে এদিন দলীয় লাইনের ঊর্ধ্বে উঠে সংসদে অচলাবস্থা নিয়ে সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন থারুর। তিনি বলেন, 'আমি একেবারে গোড়া থেকে বলে আসছি। সোনিয়া গান্ধি সহ আমাদের দলের নেতারাও এটা খুব ভালোভাবে জানেন। আমি দলের একমাত্র কণ্ঠস্বর হতে পারি, কিন্তু আমার এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁরা শুধুমাত্র হইহট্টগোল এবং গোলমাল পছন্দ করেন না। আমি যাতে আমার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কথা বলতে পারি, সেজন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

বিএনপি-কে টেক্কা দিয়ে ঢাকার মসনদে জামায়াতে?

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনীতির পাশা উলটে যাচ্ছে দ্রুত। গদি দখলের দৌড়ে এতদিন বিএনপি-কে এগিয়ে রাখা হলেও, নিঃশব্দে তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে একদা নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামি। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, ব্যবধান মাত্র ৪ শতাংশের! ঢাকার মসনদ কি তবে জামায়াতের দখলে?

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৪-এর অগাস্ট। ছাত্র-জনতার উত্তাল আন্দোলনে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন শেখ হাসিনা। দীর্ঘ ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনের অবসান। ঢাকার রাজপথে তখন একটাই রব—পরবর্তী সরকার গড়ছে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি)। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেরই ধারণা ছিল, হাসিনার পতনের পর খালেদা জিয়ার দলই এখন ক্ষমতার একমাত্র দাবিদার। কিন্তু রাজনীতির অঙ্ক কি অতই সোজা? এক বছর পেরোতে না পেরোতেই পাশা উলটে যাওয়ার জোগাড়। নিঃশব্দে, ধীর লয়ে, কিন্তু অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপি-র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে একদা নিষিদ্ধ ঘোষিত দল—বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সেই নির্বাচনে কি কোনও বড় অঘটন ঘটতে চলেছে? বিএনপি-কে হারিয়ে জামায়াতে কি চমক দিতে পারে? সাম্প্রতিক সমীক্ষা এবং মাঠের পরিস্থিতি কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

সমীক্ষায় উঠে আসা চমকপ্রদ তথ্য

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক থিংকট্যাংক, 'ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট' (আইআরআই)-এর একটি সমীক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, যা ঢাকার রাজনীতির হিসাব-নিকাশ বদলে দিয়েছে। সমীক্ষাটি গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে চালানো হয়। ফলাফল বলছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে ৩৩ শতাংশ মানুষ বিএনপি-কে ভোট দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু চমকের বিষয় হল, জামায়াতে ইসলামির পক্ষে রায় দিয়েছেন ২৯ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ ব্যবধান মাত্র ৪ শতাংশের!

আরও গভীরে গেলে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয়তার নিরিখে বিএনপি-র চেয়েও এক কদম এগিয়ে জামায়াতে। ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাঁরা জামায়াতেকে 'পছন্দ' করেন, যেখানে বিএনপি-র ক্ষেত্রে এই হার ৫১ শতাংশ। ছাত্ররা যে দল গঠন করেছে (জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি), তাদের জনসমর্থন মাত্র ৬ শতাংশে আটকে আছে। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে, লড়াইটা আর একপেশে নেই।

একনজরে

পালাবদলের সমীকরণ

সমীক্ষা
আইআরআই-এর সমীক্ষায় বিএনপি (৩৩%) ও জামায়াতের (২৯%) ব্যবধান মাত্র ৪%।

জনপ্রিয়তা
৫৩% মানুষের 'পছন্দ' নিয়ে জনপ্রিয়তায় বিএনপি-র (৫১%) চেয়ে এগিয়ে জামায়াতে।

ছাত্র রাজনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক ক্যাম্পাসে শিবিরের একচ্ছত্র দাপট।

নেতৃত্ব সংকট
খালেদা জিয়া অসুস্থ, তারেক বিদেশে-নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে বিএনপি।

ভারতের উদ্বেগ
জামায়াতের উত্থানে চিন্তিত নয়াদিল্লি, ফিরতে পারে ২০০১-০৬ সালের অস্থিরতা।

বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার দখলে, বাংলাদেশ তার। সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসু নির্বাচনে ইসলামি ছাত্র শিবির (জামায়াতের ছাত্র সংগঠন) যে ফলাফল করেছে, তা নজিরবিহীন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে শিবির। যে ছাত্রসমাজ হাসিনার পতনের মূল কারিগর ছিল, তাদের একটি বড় অংশ এখন জামায়াতের মতাদর্শের দিকে ঝুঁকছে, যা বিএনপি-র কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

কেন মানুষের মন ঘুরছে জামায়াতের দিকে?

বিএনপি এতদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে থেকেও কেন হঠাৎ পিছিয়ে পড়ছে? আর জামায়াতেই বা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াল? এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ উঠে আসছে:

■ **বিএনপি-র বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ :** হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় আসছে ধরে নিয়ে দলটির নীচুতলার অনেক নেতা-কর্মী জমি দখল এবং চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষ দেখছেন, আওয়ামী লিগ গিয়েছে, কিন্তু বিএনপি-র আচরণে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এই 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া এখন বিএনপি-র বিপক্ষে যাচ্ছে।

■ **জামায়াতের 'ইমেজ বিল্ডিং' :** অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি অত্যন্ত কৌশলী চাল চেলেছে। ৫ অগাস্টের পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ কাজ এবং হিন্দুদের মন্দির পাহারায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গিয়েছে। পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর জামায়াতে কর্মীরা যেভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন, তা সাধারণ মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যদিও তাদের অতীত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের 'ত্রাতা' হিসেবে তুলে ধরতে সফল।

■ **নেতৃত্বের সংকট :** বিএনপি-র শীর্ষ নেতৃত্বে বড় শূন্যতা রয়েছে। দলনেত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তাঁর পুত্র এবং দলের কান্ডারি তারেক রহমান এখনও লন্ডনে। দেশে ফিরে তিনি কতটা হাল ধরতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। অন্যদিকে, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত মজবুত এবং তাদের ক্যাডার বাহিনীও সুশৃঙ্খল। বিএনপি চাইছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন হোক। কারণ তারা জানে, সময় যত গড়াবে, মানুষের ক্ষোভ বাড়বে এবং তাদের জয়ের সম্ভাবনা কমবে। ঠিক উলটো অবস্থানে জামায়াতে। তারা ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে আগে রাষ্ট্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার 'সংস্কার' হোক, তারপর ভোট। এই সময়টা জামায়াতে ব্যবহার করছে তাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বিএনপি-র ভোটব্যাংকে ফাটল ধরাতে।

ভারতের জন্য অশনি সংকেত?

বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগের। বিএনপি-জামায়াতে জোট সরকার (২০০১-২০০৬) যখন ক্ষমতায় ছিল, সেই সময়টা ছিল ভারতের নিরাপত্তার জন্য এক দুঃস্বপ্ন। আলফা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করেছিল। ২০০৪ সালের সেই কুখ্যাত ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের ভূমিকা ভারত ভোলেনি। সেই বাবরও এখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

হাসিনা সরকারের শেষ দিকে ভারত-বিরোধী হাওয়া প্রবল হয়েছিল। এখন জামায়াতে যদি এককভাবে বা জোটের প্রধান শরিক হিসেবে ক্ষমতায় আসে, তবে নয়াদিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য। জামায়াতের পাকিস্তান-প্রীতি এবং কট্টরপন্থী মনোভাব প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক হবে না।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ২০০১ সালেও সবাই ভেবেছিল আওয়ামী লিগ জিতবে, কিন্তু বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। ২০২৬-এর নির্বাচনেও তেমন কোনও অঘটন ঘটতে পারে। বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে এখন মাত্র ৪ শতাংশ ভোটের ব্যবধান। নির্বাচনের আগে এই ব্যবধান মুছে গিয়ে জামায়াতে যদি চালকের আসনে বসে পড়ে, তবে তা কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতেও বড়সড়ো প্রভাব ফেলবে। আপাতত ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়া বলছে—খেলা ঘুরছে এবং তা খুব দ্রুত।

শীতের বিয়েতেও বিন্দাস স্টাইলে! কীভাবে?

শীত মানেই বিয়ের মরশুম। ঘোরতর শীত। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে সবাই কেমন যেন জবুথবু। তাই বলে কি স্টাইলের দফারফা? না মোটেই নয়। স্টাইল বাঁচিয়ে কীভাবে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচবেন?

অনেক মহিলাকেই দেখা য়ায়, ঘোরতর শীতে বিয়েবাড়িতে লেহেঙ্গা বা শাড়ি বেছে নিতে। তার উপর চাপে সোয়েটার বা শাল। তার মানে তো সাজটাই মাটি। কিন্তু ফ্যাশনেবল থাকতে হলে তো শীতকে তোয়াক্কা না করে খোলা পিঠের ব্লাউজ, ডিপ নেক কাট পরতে হবে! ভয়ও আছে। যদি বেজায় ঠান্ডা লাগে! বিয়ে যদি খোলা মাঠে হয়, তাহলে তো হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপতে হবে! বিয়ের মজাটাই মাঠে মারা যাবে।

ফুলহাতা ব্লাউজ

শীত থেকে বাঁচতে ফুল হাতা ব্লাউজের তুলনা নেই। ফুলহাতা ফিট ব্লাউজ শাড়ির সঙ্গে দারুণ মানায়। সেইসঙ্গে, মখমলের মতো ভারী কাপড়ও পরতে পারেন। শাড়ির নিচে থার্মাল লেগিংস পরলে শীত জব্দ হবেই হবে।ঠান্ডা গন, বিয়েবাড়িতে স্টাইল অন। নিজেকে স্টাইলিস দেখাতে চান, সুন্দর স্টোলে সেজে উঠুন। দারুণ লাগবে।

জ্যাকেট দিয়ে লেহেঙ্গা

শীতকালের বিয়ে। আর এর জন্য উপযুক্ত বিকল্প হল জ্যাকেট। স্টাইলিশ জ্যাকেটের সঙ্গে লেহেঙ্গা পরলে দারুণ ফ্যাশনেবল দেখাবে। তবে আলাদাভাবে লং জ্যাকেট দেওয়া লেহেঙ্গাও পরতে পারেন। শাড়ি, লেহেঙ্গা অথবা আনারকলি, সব কিছুতেই জমে যাবে ফ্যাশনেবল জ্যাকেট।

এবং আরও

- লেয়ারিং করুন: গরম ও স্টাইলিশ লুকের জন্য শাড়ির নিচে হাই-নেক সোয়েটার বা ব্লাউজ পরুন, অথবা লং জ্যাকেট বা আনারকলির সাথে ছোট জ্যাকেট যোগ করুন।
- সঠিক ফেব্রিক বাছুন: মখমল, ব্রোকেড, বা সিল্কের মতো ভারী কাপড় ঠান্ডায় উষ্ণতা দেবে এবং দেখতেও জমকালো লাগবে।
- ট্রেন্ডি বিকল্প: শাড়ি ছাড়া মডার্ন জাম্পস্যুট বা স্টাইলিশ প্যান্ট-সুটও শীতের বিয়েতে দারুণ বিকল্প হতে পারে।
- অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার: নকল পশমের শাল, কেপ, বা সুন্দর স্কার্ফ ব্যবহার করুন। এটি ঠান্ডাও আটকাবে, আবার সাজেও বৈচিত্র্য আনবে।
- রঙের ব্যবহার: রুবি লাল, গাঢ় বেগুনি বা পান্না সবুজের মতো উজ্জ্বল জুয়েল টোন ব্যবহার করুন, যা শীতের সাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

শরীরের যে গন্ধের কারণে মশা বেশি আকৃষ্ট হয়

শিরোনাম পড়ে মশা নিয়ে মশকরা করার ইচ্ছে আপনার জাগতেই পারে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, সুযোগ পেলেই মশা রক্ত শুষে নিতে চায়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় বেশি পরিমাণে মশা ঘরে প্রবেশ করে। সাধারণত, মশা সব মানুষকেই কামড়ায়। তবে কিছু কিছু লোককে মশা তুলনামূলক বেশি কামড়ায়। দেখা যায়, আড্ডায় একদল লোকের মধ্যে বসে থাকলেও ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে বেছে মশারা ছেঁকে ধরে! কেন এমনটা হয়?

মশা কি তাহলে লোক বুঝে কামড়ায়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড

কোন জায়গা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি বের হচ্ছে তা মশারা সহজেই বুঝতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির মশারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি পৃথক ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ফলে কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হলে মশারা দূর থেকেই তা বুঝে যায়। শিকার কাছাকাছিই আছে বুঝে সুযোগ পেলেই কামড়াতে থাকে।

শরীরের গন্ধ

প্রত্যেক মানুষের ত্বকে ও ঘামে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়ার মতো বিশেষ কিছু যৌগ থাকে।

এই যৌগগুলো আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট ধরনের গন্ধ তৈরি করে। সেই গন্ধের প্রতি মশারা আকৃষ্ট হয়। কিছু গবেষকের মতে, এমন আলাদা গন্ধ তৈরি হওয়ার পেছনে দায়ী থাকতে পারে জিন ও ব্যাকটেরিয়া।

জলীয় বাষ্প ও তাপমাত্রা

আমাদের শরীর থেকে জলীয় বাষ্প ও তাপ বের হয়। অবশ্য কতটা মাত্রায় জলীয় বাষ্প বের হয়, তা নির্ভর করে পরিবেশের তাপমাত্রার উপর। মশা উড়তে উড়তে যত মানুষের শরীরের কাছাকাছি আসে ততই তারা শরীর থেকে কেমন মাত্রায় তাপ ও জলীয় বাষ্প বেরোচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারে। তাপ ও জলীয় বাষ্প মশাকে কামড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

মশাদের প্রিয় রং

মশাদের কালো রঙের প্রতি বেশি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। এই কারণেই কালো জামাকাপড় পরলে মশারা ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু মশারা কালো রঙের প্রতি কেন এমন আক্রোশ দেখায় সেটা স্পষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

বেশি কামড়ায় গর্ভবতীদের

সন্তানসম্ভবা নন এমন মহিলার তুলনায় গর্ভবতী মহিলাদের বেশি মশা কামড়ায়। আর ভিন্ন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুটি বিশেষ প্রজাতির মশা কপালে আর পায়ে কামড় দিতে বেশি পছন্দ করে। সম্ভবত ঘর্মগ্রন্থি, ত্বকের গন্ধ ও তাপমাত্রাই এমন বিশেষ পছন্দের কারণ।

লক্ষ্যে মদ্যপায়ী

যারা নিয়মিত মদ পান করেন মশা তাদের বেশি কামড়ায়। কিছুদিন আগে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপায়ীদের প্রতি মশারা বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে মদ পান করা থেকে বিরত থাকুন। এতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

লেপ, কম্বল, সোয়েটার ব্যবহারের আগে

লেপ-কম্বল ছাড়াই এখনও শীতে ব্যাটিং করে চলেছেন! তাহলে এবার সময় এলো লেপ-কম্বল বের করার। তবে সেগুলো ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করাটা ভীষণ জরুরি।

শীতের সময় কীভাবে লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট প্রভৃতির যত্ন নেবেন, সে বিষয়ে রইল কিছু সহজ টিপস--

লেপের যত্ন: লেপ যদি শিমুল তুলোর হয়ে থাকে, তাহলে ধোয়া তো দূরের কথা, ড্রাই ওয়াশও করা যায় না। এক্ষেত্রে লেপ রোদে দিন। এতে লেপের ওপর থাকা ধুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লেপের যদি কভার থাকে, তাহলে সেটি ধুয়ে নিন। লেপ পরিষ্কার না থাকলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কম্বলের যত্ন: একই কথা কম্বলের

ক্ষেত্রেও খাটে। এটিও পরিষ্কার রাখা জরুরি। তবে কম্বল কিন্তু ধোয়া যেতে পারে। শ্যাম্পুতে মিনিট দশেক ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। ঝামেলা এড়াতে লন্ড্রিতে দিতে পারেন। সেখান থেকেই ঝকঝকে করে পাঠাবে আপনার সাধের কম্বল।

কাঁথার যত্ন: কাঁথা পরিষ্কার করা কষ্টকর কাজ নয়। বাড়িতে অনায়াসেই কাঁথা ধুয়ে নেওয়া যায়। তারপর রোদে শুকিয়ে তা ব্যবহার করুন।

লেদার জ্যাকেটের যত্ন: বাড়িতে এই ধরনের জ্যাকেট পরিষ্কার করা বেশ কঠিন। তাই এগুলো অবশ্যই লন্ড্রিতে দিয়ে দিন। এগুলো কখনই রোদে দেওয়া উচিত নয়। জ্যাকেট কয়েক বছর পুরোনো হয়ে গেলে ভিতরের লাইনিং পালটে নিন।

সোয়েটারের যত্ন: পশমের জামা বা উলের সোয়েটার উষ্ণ জলে না ধুয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। তবে ধোয়ার সময় জলে একটু পাতিলেবুর রস ও ভিনিগার দিয়ে দিতে পারেন।

এতে রং ঠিক থাকবে। পশমের জামা ইস্ত্রি করার সময় অবশ্যই তার ওপর সুতির চাদর বিছিয়ে নিন। সরাসরি পশমের সঙ্গে ইস্ত্রির স্পর্শ যেন না হয়। তাহলেই কিন্তু পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে।

বেসনে মিটবে রূপের বাসনা

ত্বক সতেজ করতে চান? করতে চান লাবণ্যময়? প্রাণবন্ত? বয়সের ছাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কার করতে, শুষ্কতা দূর করতে বেসনের জুড়ি নেই।

মেকআপ তুলুন সবচেয়ে সহজে

নানা কাজের ফেসপ্যাক

* ১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করুন। ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

* ১ চা-চামচ বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ দই মিশিয়ে নিন। সামান্য হলুদও দিতে পারেন এতে। মুখে লাগানোর ২০ মিনিট পর ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

* ১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন করে

ব্যবহারে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে। শুষ্কতাও কমে যাবে।

* পরিমাণমতো বেসনের সঙ্গে অল্প দুধ মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের মৃত কোশের স্তর সরিয়ে ত্বককে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। বয়সের ছাপ কম পড়ে।

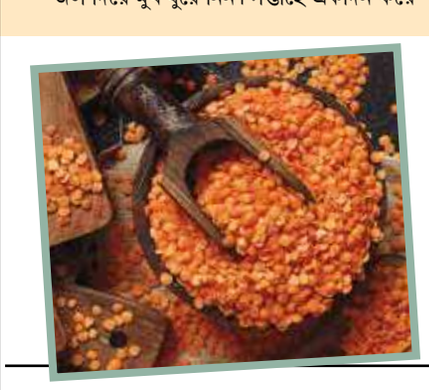

বেসন তৈরির প্রক্রিয়া

২ কাপ মসুর ডাল এবং ২ টেবিল চামচ চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। ফুড প্রসেসর বা গ্রাইন্ডারে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিন। তারপর ভালো করে চালনিতে চেলে নিন। এই বেসন অনেক দিন পর্যন্ত (প্রায় ৬ মাস) বাতাস প্রবেশ করবে না এমন পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজে রাখলে ভালো। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে রোদে দিন। বয়াম থেকে বেসন নেওয়ার সময় ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না।

বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ গাঁদা ফুল মিশিয়ে ভালো করে বেটে নিন। মুখে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের শুষ্কতা কমাতে ও নরম করতে এই মাস্ক কাজে লাগবে। ব্রণের প্রকোপও কমবে। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

দাগ, ফাটা ত্বকে

সমপরিমাণ বেসন, হলুদ ও পরিমাণমতো জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। শুধু ব্রণের জায়গায় ব্যবহার করুন প্রতিদিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ব্রণ কমে আসে। ভালো হয়ে গেলে আর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বেসন, গোলাপজল ও লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একদিন পর ব্যবহারে পোড়া দাগ কমে আসবে।

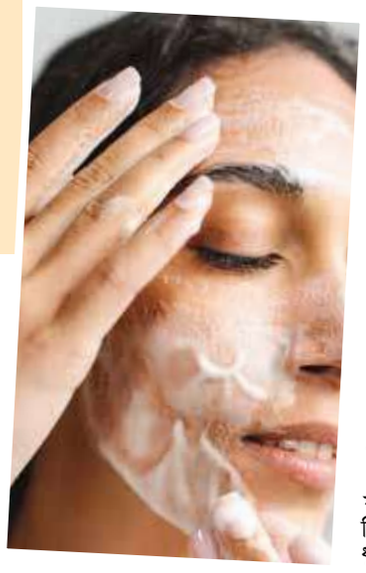

বেসন পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরার রস মিশিয়ে মেচেতার ওপর লাগান। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এক দিন অন্তর এই প্যাক ব্যবহার করুন। দাগ কমে এলে ধীরে ধীরে প্যাক ব্যবহারও কমিয়ে আনুন। যেমন সপ্তাহে একবার, তারপর ১৫ দিনে একবার, তারপর মাসে একবার।

যে কোনও ক্ষতের দাগ (যেমন ব্রণ, বসন্ত) দূর করতে বেসন ও কচি ডাবের জল একসঙ্গে মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ধীরে ধীরে দাগ কমে এলে প্যাক ব্যবহার কমিয়ে আনুন মেচেতার প্যাকের মতো নিয়মে।

বেসন পেস্ট ত্বকের ফেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একদিন।

শীতে কুসুম গরম জলে স্নান

শীতের হাওয়ায় নাচন শুরু হতে না হতেই শরীরজুড়ে অস্বস্তি। ত্বক শুকিয়ে ফুটিফাটা। ত্বক হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও মলিন। তবে একটু সচেতনতা ও যত্নের মাধ্যমে খুব সহজেই শীতকালে ত্বক সতেজ রাখা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক শীতে ত্বকের যত্ন বিষয়ে--

ময়েশ্চারাইজার

শীতে শুষ্কতার হাত থেকে ত্বক বাঁচাতে ময়েশ্চারাইজারের তুলনা নেই। ত্বক সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। বাজারে নামি-দামি ময়েশ্চারাইজার ছাড়াও খাঁটি নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহারেও অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

স্ক্রাব অথবা এক্সফোলিয়েটিং

ত্বকের মৃত কোশ বা মরা চামড়ার আস্তরণ দূর করতে সপ্তাহে এক থেকে দু-বার জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করতে হবে। চালের গুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্ক্রাব তৈরি করা সম্ভব।

এক চামচ চালের গুঁড়ো ও এক চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে, ভেজা ত্বকে আলতো হাতে ৩ থেকে ৫ মিনিট ঘষে হালকা গরম জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। অবশ্যই স্ক্রাবিং-এর পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ফেসপ্যাক

সপ্তাহে দু-তিনবার দুধের সর, মধু ও বেসনের মিশ্রণ ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করবে। তাছাড়া টক দই, বেসন ও হলুদের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

কুসুম গরম জলে স্নান

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম জলের ব্যবহার শীতে ত্বককে আরও রুক্ষ করে দিতে পারে। তাই হালকা গরম জলে স্নান করতে হবে।

এছাড়া অতিরিক্ত খারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক সতেজ থাকবে।

স্বাদ মিটবে, স্বাস্থ্যও থাকবে

ছুটির দিন মানেই ভরপুর খাওয়া-দাওয়া। স্বাস্থ্য সচেতনতার এই যুগে পোলাও-মাংস তো রোজ রোজ খাওয়া সম্ভব নয়। তাই রইল ১টি স্বাস্থ্যকর রেসিপি।

ব্রোকোলি-রুই মাছের ঝোল

যা যা লাগবে

রুই মাছের টুকরো ৫-৬টি, টমেটো ১টি (টুকরো করা) কাঁচালংকা ৩-৪টি, ব্রোকোলি ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল ২ কাপ মতো, ধনেপাতা কুচি, পরিমাণমতো তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে রুইমাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার, মাছে অল্প হলুদ- লংকাগুঁড়ো, লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। ব্রোকোলির ফুলের অংশটুকু কেটে নিয়ে, ধুয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে ২-৩ মিনিট ভাপিয়ে নিন। জল থেকে তুলে নিন ব্রোকোলির ফুলগুলো। এবার সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠ হালকা লাল করে ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে আরো ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন হালকা রং আসা পর্যন্ত। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর একে একে গুঁড়ো মশলা, অল্প লবণ, অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নিন।

টমেটো কুচি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত। এবার মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠে মশলা লাগিয়ে নিন উলটে-পালটে। এবার, গরম জল দিন দেড়কাপ মতো। ঢেকে রান্না করুন পাঁচ-ছয় মিনিট।

এবার ব্রোকোলিগুলো মাছের ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিন। লবণের স্বাদ পরখ করে নিন। কাঁচালংকা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে পাঁচমিনিট রান্না করে নিন। পাচঁমিনিট পর নামিয়ে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

নাটকে সুবার্তা

সম্প্রতি অভিব্যক্তি কোচবিহার স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে আয়োজন করেছিল 'সেতু নাট্যোৎসব ২০২৫'। এর সূচনা পর্বে প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি আলোচনা সভা এবং শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতসন্ধ্যা। 'নাটক ও সংগীতের সম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনা সভাটিতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন দীপায়ন ভট্টাচার্য এবং দেবব্রত আচার্য। থিয়েটারের নবাগতরা বিষয়ভিত্তিক এ আলোচনা শুনেছেন। সেদিনের সন্ধ্যার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সংগীতশিল্পী পণ্ডিত তুষার দত্ত, তবলায় সুবীর অধিকারী এবং হারমোনিয়ামে সুব্রত ভট্টাচার্য। পণ্ডিতজি পরিবেশন করেন রাগ বেহাগ এবং ওস্তাদ রশিদ খানের গাওয়া একখানি বাংলা রাগপ্রধান গান। অসামান্য এই ত্রয়ীর সুরের মূর্ছনা দর্শক-শ্রোতাদের তৃপ্ত করেছে।

উৎসবের পরের দু'দিনে অণুনাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং নাট্য পরিবেশন করে কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটার বিভিন্ন নাট্যদল। এর মধ্যে ছিল কোচবিহার অভিব্যক্তি প্রযোজিত নাটক 'সত্যকুল' এবং 'চমচমকুমার', অনাসৃষ্টি কোচবিহার প্রযোজিত 'আজনবী', মাথাভাঙ্গা গিলোটিন প্রযোজিত 'ডিটেকটিভ', নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল প্রযোজিত 'হাত বাড়াও', দিনহাটা প্রগতি প্রযোজিত 'গ্রে সেল', ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র' এবং অনুভব কোচবিহার প্রযোজিত 'অবশেষে কাক'।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

ভিন্ন আবেদন

শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিগত কয়েক বছর ধরে শক্তিগড় সর্বজনীন জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির আয়োজনে শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের মাঠে জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়ে আসছে। এবছরও নাচ, গান, আবৃত্তি, গীতিনাট্য, নাটকের মাধ্যমে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গৌরাঙ্গ মণ্ডলের পরিকল্পনায় সুন্দরম সংগীত অ্যাকাডেমির 'মহিষাসুর মর্দিনী' নৃত্যগীত, স্বপ্না ঘোষের নির্দেশনায় তাল ছন্দম, গীতি ছন্দম, সাথী ডান্স অ্যাকাডেমি, সংগীত সুধা-র শিল্পী সমন্বয়ে গীতিনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও বাংলা গান পরিবেশিত হয় বিভিন্ন দিনে। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও বিমান দাশগুপ্ত নির্দেশিত নাটক 'মিথ্যেবাদী' সবাইকে মুগ্ধ করে। পৃথিবীতে যেমন সত্যের প্রয়োজন ঠিক তেমনি মিথ্যেরও প্রয়োজন, একটা ছোট্ট মিথ্যের কত জোর, সেটাই এই নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডাঃ সমর দেব, রুবি চন্দ রায়, কার্তিক রায়, শ্রীহান দাস, সুরোজিৎ দাস, পীযূষকান্তি বর্মন, অসিত দাশগুপ্ত ও অদিতি বর্ধন তাঁদের যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে। আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণে ছিলেন রূপক দে সরকার। নাটকটি দর্শক মনে গভীর রেখাপাত করে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাট্য কর্মশালা

সম্প্রতি মানিকতলা অক্ষের পক্ষ থেকে সামসী কলেজে একটি নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন আবৃত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন অধ্যাপক তাপস বর্মন ও উমা ঘোষ। নাটক বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সলিলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং নৃত্যে প্রশিক্ষণ দেন জয়শ্রী থোকদার। দ্বিতীয় দিন সমান্তরালভাবে দুটি ঘরে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। একটি ঘরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার তালিম দেন জয়শ্রী থোকদার। অন্যদিকে, আর একটি কক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকের মহড়া শুরু হয়। কর্মশালাভিত্তিক এই নাটক করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানিকতলা অক্ষের সদস্য ডঃ মনোজ ভোজ বলেন, 'রক্তকরবীর ১০০ বছর পূর্ণ হল, সেই নাটক নিয়ে আমরা নতুনভাবে ভাবার চেষ্টা করেছি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।' তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন নৃত্যনাট্যের কর্মশালায় সংযুক্ত হন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সোমনাথ সরকার। সোমনাথ ও জয়শ্রী থোকদারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৃত্যনাট্যটি সার্থক রূপ লাভ করে। নাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রদর্শনীর সময় কলেজের প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী ও অঞ্চলের নাট্যপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন কলিগ্রাম চেনামুখ নাট্যদলের পরিচালক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী ও নবোদয় নাট্য সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা সুবল রায়। নাটক দেখে অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ পট্টাদার খুব খুশি।

–মুরতুজ আলম

রচনা সমগ্র

কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ার শহরে প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক নকুলচন্দ্র মণ্ডলের রচনা সমগ্র। কবিতা ও গদ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটি। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ঋতম চক্রবর্তী। বইটির প্রকাশ, নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লেখকের কন্যা মধুমিতা মণ্ডল দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অম্বরীশ ঘোষ।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভাঙল ভয়

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের এক অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকদের চোখের আলোয় ভাসিয়ে দিলেন শ্যামবাজার অন্যদেশ নাট্য সংস্থার বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীরা। ওঁরা চোখে দেখতে না পেলেও মঞ্চে যে দাপটে নাটক করলেন তাতে চক্ষুষ্মানেরাও তাঁদের অন্তর থেকেই কুর্নিশ করেছেন। এই আয়োজন ছিল শিলিগুড়ি অপ্টোপিকের। নাটক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা', সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভীত-সংকুচিত এক রাজ্য। এই রাজ্যের মানুষ রাজাকে কখনও চোখে দেখেনি, শুধু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার গল্প শুনেছে। এই ভয় দেখানো অদৃশ্য রহস্যময় রাজার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন অন্যদেশ নাট্য সংস্থার শিল্পীরা। সকলের ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছেন অনায়াস দক্ষতায়। বোঝা গেল সীমাবদ্ধতা এই শিল্পীদের চেতনায় আঘাত হানার অসীম ক্ষমতা দিয়েছে।

নাটকের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে আমরা অপরাজিতা গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সত্যজিৎ মুখার্জি, বাদ্যযন্ত্রে জয়ন্ত বসাক এবং গোষ্ঠী পরিচালনায় শ্রাবণী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী এবং কনিষ্ক সরকার। শ্যামবাজার অন্যদেশ নাট্য সংস্থা প্রায় দুই দশক ধরে দৃষ্টিহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে নাটকের কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে তাদের নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। এদিনের অভিনয়ও যে দর্শকদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে তা তাঁদের প্রতিক্রিয়াতেই বোঝা গিয়েছে। ধন্যবাদ অপ্টোপিকের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তীকে শিলিগুড়ির নাটকের দর্শকদের এমন একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেবার জন্য।

– ছন্দা দে মাহাতো

রুদ্ধশ্বাস।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'রাজা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

২২তম বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি মুক্তচিন্তা সাহিত্যের স্কুল ও অনুশীলন কেন্দ্রের ২২তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কবি, সাহিত্যিকদের আগমনে মুখরিত ভোটবাড়ির মুক্তচিন্তা ভবনে রীতিমতো চাঁদের হাট বসেছিল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নিশিকান্ত সিনহা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ভাওয়াইয়াশিল্পী সুনীল অধিকারী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুক্তচিন্তা রত্ন সম্মান তুলে দেওয়া হয় কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ, নিশিকান্ত সিনহা ও দেবলাল সিংহের হাতে। মুক্তচিন্তা লোকবাদ্য সম্মান দেওয়া হয় হিতেন্দ্রনাথ রায়কে। মুক্তচিন্তা নাসারি স্কুলের সম্মেলন ও মুক্তচিন্তা লোকসংগীত অ্যাকাডেমির শংসাপত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কবি, সাহিত্যিকরা কবি বাসরে স্বরচিত কবিতায় আসর জমিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিকে মুক্তচিন্তা স্মারক সম্মানের পাশাপাশি চারাগাছ তুলে দিয়ে সবুজের বার্তা দেন দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন আবদুল হাকিম ও সুনীল অধিকারী।

-শতাব্দী সাহা

মৈত্রীর অটুট বন্ধন

ইসলামপুরের 'মৈত্রী উৎসব' পা রাখল ১৫তম বর্ষে। দেশের নানা প্রান্ত তো বটেই, বাংলাদেশ, নেপাল, দুবাই থেকেও অনেকে এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন।

ছয়জন সাহিত্য সাধক পেলেন সম্মান। শিলিগুড়ির কবি শমিত বিশ্বাসের হাতে তুলে দেওয়া হয় সৃজন সাহিত্য সম্মান। কালিনী সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে আবিরা মণ্ডল সেনগুপ্ত পেলেন কালিনী সাহিত্য সম্মান। কবিরা স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান। মাউথ অর্গানে বিমল দাস ছিলেন অনন্য। গানে মনোনীতা, অর্পিতা, তুলেশ দারুণ। তবলা বাজিয়ে শোনালেন ভবতোষ সিনহা ও অয়ন দাস।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথম স্মরণিকা

রায়গঞ্জ ক্ষত্রিয় হস্টেলের প্রথম স্মরণিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হল। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা কর্তৃক ১৯২০ সালে এই হস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে হস্টেলের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়চৌধুরী জানান। প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ডঃ অমলকান্তি রায় এদিন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ভারতীয় দলের ফুটবলার প্রীতিকা বর্মন, সমাজকর্মী সুব্রত সরকার সহ অন্যদের এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এদিন হস্টেলের আবাসিকরা সমাজের উন্নয়নে শপথগ্রহণ করেন। দুপুর থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গিটারে একসঙ্গে অংশ নেন কাবেরী মিত্র, দীপিকা দত্ত এবং শুভ্রা বসাক।

–দীপঙ্কর মিত্র

বর্ণিল।। *ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

গৌরবোজ্জ্বল ২৫

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে অবস্থিত ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর। দেখতে দেখতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ২৫ বছর পার করেছে। রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে আয়োজিত হল নানাবিধ অনুষ্ঠান। চারদিনের এই অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, বইমেলা, খাদ্যমেলা, প্রতিযোগিতামূলক বিভাগীয় প্রদর্শনী ও বিভাগীয় সৃজনশীল অনুষ্ঠান, নাটক সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান। পাশাপাশি, কলেজ পড়ুয়াদের সঙ্গে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির পরিচিতি করানোর লক্ষ্যে প্রতিদিন বিকেলে আয়োজিত হয় লোকসংস্কৃতির আসর। উত্তর দিনাজপুরের অভিজিৎ চৌধুরীর দলের মুখা নাচ ও গোকুল দাসের দলের বাউলগান, দক্ষিণ দিনাজপুরের সুদেব সরকারের দলের খন পালাগান, মালদার হিমাংশু সরকারের দলের মানব পুতুলনাচ ও বাবলু মণ্ডলের দলের গম্ভীরা গান আর পুরুলিয়ার ছৌ নাচে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ। রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চ ও মাঠ, বাসন্তী সংগীত বিদ্যালয়ের সংগীতানুষ্ঠান সাক্ষী থাকল। অর্পণ ডান্স সেন্টার এবং তাথৈ নৃত্য দলের শাস্ত্রীয় নৃত্যের ছন্দ মঞ্চে আনে অন্য মাত্রা।

–সুকুমার বাড়ই

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

দীর্ঘ ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ও গৌরবকে সামনে রেখে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর যাত্রা শুরু করল গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের লোগো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। লোগো উন্মোচন করেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রমোহন পাল, সহকারী প্রধান শিক্ষক পুলকেশ চৌধুরী, পরিচালন সমিতির সদস্য আজাদ আলি মণ্ডল ও বিকাশ সরকার, প্রাক্তন সম্পাদক অলকেশ চৌধুরী, মণীশচন্দ্র সরকার সহ বহু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রী।

–বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

রঙিন অনুষ্ঠান

সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি হয়ে গেল। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সারাবছর ধরে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে এই সংগঠন। এদিন সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে উত্তরের সংস্কার ভারতীর উত্তর দিনাজপুর জেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল। আবৃত্তি, অঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল শিক্ষার্থীদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার পাশাপাশি মঞ্চস্থ হয় নাটক। নাটকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। সাধারণ সম্পাদক পবিত্র চক্রবর্তী, সভাপতি গোপাল অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

–দীপঙ্কর মিত্র

সংগীতানুষ্ঠান

মালদা জেলার ধ্রুপদি সংগীত জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত পণ্ডিত বিষ্ণু সেবক মিশ্রের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল মালদায়। এই উপলক্ষ্যে মালদা শিল্পী সংসদের উদ্যোগে শনিবার সকালে মালদার গৌড় রোডে প্রয়াত বিষ্ণু সেবক মিশ্রের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মালদা শিল্পী সংসদের সদস্যরা। সন্ধ্যায় মালদা টাউন হলে এক উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

– সৌকর্য সোম

সাহিত্য আসর

জীবন জীবিকা ও সাহিত্যকে নিয়ে সম্প্রতি রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫৪তম সাহিত্য আসর হয়ে গেল। স্বাগত ভাষণ দেন সজল সরকার। সংস্থা সম্পাদক যাদব চৌধুরী কথামুখ পরিবেশনে বলেন, 'জীবন ও জীবিকা সাহিত্যকে উপকরণ জোগায় ও সাহিত্য জীবনকে প্রেরণা দেয়।' উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ধরিত্রী চৌধুরী। স্বরচিত গল্প ও কবিতা পাঠ করেন সমর আচার্য, আভা সরকার মণ্ডল, তাপসী লাহা, গৌতম চক্রবর্তী, সুদেবকুমার রায়, সুচিত্রা লাহিড়ি ভট্টাচার্য, সৌরেন চৌধুরী, অজন্তা রায় আচার্য, শৈবাল কর্মকার, সুমনা পাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন গৌরীশংকর রায় ও পার্থপ্রতিম বসু। বিশেষ নাটকীয় উপস্থাপনায় ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব শিবশংকর সেনগুপ্ত। নিবন্ধ পাঠ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় ছিলেন কবি শৈবাল কর্মকার।

–সুকুমার বাড়ই

সলিল স্মরণ

বিশ্ববরেণ্য সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা ইন্ডিয়া'। তাঁকে স্মরণ করে লেখা গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংস্থার কর্ণধার ডঃ গৌরাঙ্গ দেব ভার্মা রচনা করেছেন গানটি। গানের সুরারোপ করেছেন বিশ্বরূপ ঘোষদস্তিদার। দ্বৈত কণ্ঠে গানটি গেয়েছেন সংস্থার শিল্পী সলিল-কন্যা অন্তরা চৌধুরীর ছাত্রী পল্লবী ঘোষ এবং সুরস্রষ্টা অজিত সরকার। গানটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'অন্তহীন সলিল'। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে গানটি। কলকাতার কলা মন্দিরে বিশ্ববরেণ্য সংগীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তারই কন্যা অন্তরা ও সঞ্চারীর হাতে তুলে দেওয়া হয় গানটির সিডি।

গৌরাঙ্গ বললেন, 'শান্তনু মৈত্র, কল্যাণ সেন বরাট, শ্রীকান্ত আচার্য, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি সহ সকলেই গানটির প্রশংসা করেছেন।'

–পঙ্কজ ঘোষ

বিষয় কোচবিহার

কোচবিহার বিষয়ক বই প্রকাশিত হল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপাচার্য ডঃ রূপকুমার বর্মনের লেখা 'কিংডম ফরমেশন ইন প্রিকলোনিয়াল ইন্ডিয়া : এ হিস্ট্রিক্যাল স্টাডি অফ দ্য কোচ কিংডম, সি. ১৫৪০-১৭৭৩' বইটি প্রকাশিত হয়।

-শিবশংকর সূত্রধর

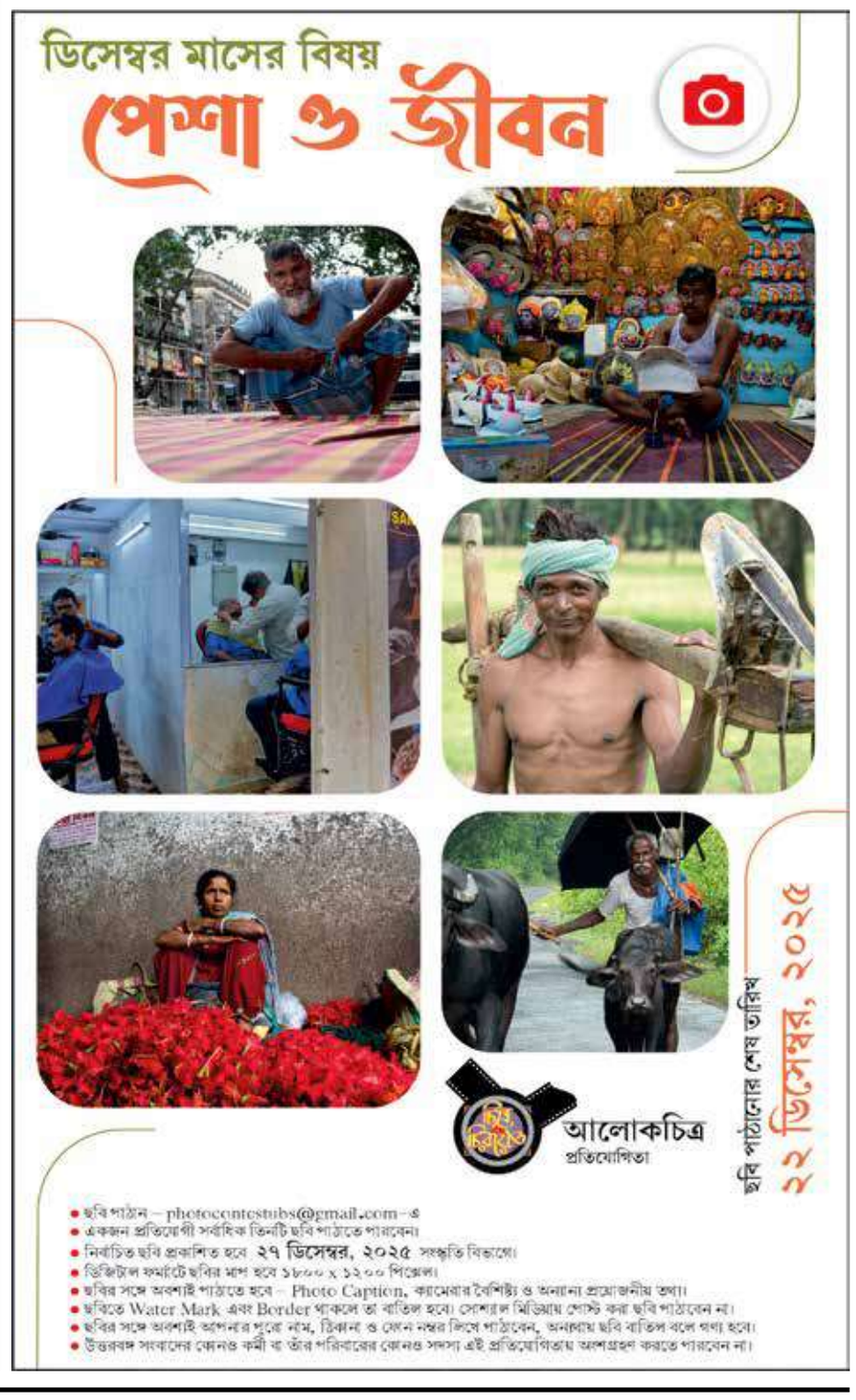

শ্রোতামনে ছাপ রাখল অনন্য সুর সন্ধ্যা

খাঁচা যখন খুলে যায়, পাখি তখন নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। তার জন্য আফসোস করে লাভ নেই। কারণ 'জীবন এক বাসেরা হ্যায়, কেয়া তেরা কেয়া মেরা হ্যায়—' এক রাম ভজনে শাশ্বত জীবনের কথা শুনিয়ে সকলের হৃদয় ছুঁয়ে গেলেন বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী। দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিল্পীকে পাওয়া গেল জীবনবোধের অনবদ্য বিশ্লেষণে।

অনুষ্ঠানটি মূলত ছিল শাস্ত্রীয় এবং অনুশাস্ত্রীয় সংগীতের। নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন 'প্রসারী' সংগীত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শাশ্বতী বিশ্বাস ও সম্পাদক প্রসূন ঘোষ। প্রথম পর্বে খুদে শিল্পী অদিত্রী, মনস্বী, অর্ঘ্যরাজ, তিথিপর্ণা, অবিনাশ, উজ্জয়িনী, রাজদীপ, অভিশ্রীদের ইমন রাগ পরিবেশন মঞ্চে এক মনমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে পরিণত বোধের পরিচয় দেন মুক্তা ঘোষ, মল্লিকা সরকার, স্নেহা রায় তাদের (বাগেশ্রী) খেয়াল পরিবেশনের মাধ্যমে। শিল্পী অভিজিৎ মণ্ডলের পরিবেশিত দাদরাও ছিল অনবদ্য। পরবর্তী পর্বে প্রসূন ঘোষাল ও সূর্যশ্মি রায়-এর পরিবেশনায় ছিল তুলসী দাসজির রচিত একটি মাতৃবন্দনা। এছাড়াও একাধারে ভজন গেয়েছেন বীণা মণ্ডল, প্রমিলা ধীমাল, জলি বিশ্বাস, অনুজা মজুমদার, সঞ্চিতা রায় বর্মা, দীপা সরকার সহ আরও কয়েকজন। অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পী অনিমেষ এবং যুবরাজের যুগ্ম পরিবেশিত গুরুবন্দনা এবং শিক্ষার্থী মুক্তা ঘোষের বাংলা রাগপ্রধানও সকলের মনে জায়গা করে নেয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকার ভূমিকা পালন করেন অদৃজা মিশ্র। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অম্লান পণ্ডিত ও আশিস কংসবণিক।

সমবেত।। *শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

প্রসারীর কর্ণধার শাশ্বতী বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় এবং আকর্ষণীয় গুণ হল তিনি সংগীতের সাম্প্রতিকতম বিষয় তথা সুর যা দেশের দশজনের ভালো লেগেছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এবং তাকে নিজের চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর সেই সূত্রেই এ বছরে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় ভজন 'তুম আ জানা ভগবান' পরিবেশন করে সকলের মন জয় করে নেন। ভজনটির মাধ্যমে ঈশ্বরকে ডাকার যে আকুতি তার সুরে ফুটে উঠেছিল তা গোটা মঞ্চজুড়ে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে প্রসারীর এই সুন্দর সুরসন্ধ্যা অনেকদিন শ্রোতাদের মনে রেশ রেখে দেবে।

–ছন্দা দে মাহাতো

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মদ আর মাতাল নিয়ে যত ঠাট্টা আছে, তা আর কোনও কিছু নিয়েই নেই। কিন্তু মানুষ কেন মদ ভালোবাসে? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন আমাদের আদিম প্রাইমেট পূর্বসূরিদের মধ্যে। কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই গাঁজানো ফল খেয়ে শক্তি লাভের অভ্যাস করেছিল মানুষের পুর্বপুরুষরা। সেই সুবাদেই অ্যালকোহলের প্রতি এই দুর্মর আকর্ষণ মানুষের! **সুদীপ মৈত্র**

‘...তাই তো একটু নেশা করি’

‘মাতাল বাঁদর’ তত্ত্বে মদে মজার রহস্য ফাঁস

বাঁদরের বাঁদরামির কথা শোনা যায়। কিন্তু বাঁদরের মাতলামির কথা ক’জন জানে!

মঙ্গল অথবা শুক্কুরবার শহরের কোনও বারে গিয়ে বিয়ারের গ্লাস হাতে আমরা যে আরাম খুঁজে পাই, তার আসল রহস্য লুকিয়ে আছে কোটি কোটি বছর আগের এক ‘মাতাল বাঁদর’ উপাখ্যানে!

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, বিজ্ঞানীরা বলছেন, অ্যালকোহল হজম করার ক্ষমতা আমরা আমাদের প্রাচীন আফ্রিকান শিম্পাঞ্জি ও গরিলা জাতীয় পূর্বসূরিদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

ব্যাপারটা ঠিক কী! আসুন বিজ্ঞানীরা কি বলছেন, সেটা শুনি।

আসলে আমাদের পূর্বসূরিরা যখন জঙ্গলে ফলমূল খুঁজে খেত, তখন গাছের পাকা ফল পচে গিয়ে মাটিতে পড়ত। মাটির ওপর পড়ে থাকা এই পচা ফলগুলিতে ইস্ট-এর প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই খুব অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল বা ইথানল তৈরি হত—ঠিক যেন বুনো ‘সাইডার’! এই পচা ফলগুলি ছিল খুব ক্যালোরিযুক্ত এবং সহজে পাওয়ার উপায়। কারণ, গাছে চড়ার ঝুঁকি নেই!

এই পচা, গাঁজানো ফলগুলিকে ভালোবেসে খাওয়ার অভ্যাস থেকেই শুরু হয় বিবর্তনের আসল খেলা। প্রায় ১ কোটি বছর আগে, আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে একটি জিন-এর (এডিএইচ৪ নামের একটি এনজাইম) অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে তারা অন্য প্রাণীদের তুলনায় ৪০ গুণ দ্রুত গতিতে অ্যালকোহল ভেঙে হজম করতে পারত!

অর্থাৎ, অন্য বানরদের যেখানে অ্যালকোহল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, সেখানে আমাদের আদি-পূর্বপুরুষ ও নারীরা দিব্যি সেই ফল খেয়েও চনমনে থাকত। ফলে কী হত? না, তারা বেশি পরিমাণে উচ্চ-ক্যালোরির খাবার খেতে পারত এবং প্রকৃতির পরীক্ষায় টিকে যেত। এটাই ছিল চার্লস ডারউইন-কথিত ‘স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (ন্যাচরাল সিলেকশন)।

> এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, মদ তৈরি করার অনেক আগেই আমাদের শরীর তা হজম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই পরেরবার যখন পানীয় পান করবেন, মনে রাখবেন—এটা শুধু আপনার অভ্যাস নয়, এটা আপনার ১ কোটি বছরের পুরোনো বিবর্তনীয় ঐতিহ্য!
>
> **ম্যাথিউ ক্যারেগান,** *বিবর্তনীয় জিনতত্ত্ববিদ*

বিজ্ঞানীরা মজা করে বলছেন, আপনি যখন বন্ধুদের সঙ্গে বসে পানীয় উপভোগ করেন, তখন আসলে আপনি আপনার আদিম প্রবৃত্তিকেই সম্মান জানাচ্ছেন! আপনার শরীর আসলে আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ‘এই তো সেই জিনিস, যা একসময় জঙ্গলে টিকে থাকার জন্য আমাদের কাজে লেগেছিল!’

এডিএইচ৪ এনজাইম মিউটেশন সংক্রান্ত এই গবেষণাটি করেন মার্কিন মুলুকের সান্তা ফে কলেজের গবেষকরা। ২০১৪ সালের এই গবেষণা দীর্ঘ দিন গবেষণাগারের ধুলো-ময়লায় চাপা থাকার পর সম্প্রতি আচমকাই খবরের শিরোনামে এসেছে।

গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক বিবর্তনীয় জিনতত্ত্ববিদ ম্যাথিউ ক্যারেগান মজা করে বলেছেন, ‘এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, মদ তৈরি করার অনেক আগেই আমাদের শরীর তা হজম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই পরের বার যখন পানীয় পান করবেন, মনে রাখবেন—এটা শুধু আপনার অভ্যাস নয়, এটা আপনার ১ কোটি বছরের পুরনো বিবর্তনীয় ঐতিহ্য!’ এই শুনে কেউ যদি মদ্যপানের সংস্কৃতির ‘হেরিটেজ’ তকমার দাবি তোলেন ইউনেস্কোর কাছে, তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না!

সূর্যের পিঠে কালশিটে

কপালে ভাঁজ বিজ্ঞানীদের

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সুয্যিমামার গায়ে যে দাগটি দেখা যাচ্ছে, তার আকার আমাদের পৃথিবীর আকারের চেয়ে দশগুণেরও বেশি! এই বিশাল দাগটি এখন সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে।

আমাদের এই পৃথিবীর চেয়েও অনেক অনেক বড় একটি কালো দাগ বা ‘সৌরকলঙ্ক’ এখন সূর্যের গায়ে দেখা যাচ্ছে। এই বিশাল দাগটি দেখে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একটু চিন্তিত। কারণ, এই দাগ থেকেই তৈরি হতে পারে খুব শক্তিশালী সৌর-বিস্ফোরণ (সোলার ফ্লেয়ার)।

দাগ নিয়ে চিন্তা কীসের

সূর্যের গায়ে যে কালশিটে গোছের দাগগুলি দেখা যায়, তাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম ‘সৌরকলঙ্ক’ বা সানস্পট। এটি আসলে সূর্যের সেই অংশ, যা তার চারপাশের অংশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা থাকে। তবে এই ঠান্ডা জায়গাটিই হল প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের আঁতুড়ঘর।

এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের গোলমালের কারণেই হঠাৎ করে সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণে শক্তি মহাকাশে ছিটকে বের হয়ে আসে। একেই আমরা বলি সৌর-বিস্ফোরণ।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এখন যে দাগটি দেখা যাচ্ছে, তার আকার আমাদের পৃথিবীর আকারের চেয়ে দশ গুণেরও বেশি! এই বিশাল দাগটি এখন সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে।

কী হতে পারে বিস্ফোরণে

যদি এই বিশাল সৌরকলঙ্ক থেকে কোনও প্রচণ্ড বড় সৌর-বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই শক্তি ও কণাগুলি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তবে কিছু সমস্যা হতে পারে।

- **যোগাযোগে বাধা :** আমাদের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে, তাতে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **বিদ্যুৎ সমস্যা :** কিছু ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা ‘পাওয়ার গ্রিড’-এও গোলমাল দেখা যেতে পারে।
- **জিপিএস-এ ত্রুটি :** রাস্তা খুঁজে বের করার জন্য আমরা যে জিপিএস ব্যবহার করি, সেটিও ভুল তথ্য দিতে শুরু করতে পারে।

তবে আশার কথা হল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঢালের মতো কাজ করে আমাদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করে।

বিজ্ঞানীরা এখন এই দাগটির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন। সূর্যের এই কার্যকলাপ আগামী দিনগুলিতে আরও বাড়তে পারে, কারণ সূর্য এখন তার ১১ বছরের কালচক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ‘সর্বোচ্চ সক্রিয়’ অবস্থায় রয়েছে।

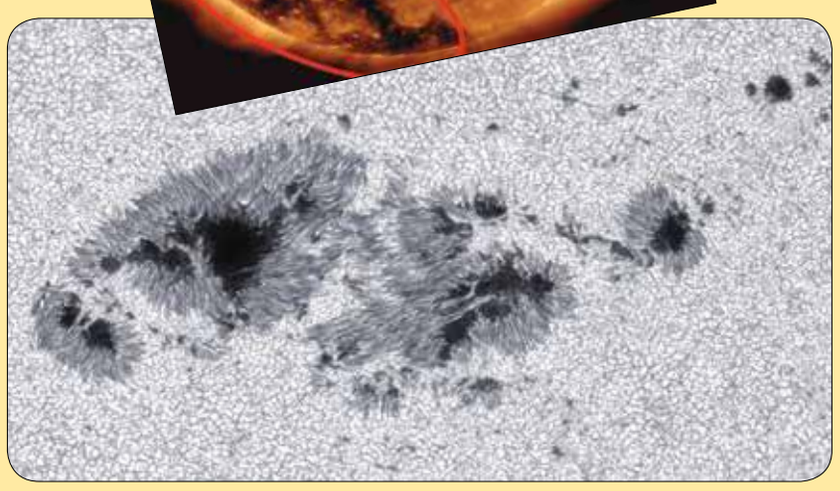

পর্দায় মারতে দেখে আপনি কাঁপেন কেন

সুস্থ ও স্বাভাবিক কোনও ব্যক্তি হিংসাত্মক ঘটনা দেখে প্রীত হয় বলে তো মনে হয় না। সেই কারণেই হয়তো বাস্তবে হিংসার দৃশ্য কিছুটা সংকুচিতই করে তাকে। আমরা যখন কোনও দারুণ উত্তেজক সিনেমার দৃশ্য দেখি বা মজাদার গল্প শুনি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক একই সঙ্গে কতগুলি কাজ করে বলুন তো? বিজ্ঞানীরা এতদিন ভাবতেন, আমাদের চোখ যা দেখে আর কান যা শোনে—এই সব তথ্য আলাদা আলাদা জায়গায় প্রক্রিয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা (আইআইএসইআর)-র গবেষকরা একেবারে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য দিয়েছেন!

নতুন গবেষণা, নতুন আলো

গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, সিনেমা দেখার মতো স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার সময় আমাদের মস্তিষ্ক মোটেই আলাদা আলাদা খোপে কাজ করে না। বরং, সেই সময় মস্তিষ্ক চোখ এবং কানের তথ্যগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করে। যেন আপনার মস্তিষ্ক একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক, যিনি অডিও আর ভিডিওকে নিখুঁতভাবে সিঙ্ক করে আপনার সামনে মাল্টিমিডিয়া এফেক্ট পরিবেশন করছেন!

সিনেমা ল্যাবরেটরি

এই গবেষণাটি করা হয়েছে ফাংশনাল এমআরআই (এফএমআরআই) ব্যবহার করে। এমআরআই যন্ত্রের ভিতরে অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্র দেখছিলেন। বিজ্ঞানীরা নজর রাখছিলেন, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সেই সময় দারুণ ব্যস্ত। তাঁরা বিশেষত মস্তিষ্কের সেই অংশগুলির দিকে নজর দেন, যেখানে চোখ আর কানের তথ্যগুলি এসে মেশে—এই জায়গাগুলিকে বলা হয় সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন এরিয়া (অনুভূতি একত্রীকরণ অঞ্চল)।

দেখা গেল, যখন অডিও আর ভিজ্যুয়াল তথ্যগুলি একসঙ্গে আসছে (অর্থাৎ, সিনেমায় অভিনেতা কথা বলছেন এবং আমরা সেটা দেখছিও), তখন মস্তিষ্কের এই মিশ্রণ ক্ষেত্রগুলিই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে।

কেন এই খবর এত জরুরি

এই আবিষ্কার কিন্তু শুধু সিনেমার জন্য নয়, বাস্তব জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে :

- **মনোযোগ :** আমরা কীভাবে কোনও কিছুতে গভীর মনোযোগ দিই।
- **শেখা :** শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কীভাবে নতুন তথ্য গ্রহণ করে।
- **স্নায়বিক সমস্যা :** অটিজমের মতো স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেন সংবেদনশীলতা (সেন্সরি ইস্যুসমূহ) দেখা যায়।

সহজ কথায়, এই গবেষণা এটাই প্রমাণ করল, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বা প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা যখন কিছু করি বা দেখি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি ‘টিমওয়ার্ক’ বা দলগতভাবে কাজ করে। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে আমাদের শেখার পদ্ধতি বা স্নায়বিক রোগ বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা যায়।

ছোট্ট তারা

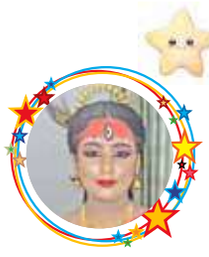

বালুরঘাটের রথতলার বাসিন্দা সমৃদ্ধি চক্রবর্তী পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। বড় হয়ে নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষিকা হতে চায় সে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে।

ঘিঞ্জি মহেন্দ্রগঞ্জের বাজার ও তারা বাজারে বিপদের শঙ্কা।

কালিয়াগঞ্জের দুটি বাজার যেন জতুগৃহ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : অধিকাংশ জায়গায় টিন আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘিঞ্জি শহরের দুটি বাজার যেন কার্যত জতুগৃহ। যে কারণে একটি আগুনের ফুলকি যখন-তখন গ্রাস করে নিতে পারে বাজার দুটিকে। একটু অসাবধানতায় আগুনের লেলিহান শিখা চোখের নিমেষে ছাই করে দিতে পারে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার এবং কালিয়াগঞ্জ পুরসভা পরিচালিত তারা বাজার এলাকাকে। আর একবার এই দুর্ঘটনা ঘটলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে হাজার মানুষের দৈনন্দিন রোজগারের ব্যবস্থাও। কর্মসংস্থান হারাতে পারেন কয়েকশো ব্যবসায়ীও। অথচ এত আশঙ্কার মধ্যেও দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ সহ মহেন্দ্রগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি। বিষয়টিতে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তেমন হেলদোল নেই। এমনকি নিরুত্তাপ কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতিও। এবিষয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর কথায়, 'কয়েকদিন হল আমি কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। তবে, খুব শীঘ্রই আমি তারা বাজারের অগ্নি নির্বাপণের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করব।'

স্টেশন রোড সংলগ্ন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার নিজস্ব জমিতে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে তারা বাজার। প্রায় শ-খানেক দোকান রয়েছে সেখানে। বাজারের ভিতর বড় মাটির উনুন জ্বালিয়ে চা, মিষ্টি তৈরির কাজ চলে। স্থানীয় দোকানদারদের অভিযোগ, রাতেও ওই মিষ্টির দোকানে ছাইচাপা আগুন উনুনকে গরম রাখে। ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে কীভাবে পুরসভা, দমকলের অনুমতি ছাড়া উনুন জ্বালিয়ে কাজ চলছে সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলছেন বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।

তারা বাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক সুজিত সাহার কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই এইভাবেই চলে আসছে তারা বাজার। নাইট গার্ডের উপর ভরসা করেই রাতে বাড়িতে দু'চোখের পাতা এক করি। মিষ্টির দোকানের উনুন জ্বালানোকে ঘিরে পুরসভারও কোনও হেলদোল নেই। তাই আমরাও সমিতিগতভাবে কিছু বলিনি। তবে, বৈদ্যুতিক হোক অথবা অন্য কোনওভাবে আগুন লাগলে বাজার পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যাবে। শতাধিক মানুষের রুজিরুটি এই বাজারকে ঘিরে চলে।'

একই অবস্থা মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারেও। নেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র অথবা কোনও ব্যবস্থা। কিন্তু, বাজারের ভিতর গ্যাস সিলিন্ডার জ্বালিয়ে দিব্যি চলছে খাবারের হোটেলের ব্যবসা। বাজার কমিটির সম্পাদক প্রকাশ কুণ্ডুর কথায়, 'প্রায় ২৫০ দোকান রয়েছে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারে। সমিতির পক্ষ থেকে রিজার্ভারের ব্যাপারে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও আজও তা হয়নি। কিছু কিছু দোকানদার নিজেরাই ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা নিয়েছেন।'

বিপজ্জনক

- স্টেশন রোড সংলগ্ন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার নিজস্ব জমিতে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে তারা বাজার
- শ-খানেক দোকান রয়েছে সেখানে
- বাজারের ভিতর বড় মাটির উনুন জ্বালিয়ে চা, মিষ্টি তৈরির কাজ চলে
- স্থানীয় দোকানদারদের অভিযোগ, রাতেও ওই মিষ্টির দোকানে ছাইচাপা আগুন উনুনকে গরম রাখে
- একই অবস্থা মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারেও
- নেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অথবা কোনও ব্যবস্থা
- কিন্তু, বাজারের ভিতর গ্যাস জ্বালিয়ে দিব্যি চলছে খাবারের হোটেলের ব্যবসা

কালিয়াগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের ওসি সঞ্জয় দে সরকার জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার সংলগ্ন নাটমন্দির কমিটি আগুন নেভানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাতে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারের এক তৃতীয়াংশ এলাকা আগুন লাগলে তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে নেভাতে পারবেন। খুব শীঘ্রই এই দুটি বাজার পরিদর্শন করে ফায়ার সেফটি বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

নাগরিকদের স্বস্তি দিতে প্রযুক্তিতে ভরসা

অ্যাপ চালুর পথে

গঙ্গারামপুর পুরসভা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আর বারবার চক্কর কাটতে হবে না, লাইনে দাঁড়াতে হবে না পুরকর জমা দেওয়ার জন্য। বাড়িতে বসেই এই সংক্রান্ত সিংহভাগ পুর পরিষেবা পেতে চলেছেন গঙ্গারামপুর শহরবাসী। নাগরিকদের স্বস্তি দিতে নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করতে চলেছে গঙ্গারামপুর পুরসভা। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অ্যাপটি চালুর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী পুরকর্তারা। পুর চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বলছেন, 'এখন ডিজিটালাইজেশনের যুগে মানুষের হাতে সময় নেই যে, পুরসভায় এসে কোনও বিষয়ে অভিযোগ করবেন বা কিছু পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন। তাই নিজস্ব অ্যাপ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সমস্ত নাগরিকের কথা মাথায় রেখে অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস সহজ সরল রাখা হচ্ছে। বাংলা এবং ইংরেজি, দুটি ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি। এরফলে পুর এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।'

সময়ের সঙ্গে হাঁটতে চাইছে গঙ্গারামপুর পুরসভা। ডিজিটালাইজেশনের যুগে রাজ্যের অধিকাংশ পুরসভা অনলাইন ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে। ১৮টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট পুর এলাকার বাসিন্দাদের নানান পরিষেবা দিতে গঙ্গারামপুর পুরসভা চালু করছে নিজস্ব অ্যাপ। নামকরণ চূড়ান্ত না হলেও, অ্যাপটি তৈরির ব্যাপারে পুরসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি এ ব্যাপারে একটি সফটওয়্যার সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছে। ইউজার ইন্টারফেস সহ নানা বিষয়ে ওই সংস্থাটির সঙ্গে কথা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজে বুক করা যাবে পুরসভার অধীনে থাকা ম্যারেজ হল, কমিউনিটি হল, পরিস্রুত পানীয় জল, বায়োটয়লেট সহ একাধিক পুর পরিষেবা। সহজে দেখে নেওয়া যাবে বুকিং স্ট্যাটাস। নাগরিকরা জমা দিতে পারবেন পুরকর, মিলবে জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট। পরিষেবা সংক্রান্ত নানান অভিযোগও জানাতে পারবেন নাগরিকরা।

পুরসভার এমন সময়োচিত চিন্তাভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গঙ্গারামপুরের নাগরিকরা। বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'পুরসভার এমন উদ্যোগ সচেতন নাগরিকদের কাছে উপযোগী হবে। তবে যাঁরা প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে। তাই সকল শ্রেণির নাগরিকদের সচেতন করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে পুরসভাকে।' বিশিষ্ট শিক্ষক তথা বঙ্গরত্ন সম্মান প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডঃ পার্থ সরকার বলছেন, 'নাগরিকদের পরিষেবার জন্য পুরসভা অ্যাপ চালু করতে চাইছে, এমন খবর যথেষ্ট ইতিবাচক। বর্তমান সময়ে খুবই উপযোগী হবে এই সিদ্ধান্ত। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যদি জল বুকিং, বিয়েবাড়ির জন্য হল বুকিং, বাড়ির ট্যাক্স দেওয়া যায়, তবে তা যথেষ্ট ভালো খবর।' উদ্যোগ সফল হলে সম্ভবত উত্তরবঙ্গে একমাত্র গঙ্গারামপুর পুরসভা, যাদের নিজস্ব অ্যাপ থাকবে।

অ্যাপের সুবিধা

বুক করা যাবে ম্যারেজ হল, কমিউনিটি হল, পানীয় জল, বায়োটয়লেট

ঘরে বসে জমা দেওয়া যাবে পুর কর, মিলবে জন্মমৃত্যু শংসাপত্রও

পরিষেবা সংক্রান্ত নানান অভিযোগও জানাতে পারবেন পুর নাগরিকরা

ইউজার ইন্টারফেস সহজ সরল, ব্যবহার করা যাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়

বিজেপির পরিবর্তন সভা

গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডলের উদ্যোগে শুক্রবার বোড়ডাঙ্গিতে পরিবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অশোক বর্ধন, গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ প্রমুখ। সভায় বিজেপির তরফে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের ডাক দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শক্তিবৃদ্ধি, শহর মণ্ডলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, জনসংযোগ বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পরিবর্তন সভার আয়োজন করল বিজেপি। শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের রেলস্টেশন চত্বরে একটি পথসভার মধ্য দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন বিজেপির বক্তারা। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ শহরের বিজেপি কাউন্সিলার গৌরাঙ্গ দাস, অপর বিজেপি কাউন্সিলার গৌতম বিশ্বাস প্রমুখ।

খোঁজ মিলল

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : গত ৩ ডিসেম্বর মালদা কলেজ থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল দর্শনের তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্র বিশাল বসাক। এই নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুক্রবার মালদা কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে ভাইকে অপহরণের অভিযোগও তোলেন দাদা অনুপ বসাক। কিন্তু অভিযোগের সেই রেশ কাটতে না কাটতেই খোঁজ মিলল বিশালের। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই ফোন করে বিশাল। পরিবার জানিয়েছে, বিশাল ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। তাই খেলাধুলোর জন্য বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে বিশাল মুম্বই চলে যায়।

বইমেলার জায়গা বদলে খুশির হাওয়া

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : স্থান বদলে খুশির হাওয়া গঙ্গারামপুরে। এবার আর শহর থেকে দূরের নিউ মার্কেট এলাকায় নয়, বরং চৌপথি সংলগ্ন গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে হবে ৩০তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা। স্বাভাবিকভাবে এমন খবরে স্বস্তি বইপ্রেমী মানুষের মধ্যে। জেলা বইমেলা শুরুর এক মাস বাকি থাকলেও, প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখতে রাজি নয় প্রশাসন। যে কারণে শুক্রবার হল প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক। গঙ্গারামপুর দেবীকোট ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রত দাস, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ মণ্ডল প্রমুখ। এদিনের বৈঠক থেকেই বইমেলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হয়।

তিন বছর আগে শেষবার যখন জেলা বইমেলা হয়েছিল গঙ্গারামপুরে, সেসময় নিউ মার্কেট এলাকার বইমেলা চত্বরে পৌঁছাতে বিস্তর সমস্যায় পড়তে হয়েছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বইপ্রেমীদের। যা নিয়ে সেসময় বইপ্রেমী মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। বিরক্ত হয়েছিল প্রকাশনী সংস্থাগুলিও। এবছর বইমেলার জন্য যেহেতু গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছে, ফলে গতবারের মতো সমস্যা দেখা দেবে না বলে মনে করছেন অনেকে। কেননা, এলাকাটি জনবহুল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। কবি সুবোধ দে বলছেন, 'গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলা বইমেলা। জায়গাটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ায় বইপ্রেমীদের মেলায় আসতে সুবিধা হবে। ফলে এবছর রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে।' জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রতর বক্তব্য, 'এবার মেলার জন্য ভালো জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে। এদিনই বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। এবারের মেলায় ৭৫টি স্টলে বই থাকবে। এছাড়াও আরও ১০-১৫টি স্টল থাকবে।'

গঙ্গারামপুরে শেষবার বইমেলা হয়েছে ২০২২ সালে। পরবর্তী দুই বছর যথাক্রমে হয়েছে বালুরঘাট ও বুনিয়াদপুরে। অর্থাৎ তিন বছর পর ফের বইমেলা হচ্ছে গঙ্গারামপুরে। এবার মেলা শুরু আগামী ৮ জানুয়ারি। মেলা চলবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এক শহরের মধ্যে বইমেলাকে আটকে না রেখে পর্যায়ক্রমে তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে গতির তুলনা করছেন তরুণ সাহিত্যিক অজিত ঘোষ। তিনি বলছেন, 'বইমেলাই পারে বইপ্রেমীদের একত্রিত করতে। জেলার সমস্ত লেখক-পাঠকের উপস্থিতি এই উৎসবকে নবদিগন্তে উন্মোচিত করবে।'

এখন শুধু অপেক্ষায়, বইমেলাকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুরের সেজে ওঠা।

অপেক্ষা গঙ্গারামপুরে

তিন বছর পর গঙ্গারামপুরে ফিরছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা

জায়গার পরিবর্তনে এবার মেলা গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে, শুরু ৮ জানুয়ারি

গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দান শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ায় স্বস্তিতে বইপ্রেমীরা

মেলায় থাকবে ৭৫টি বইয়ের স্টল, অতিরিক্ত স্টল আরও ১০ থেকে ১৫টি

বামেদের বিক্ষোভ

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সিপিএমের দলীয় পতাকা খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শুক্রবার ইংরেজবাজার পুরসভায় বিক্ষোভ দেখাল বামেরা।

বামফ্রন্টের অভিযোগ, আগামী ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মহিলা সমিতির জেলা সম্মেলনের আগে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিপিএমের দলীয় পতাকা খুলে ফেলেছেন পুরসভার কর্মীরা। সংগঠনের শহর সম্পাদিকা রিমা মিত্র বলেন, 'ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পুরসভার কর্মীদের দিয়ে রথবাড়ি থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত আমাদের দলীয় পতাকা খুলে ফেলিয়েছেন। যিনি পতাকা খুলছিলেন আমরা তাকে হাতেনাতে ধরেছি। তিনিই আমাদের জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশে তিনি পতাকা খুলেছেন।' তাঁদের দাবি, যেভাবে দলীয় পতাকা লাগানো ছিল, পুরসভার কর্মীদের দিয়ে আবার সেভাবে পতাকা লাগিয়ে দিতে হবে। আর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'শহর পরিষ্কার রাখতে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলে। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তির সামনে পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। পতাকা না লাগানোর বোর্ড দেওয়া থাকলেও পতাকা লাগানো ছিল। যে কোনও রাজনৈতিক দল নিজেদের পতাকা লাগিয়ে কর্মসূচি করুক এবং কর্মসূচি শেষে পতাকা খুলে নিক।'

বামেদের অভিযোগ, এদিন তাঁরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও তিনি ঘর থেকে বেরোননি। উলটে উনি তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী দিয়ে মহিলাদের ধাক্কাধাক্কি করিয়েছেন। আর কৃষ্ণেন্দু বলেছেন, 'ওদের কর্মসূচির সময় আমরা ঘরেই বসেছিলাম। ওদের স্লোগান চলার পর পুরসভার কর্মীরাও পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন। পুলিশ এসে ওদের নীচে নামিয়ে দেয়।'

আত্রেয়ীর পাড়ে 'বন্যা মোকাবিলা'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : বর্ষার মরশুম শুরু হলেই দক্ষিণ দিনাজপুরে বন্যার আতঙ্ক দেখা দেয়। আত্রেয়ীর জলস্তর বেড়ে গেলে শহর সহ গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যেমন ভাঙনের ছবি দেখা দেয় তেমনি কিছু জায়গা জলবন্দি হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শুক্রবার আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে আপগ্রেডেড মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই মহড়ায় এনডিআরএফ-এর সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের ৩৫ জন সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দুজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন।

এদিন নদীর ধারে অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে 'রিয়েল টাইম' বন্যা পরিস্থিতির প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছিল। বেস অফ অপারেশন, ইনসিডেন্ট কমান্ড পোস্ট, কমিউনিকেশন সেন্টার থেকে মেডিকেল এইড পোস্ট সবকিছু তৈরি করা হয়েছিল। জিপলাইন, নৌকা ও ডুবুরি নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে উদ্ধার পদ্ধতি দেখানো হয়। উদ্ধারের পর তাঁদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ মানুষকেও এই মহড়ায় যোগ করা হয়, যাতে প্রকৃত বিপর্যয়ের সময় তাঁরা দ্রুত বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে পারেন।

আত্রেয়ী নদীতে চলছে মক ড্রিল। শুক্রবার বালুরঘাটে। ছবি: মাজিদুর

জেলা শাসক বালা সুব্রহ্মণিয়ান টি-এর তত্ত্বাবধানে এদিনের কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ন্যাশানাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর ডেপুটি কমান্ডান্ট সঞ্জয়কুমার অঞ্জন বলেন, 'আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশ থেকে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুক চিরে আবার বাংলাদেশে ফিরে যায়। এই নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা প্রবল। বন্যার সময় নদী পারের মানুষদের বাঁচাতেই এই মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি শাখার দল এই মহড়ায় অংশ নিয়েছে।' বিরূপ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ দিনাজপুরে এদিন পুলিশ, দমকল, সিভিল ডিফেন্স, স্থানীয় প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও আপদ মিত্রদের যৌথ উদ্যোগে এই মহড়া হয়েছে।

বালুরঘাটে ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় চকভৃগু, খাসপুর, কালিকাপুর সহ বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শহরের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। দিনের পর দিন শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রশাসন প্রস্তুত থাকতে চাইছে।

রংদার

মিতব্যয়ী

মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের অভ্যাস মানব সভ্যতার আদিম কাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মিতব্যয়িতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসেবে দেখতেন। বুঝে খরচ কখনই কিপ্টেমি হতে পারে না বলে সংগীতশিল্পী ম্যাডোনা দাবি করেছেন। তবুও এটি কৃপণতারই আরেক রূপ বলেও অনেকে মনে করেন।

প্রচ্ছদ কাহিনী সেবন্তী ঘোষ, শুভ্রদীপ চৌধুরী ও মানিক সাহা
ছোটগল্প : শুভ্র মৈত্র
অণুগল্প : আরতি ধর ও ঋষিরাজ মোহন্ত
ট্রাভেল ব্লগ কুশল হেমব্রম
কবিতা শ্যামলী সেনগুপ্ত, মৌ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কান্ত রায়, সোমনাথ গুহ ও রুমি নাহা মজুমদার

শীতঘুম ভুলে লোকালয়ে সরীসৃপ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : শীতের আমেজ এসেছে, কিন্তু শীতঘুম নেই। অবাক করার মতো হলেও এটাই বাস্তব। ক্যালেন্ডার বলছে, গ্রীষ্ম পেরিয়ে শীতের মরশুম এসেছে রাজ্যে। কিন্তু এখনও দিনেরবেলা অজগর সহ নানা ধরনের সাপ এবং সরীসৃপ প্রাণী অহরহ বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে। যে সময় সরীসৃপদের শীতঘুমে থাকার কথা, তখন তাদের এমন অবাধ বিচরণে প্রশ্নের মুখে পড়ছে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র।

কয়েকদিন আগেই জলপাইগুড়ির তিস্তাসেতুর কাছে রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় ১২ ফুট লম্বা একটি অজগরকে উদ্ধার করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী অঙ্কুর দাস। সেসময় তিনি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে অজগরের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শীতের মরশুমে সরীসৃপদের লোকালয়ে চলে আসার ঘটনা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এর পিছনে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ব্যাপক। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীত শুরু হলেও দিনেরবেলা গরম থাকছে। তাই সরীসৃপদের স্বাভাবিক নিয়মে শীতঘুমে যেতে সমস্যা হচ্ছে। এদিকে বন দপ্তরের দাবি, শীতের দিনের অজগরের বেরিয়ে আসার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে রাজ্যজুড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে আসা অজগর, কিং কোবরা সহ অন্যান্য প্রজাতি মিলিয়ে প্রায় ৯ হাজার ৭৩০টি সাপ উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকালয় থেকেই মেলে ৫৫ শতাংশ। মাসখানেক আগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অঙ্কুর এর আগে শহরতলি এলাকা থেকে জীবিত অবস্থায় আরও একটি অজগরকে উদ্ধার করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে গরম বাড়তে থাকায় ডুয়ার্সের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশও আর সরীসৃপদের বসবাসযোগ্য থাকছে না বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও মেটেলির একাধিক লোকালয় ও চা বাগান থেকে চারটি কিং কোবরা পাওয়া গিয়েছিল। গত বছর ১৭ মে নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে একটি ১৪ ফুটের অজগর উদ্ধার করেছিলেন খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা।

এখনও জাঁকিয়ে শীত পড়েনি। দিনেরবেলা গরম আর দুপুর গড়ালেই তাপমাত্রা নামছে। কোনওদিন রাতে ঠান্ডা পড়ছে, আবার কোনওদিন তেমনভাবে শীত উপভোগ করা যাচ্ছে না। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশও দিন-দিন কমে আসছে। সরীসৃপদের ওপর যার প্রভাব পড়ছে। তাই অজগর বা পাইথন, কিং কোবরার মতো প্রাণীরা শীতের মরশুমেও লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে বলে জানান জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত। পরিবেশকর্মী অনির্বাণ মজুমদারেরও একই মত। তাঁর কথায়, 'আমার ধারণা, দিনে গরমের কারণেই সরীসৃপরা নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। এই জাতীয় প্রাণীরা এমনিতেই ঠান্ডা, ভেজা, স্যাঁতসেঁতে জায়গা পছন্দ করে। তাই তেমন জায়গার খোঁজেই প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসতে পারে।'

পাশাপাশি নীচু এলাকার শুষ্ক জঙ্গলে গাছের পাতা বা আগাছায় আগুন লাগানো হলেও সরীসৃপরা নিজের বাসস্থান ছেড়ে বাইরে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এনিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের সদস্য ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডুর মতে, 'যেভাবে সরীসৃপদের স্বাভাবিক বাসস্থানে মানুষ নির্মাণকাজ শুরু করেছে, তাতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার পাশাপাশি নগরায়ণের জন্যও তাদের ক্ষতি হবে।' অন্যদিকে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, গরুমারা ও চাপড়ামারির মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সরীসৃপদের বসবাসের জায়গার কোনও অভাব নেই। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ রয়েছে। জঙ্গলের ভিতর পর্যাপ্ত জলাশয়ও রয়েছে। যদিও অনেক সময় জঙ্গলের লাগোয়া এলাকা থেকে সরীসৃপরা লোকালয়ে হাঁস, মুরগি শিকারের জন্য বেরিয়ে আসে।

তিস্তাসেতু লাগোয়া রাস্তা থেকে মৃত অজগর উদ্ধার করছেন অঙ্কুর দাস।

> যেভাবে সরীসৃপদের স্বাভাবিক বাসস্থানে মানুষ নির্মাণকাজ শুরু করেছে, তাতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার পাশাপাশি নগরায়ণের জন্যও তাদের ক্ষতি হবে।
>
> **জয়দীপ কুণ্ডু**
> বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ

পঞ্চায়েত ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

ডোমকল, ৫ ডিসেম্বর : কারও নাম জব কার্ডের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, কারও আবার টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। এমন অভিযোগে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার অন্তর্গত রানিনগরের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের নাম জব কার্ডের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেকে আবার কেওয়াইসি-র জন্য নথি জমা দিতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের জব কার্ডের তালিকায় নাম নেই। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু শেখ বলেন, 'শুধু জব কার্ডের তালিকা থেকে নয়, কাজের বিনিময়ে টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জিনিস কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

অভিযোগকে অস্বীকার করে কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাপি মণ্ডল বলেন, 'কারও নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। বিরোধীরা গ্রামবাসীকে ভুল বোঝাচ্ছে। এভাবে তারা পঞ্চায়েতের কাজে ব্যাঘাত তৈরি করছে।'

স্ত্রীর প্রেমিককে পুলিশের হাতে

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে জানতে পেরে শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্বামী। রায়গঞ্জের একটি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মহিলার স্বামী বলেন, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে এক বছর আগে থেকে ওই ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি হয়। এই নিয়ে আগেও গণ্ডগোল হয়। স্ত্রীর মোবাইলের সিম পরিবর্তন করে দিই। কিন্তু গোপনে সম্পর্ক ছিল। এদিন সন্ধ্যায় জানতে পারি, লোকটি আমার বাড়িতে সকালে খাবার দিয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় টিফিন বক্স নিতে এলেই হাতেনাতে ধরে ফেলি।' ঘটনার পর পুলিশ এসে মহিলা সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বলেন, 'আমি কেটারিংয়ের জন্য এসেছিলাম। কিন্তু মহিলার স্বামী আমাকে সন্দেহ করে মারধর করেন। আমার ওই মহিলার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

নবান্ন উৎসব

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : নবান্ন উপলক্ষ্যে শুক্রবার বুনিয়াদপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আম্বই হরিতলায় যাত্রাগানের আসর বসে। এলাকার দুর্গা মন্দিরের সামনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার এলাকার প্রতিটি বাড়িতে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

চোর বটে, কিন্তু রুটিন মেনে

কানাডার হ্যামিল্টনে এক চোর যা করেছে, তাতে যাত্রীরা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারেনি! এক ড্রাইভার বাসটা চালু রেখে একটু দূরে গিয়েছিলেন, আর সেই ফাঁকে এক লোক বাসে উঠে সোজা চালকের আসনে! কিন্তু পালানোর বদলে, সে দিব্যি বাসের রুট ধরে চালাতে শুরু করল! শুধু তাই নয়, প্রতিটা স্টপে সে নিয়ম করে থামছে, দরজা খুলছে, যাত্রীদের তুলছে, এমনকি টিকিট চেক করে একজন মেয়াদ উত্তীর্ণ পাশধারীকে ভাড়ার বাক্সে টাকা দিতেও বলেছিল! যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে দেখছে- এই লোকটা চুরি করে পালানোর বদলে কেমন 'ডিউটি' পালন করছে! বাসের রুটিন চোরকে দিয়েও মানানো যায়, এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে দিল।

দ্বীপে বাড়ি? সঙ্গে টাকা ফ্রি

আয়ারল্যান্ডের সরকার এক দারুণ লোভনীয় অফার নিয়ে এসেছে - যাঁরা দেশের দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে গিয়ে থাকবেন, তাঁরা বাড়ি কেনা বা মেরামতের জন্য ৮৪,০০০ ইউরো পর্যন্ত অনুদান পাবেন! অর্থাৎ, থাকার জায়গা এবং টাকা, দুটোই ফ্রি! তবে শর্ত একটাই- আপনাকে পরিত্যক্ত বা খালি বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করতে হবে। কারণটা সোজা- এই দ্বীপগুলো জনশূন্য হতে চলেছে, তাই নতুন বাসিন্দা টেনে সেখানকার জীবনযাত্রা চাঙ্গা করতে চাইছে সরকার। এই টাকাটা কেবল ক্যাশ নয়, এটা আপনার স্বপ্নের বাড়িটাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা সুযোগ। প্রকৃতির মাঝে শান্তির খোঁজে যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো 'ডিল' আর কী হতে পারে!

১৪ বছরের রাজত্ব শেষ, আইফোনই বস

১৪ বছর ধরে স্মার্টফোন বাজারের 'বস' ছিল স্যামসাং, কিন্তু সেই সিংহাসন এবার নড়তে চলেছে! টেক-বাজারের খবর, ২০২৫ সালে অ্যাপল অবশেষে স্যামসাংকে পিছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হতে চলেছে। বিশেষ করে আইফোন ১৭ সিরিজের অবিশ্বাস্য বিক্রি অ্যাপলকে এই সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছে। একসময় কম দামে নানা মডেল এনে স্যামসাং বাজারের দখল রেখেছিল, কিন্তু এখন চিনা নির্মাতারা সস্তায় দারুণ ফোন এনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করেছে। ফলে স্যামসাংয়ের বাজার বাড়ছে ধীরগতিতে, আর অ্যাপলের গ্রাফ লাফিয়ে উপরে উঠছে। বাজারের এই খেলাটা সত্যিই দেখার মতো। পুরোনো সম্রাট বিদায় নিচ্ছে, আর নতুন মহারাজা তৈরি!

সবজির বাস, বুড়োদের হাসিখুশি নিবাস

ডেনমার্ক সরকার এক দারুণ মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে - তারা পুরোনো বাসগুলোকে বানিয়ে ফেলেছে চলন্ত মুদিখানা বা 'সবজি বাস'! যাঁরা বয়স্ক বা গ্রামের দিকে থাকেন, সুপার মার্কেট যেতে কষ্ট হয়, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা। বাসগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে ভেতরে হুইলচেয়ার নিয়েও ঢোকা যায়। ভেতরে ফ্রিজ, তাক- সবই আছে, তাতে তাজা ফল, সবজি ও পাউরুটি সাজানো। এই বাসগুলো নির্দিষ্ট রুট মেনে চলে। মজার ব্যাপার হল, গরম বা শীতেও আরামের ব্যবস্থা আছে। এটা শুধু বাজার করার সুবিধা দেয় না, বরং একাকিত্বে ভোগা বয়স্ক মানুষজন এই অজুহাতে একসঙ্গে দেখা করে গল্প করার সুযোগ পায়।

লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনে ব্রাত্য বসু। শুক্রবার রায়গঞ্জে।

'দুর্গাপুজো' রায়গঞ্জে

প্রথম পাতার পর

এদিন বিকেল সাড়ে চারটায় মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ, কবি সুবোধ সরকার, নলিনী বেড়া, রাজবংশী ভাষা আকাদেমির সভাপতি হরিহর দাস সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। উদ্বোধনের পর মঞ্চে ব্রাত্য নিজের সম্পাদিত কুলদারঞ্জন রায় রচনা সমগ্র উদ্বোধন করেন। উত্তর দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরকাড়া উৎকর্ষের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে একসময় বড় বড় সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মী উঠে এসেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীতেও উত্তরবঙ্গ থেকে বড় মানের সাহিত্যিক ও কবিদের উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিন মেলা চত্বরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ব্রাত্য। সেখানে পুরোনো শিল্প-সংস্কৃতির ছবি জায়গা পেয়েছে। সেই সমস্ত ছবি থেকে শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে দর্শকরা জানতে পারবেন বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিকরা। মেলায় উপস্থিত ইংরেজি লিটল ম্যাগাজিন ইন্ডোলজি-র সম্পাদক বিনয় লাহা বলেন, 'রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সাহিত্যপ্রেমীরা স্টলে এসে সব ধরনের বই দেখতে পাবেন।'

তবে শুধু কবি-সাহিত্যিকরাই নন, মেলার আয়োজনে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষও। নিলয় দত্ত নামে শহরের এক শিল্পীর কথায়, 'ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার ভীষণ আকর্ষণ। ছোটগল্প, সব ধরনের উপন্যাস পড়ি। এবার রায়গঞ্জে এমন মেলা আয়োজিত হয়েছে দেখে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। আমার মতো অনেক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ এই মেলায় এসে খুশি হবেন।'

মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ফিরলেন সোনালি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : মালদা জেলার ইংরেজবাজারের মহদিপুরের সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়া হল নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে। বীরভূমের সেই বধূর সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হল তাঁর ছয় বছরের পুত্রসন্তান সাবির শেখকে। দুই দেশের মধ্যে এই হস্তান্তর ঘিরে সীমান্তে ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি ছিল। খবর পেয়ে সীমান্তে যান মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

তবে শুধু সোনালি ও তাঁর সন্তানকে ফিরতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল নেতারা। সীমান্তে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। জেলা পরিষদের সভাধিপতির মন্তব্য, 'দিল্লিতে কর্মরত থাকাকালীন শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়েছিল। আজ সীমান্তে ছ'জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কিন্তু গেট থেকে ছাড়া হয়েছে শুধু সোনালি খাতুন ও তাঁর সন্তানকে। বাকি চারজনকে ছাড়া হল না কেন?' লিপিকার দাবি, 'গেটে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছেন। তাই বাকি চারজন কবে দেশে ফিরবেন জানি না।'

সীমান্তে সোনালি খাতুন।

বিএসএফ জওয়ানরা সোনালির সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কথা বলতে দেননি। তবে মহদিপুরে উপস্থিত বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা মফিজুল শেখ দাবি করেন, 'ছ'মাসের বেশি সময় ধরে ওরা বাংলাদেশে ছিল। এর মধ্যে তিন মাস ১২ দিন জেলে ছিল। গত ১ ডিসেম্বর ওরা পড়শি দেশের আদালত থেকে জামিন পায়। এক সহৃদয় বাংলাদেশি নিজের জিম্মায় তাদের জামিন করিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেই সোনালি, তার স্বামী দানিশ, তার আট বছরের ছেলে, সুইটি আর তার দুই ছেলে এই ক'দিন ছিল।'

সূত্রের খবর, সোনালির শরীরে রক্ত কমে গিয়েছে। যে কোনও সময় তাঁর প্রসব হতে পারে। এদিন শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে চিকিৎসা করানোর পর গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মফিজুল শেখ।

লক আপে নির্যাতন

প্রথম পাতার পর

এদিকে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে জিয়াউল হক বলেন, 'তিনদিন আগে আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। বুট পরে পুলিশ আমাকে মারধর করতে শুরু করে। লাঠি দিয়েও প্রচুর মারধর করেছে। আমার জানুতে সুচ ফুটিয়ে দিয়েছে। আমাকে বারবার বলছি আমি নাকি খুন করেছি। আমি পুলিশকে বলছি আমি খুন করিনি স্যর। আমার বাড়িতে নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের কসম করে বলছি। আমি খুন করিনি। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। এভাবেই সংসার চলে। আমি কোনওদিন কোনও খারাপ কাজও করিনি। তার পরেও পুলিশ আমাকে মারধর চালিয়ে গিয়েছে। আমি জল খেতে চাইলে পুলিশ বলছে, প্রস্রাব খাওয়াবে। আমি কাতরাতে শুরু করি কিন্তু ওষুধ দেওয়া হয়নি।'

এদিন সন্ধ্যার পরে কালিয়াচক-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখের নেতৃত্বে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক কালিয়াচক থানার সামনে হাজির হন। থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তৃণমূলের নেতাদের অভিযোগ, খুনের প্রকৃত আসামিকে খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ। তাই সাধারণ নিরীহ মানুষকে তুলে এনে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দলের ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের বক্তব্য, 'আমরা থানার আইসির সঙ্গে কথা বলেছি। আইসি আমাদের বলেছেন বিষয়টি তিনি জানেন না। খোঁজ নিচ্ছেন।'

গত ২৬ নভেম্বর রাত ৮টা নাগাদ আজাহার মোমিন নামে এক বৃদ্ধ পাঁপড় বিক্রেতাকে মাথায় পরপর তিনটি গুলি করে দুষ্কৃতীরা। জালালপুরের নিচেরকান্দি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ওই জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে স্থানীয় সুজাপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। সেখানেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। এই খুনের ঘটনার এখনও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

কুশমণ্ডিতে দুর্ঘটনায় মৃত এক

কুশমণ্ডি, ৫ ডিসেম্বর : বিয়ে করতে যাওয়ার পথে বিপত্তি। গঙ্গারামপুর থেকে রায়গঞ্জ যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বরের গাড়ি। সামনের চাকা ফেটে গিয়ে গাড়িটি প্রায় চারবার উলটে যায়। এর জেরে পিষে যায় একটি টোটো। টোটোচালক প্রকাশ দত্ত (২৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর বাড়ি কুশমণ্ডির চামার কালীপাড়ায়। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ কুশমণ্ডি-কালিয়াগঞ্জ ১০ নম্বর রাজ্য সড়কের কুশমণ্ডি পেট্রোল পাম্পের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কুশমণ্ডি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। সামান্য আহত অবস্থায় বর বিবাহ বাসরে পৌঁছাতে পেরেছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে বর বা বরযাত্রীদের কারও পরিচয় জানা যায়নি। তাঁরা সকলেই গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।

ভোটারদের বাড়িতে

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের রোল অবজার্ভার অশ্বিনীকুমার যাদব হেমতাবাদ ব্লক পরিদর্শন করেন। সেখানে বেশ কিছু ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখেন।

এদিন কর্ণজোড়ায় জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়। সেখানে অশ্বিনীকুমার যাদব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা সহ সকল অতিরিক্ত জেলা শাসক ও বিডিও-রা। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সংক্রান্ত কারও কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের কাছে পর্যবেক্ষক জানতে চান। রাজনৈতিক দলগুলির থেকে সমস্যার কথা শুনে সেই বিষয়গুলি দেখতে জেলা শাসককে নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তিলকতীর্থ ভৌমিক বলেন, 'চোপড়া এলাকায় আমাদের দলের বিএলএ-দের কাজ করতে দেওয়া হয়নি। সেই বিষয়ে জানিয়েছি।'

গোয়ালপোখর ও পাঞ্জিপাড়ার বুথ সংক্রান্ত কিছু সমস্যাও তুলে ধরা হয়েছে এবং তা সমাধানের আশ্বাস মিলেছে। এদিন বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পাল বলেছেন, 'এসআইআর ইস্যুতে বেশ কিছু বৈঠক করা হয়েছে। আজ নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক আমাদের থেকে সমস্যার বিষয়ে শুনলেন। খসড়া ইলেক্টোরাল রোল প্রকাশিত হলেই বোঝা যাবে এসআইআর-এর সার্থকতা।'

জিপিএফ তছরুপে সাত বছরের কারাদণ্ড

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : আদালতকর্মীদের জিপিএফ-এর চার লক্ষ টাকা তছরুপের মামলায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হল বালুরঘাট আদালতের অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৌভিক মজুমদারের। শুক্রবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বালুরঘাট জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট কোর্ট) সন্তোষকুমার পাঠক।

বৃহস্পতিবার এই মামলায় সৌভিক মজুমদার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এদিন বিচারক তাঁর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি চার লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই জরিমানা আদায় হলে যে আদালতকর্মীদের জিপিএফ-এর টাকা তছরুপ করা হয়েছিল, তাঁদের এই টাকা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এদিন বিকেলে বালুরঘাটে সাংবাদিকদের এমনটাই জানিয়েছেন বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী।

২০২২ সালের ৩ মার্চ জেলা ও দায়রা বিচারকের নির্দেশে বালুরঘাট আদালতের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র রায় বালুরঘাট থানায় একটি মামলা রুজু করেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা করে তদন্ত শুরু করে। বালুরঘাট আদালতের তিনজন কর্মীর গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে চার লক্ষ টাকা তছরুপ করা হয়েছে। ওই কর্মীদের নামের পাশে তার মোবাইল নম্বর দিয়ে, অন্য দুটি অ্যাকাউন্টে ওই টাকাগুলো নেওয়ার অভিযোগ ছিল সৌভিকের বিরুদ্ধে। এতদিন বালুরঘাট আদালতে ওই মামলায় শুনানি চলছিল। এদিন সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

পুড়ল পুলকার, রক্ষা চার পড়ুয়ার

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৫ ডিসেম্বর : রোজকার মতোই শুক্রবার স্কুল ছুটির পর পুলকারে চেপে খুনশুটি করতে করতে ফিরছিল ওরা। বাকি পড়ুয়ারা নেমে গিয়েছে আগেই। বাকি মাত্র চারজন। আর কিছুক্ষণ পর একে একে নেমে যাবে সকলে। বাড়ির লোকজনও পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন তখন। এরই মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুই বুঝতে পারেনি ওরা। দরজা খুলে কোলে তুলে দূরে দাঁড় করিয়ে দিলেন 'ড্রাইভারকাকু'। তার খানিকক্ষণের মধ্যেই চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল পুলকারটি। ভয়ে একজন আরেকজনের হাত চেপে ধরল।

তারপর অনেক ঘটনাই ঘটেছে। পুলিশ এসেছে। আগুন নিভিয়েছে। ভিড় জমেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে আপনজনেরা এসে জাপটে ধরেছেন। তবুও যেন সেই মুহূর্তের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটকাপাড়ার ভুটিয়াবস্তির তিন খুদে। চতুর্থজনের বাড়ি একই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পাটকাপাড়ায়। দুপুরে যখন বাড়িতে ঢুকছিল ওরা, সেসময় খুদেদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল।

ঘটনাটি উত্তর পাটকাপাড়ার নিমতি-পাটকাপাড়া সড়কে দুপুর একটা নাগাদ। কারও কোনওরকম ক্ষতি না হলেও পড়ুয়াদের পুলকারে এভাবে আগুন ধরে যাওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন অন্য অভিভাবকরা।

এদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জের ওই বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান পবনকুমার সিং ঝা বললেন, 'অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুনে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। ওটা আমাদের স্কুলের গাড়ি নয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কয়েকজন ছাত্র তাতে করে যাতায়াত করে।'

পবনের প্রতিক্রিয়া শুনে হতবাক অভিভাবকরাও। এদিন ওই গাড়িতে থাকা এক পড়ুয়ার বাবা রাজেন ছেত্রীর কথায়, 'আমরা তো জানতাম, গাড়িটা স্কুলের। রোজ এসে বাচ্চাদের নিয়ে যেত। আবার ছুটির পর দিয়ে যেত। বাচ্চারা সুস্থ আছে, এটাই সৌভাগ্য। বড় বিপদ হলে দায় কে নিত?'

অপর এক অভিভাবকের দাবি, তিনি এবং বাকি সবাই প্রতি মাসে এই গাড়িটির ভাড়া বাবদ টাকা স্কুলে জমা দিয়ে আসেন। বদলে নাকি রসিদও দেওয়া হয়। অভিযোগ, এখন দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এদিন প্রথমে গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। গাড়িচালক সেটা টের পাওয়ামাত্র পড়ুয়াদের গাড়ি থেকে বের করে নেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তবে গাড়িটিকে রক্ষা করা যায়নি। ঘটনাস্থলে আলিপুরদুয়ার থানা ও নিমতি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা পৌঁছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তারপর দমদল এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষতিগ্রস্ত পুলকারটি বর্তমানে নিমতি ফাঁড়িতে রয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পুলকার। শুক্রবার পাটকাপাড়ায়। - সংবাদচিত্র

মাঝপথে বিপদ

- স্কুল থেকে ফিরছিল চার পড়ুয়া, মাঝপথে গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে
- চালক বাচ্চাদের নামানোর পরই আগুনে পুড়ে যায় সেটি
- পুলকারটি মালিকানা নিয়ে শুরু হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের দ্বন্দ্ব

হাত ছেড়ো না বন্ধু...

প্রথম পাতার পর

যা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মোদি-পুতিন আলোচনার পর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে মোট ২৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলি মূলগতভাবে সামরিক প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারি বৃদ্ধিকে নজরে রেখে করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি পুরোনো প্রতিরক্ষা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও ভারতে যৌথ সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারতে অত্যাধুনিক এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। পারমাণবিক শক্তি এবং কয়লা উত্তোলনে দু'দেশ যৌথ বিনিয়োগে রাজি হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে উভয়পক্ষ একটি নতুন 'ইন্টার-গভর্নমেন্টাল কমিশন ফর ট্রেড অ্যান্ড ইকনমিক কোঅপারেশন' গঠনে সম্মত হয়েছে। গোটা ঘটনাপ্রবাহ ভারত-রাশিয়ার তরফে আমেরিকা তথা পশ্চিমী বিশ্বকে বার্তা বলেই কূটনৈতিক মহল মনে করছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণার পর যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত-রাশিয়ার দীর্ঘ এবং বিশ্বস্ত সম্পর্কের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'এই সম্পর্ক শুধু ইতিহাস নির্ভর নয়, বরং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপরিহার্য।' অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সঙ্গে রাশিয়ার প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে যুক্ত করার ওপর জোর দেন। দু'দেশের বাণিজ্যের ৯৬ শতাংশই যে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে টাকা এবং রুবলে হয়েছে, সেকথাও পুতিন মনে করিয়ে দিয়েছেন।

২০৩০ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা কর্মসূচিতে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু সামরিক সরঞ্জাম কেনাবেচার বদলে ভারতে সামরিক গবেষণা এবং যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করা রয়েছে। এছাড়া বিষয়গুলি হল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কুডানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং রাশিয়ার সহায়তায় আরও নতুন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা, চেন্নাই বন্দর এবং রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক বন্দরের মধ্যে সমুদ্রপথে সংযোগ (চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তক মেরিটাইম করিডর) এবং দু'দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির প্রসার ঘটানো।

এদিন সকালে পুতিনকে সঙ্গে নিয়ে মোদি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে দুই নেতা রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান।

ইতিহাসের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা

আজও ভারতের ভরসা রোকো

২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর বার্বাডোজে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

ভাইজ্যাগ, ৫ ডিসেম্বর : টস নিয়ে টেনশন। শিশির নিয়ে আতঙ্ক!

অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। অস্তিত্বের সংকটে বললেও ভুল হবে না খুব একটা।

‘ঘরের মাঠে বাঘ’ অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই তকমা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজ সেই তকমা ধরে টানাটানি শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, জোড়া টেস্টে হারের পর এবার একদিনের সিরিজেও গেল গেল রব উঠেছে। রাঁচিতে কোনওরকমে জয় এসেছিল। রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা টেস্টের পর একদিনের সিরিজও জিততে এসেছে ভারত সফরে। সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ৩৫০ বা তার বেশি রানও নিরাপদ নয় একদিনের সিরিজে।

শনিবার ভাইজ্যাগের মাঠে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের ফল কী হবে? আপাতত এই প্রশ্নে ‘ঘেঁটে ঘ’ ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। বিরাট কোহলি সিরিজের দুটি একদিনের ম্যাচেও শতরান করেছেন। কিন্তু তারপরও জোড়া ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতা হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। বরং বিরাট শতরান করলেই ভারত ম্যাচ জিতে নেবে অনায়াসে, এমন ধারণাকেও ধাক্কা দিয়েছেন টেম্বা বাভুমারা। এমন অবস্থায় আগামীকাল সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ভরসা বলতে সেই রোকো জুটি। কোহলি জোড়া শতরান করলেও রোহিতের ব্যাটে এখনও বড় রান নেই। যদিও পরিসংখ্যান টিম ইন্ডিয়ার জন্য স্বস্তির। কারণ, ভাইজ্যাগের মাঠ বিরাটের জন্য ‘পয়া’। ভাইজ্যাগের মাঠে একদিনের ক্রিকেটে বিরাটের চারটি শতরান রয়েছে। টেস্টে রয়েছে একটি।

আগামীকাল কি কোহলির শতরানের সংখ্যা বাড়বে? চলছে চর্চা।

তার মধ্যেই আজ আরও একটি পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ১৯৮৬-’৮৭ সালে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষবার টেস্ট ও একদিনের সিরিজে হেরেছিল ভারত। ৩৯ বছর আগের সেই ইতিহাস ভেঙে নয়া নজির গড়ার হাতছানির সামনে বাভুমারা। আগামীকাল শেষ একদিনের ম্যাচের আগে নান্দ্রে বার্গার ও টনি ডি জর্জির হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট চাপে ফেলে দিয়েছে বাভুমাদেরও। তাঁদের ফিট করে খেলানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে খবর। যদিও সম্ভাবনা কম। বার্গারদের পরিবর্ত কে বা কারা হন, সেদিকে নজর থাকবে আগামীকাল।

হিসেব কষা ব্যাটিংয়ে মিডল অর্ডারে ভারতের চাপ বাড়াচ্ছেন ম্যাথু ব্রিৎজকে।

ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, ‘শেষ ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছে পুরো দল।’ প্রোটিয়াদের মিডল অর্ডার ব্যাটার ম্যাথু ব্রিৎজের গলায়ও আজ শোনা গিয়েছে সিরিজ জয়ের হুংকার। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘দল হিসেবে আমরা তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য। আমাদের দলের যা ভারসাম্য ও গভীরতা তারপর ভারতের মাটিতে ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের ভাবনায় ভুল নেই।’

দুই দলেরই সিরিজ জয়ের মঞ্চে রয়েছে রোকো জুটিকে নিয়েও চর্চাও। বিরাটের সঙ্গে রায়পুর ওডিআইয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও শতরান করেছিলেন। কিন্তু দল জেতেনি। লোকেশ রাহুল দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে হারের পর দলের বোলারদের কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। সঙ্গে ভিলেন হিসেবে হাজির হয়েছিল ফিল্ডিং। ভারতীয় দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, সন্ধ্যার শিশিরে ফিল্ডিং করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কিছুতেই মেটানো যাচ্ছে না। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেনও শিশির সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন আজ। সঙ্গে রয়েছে ভারত অধিনায়কের টস হারের দুর্দান্ত রেকর্ডও। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, আগামীকাল ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে কোনও বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। দলে পরিবর্তন না হলেও রোকোরা কি পারবেন তাঁদের সতীর্থদের থেকে সেরাটা বার করে এনে একদিনের সিরিজ জিততে?

প্রশ্নের জবাবের জন্য আগামীকাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তার আগে ভাইজ্যাগের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজের পাশে সন্ধ্যার শিশির ভারতীয় দলের টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যেই চলছে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের পাশে কোহলির শতরানের হ্যাটট্রিকের জল্পনাও।

প্রশ্ন একটাই, কোহলি যদি আগামীকাল ফের শতরান করেন, দলের রান ৩৫০-এর উপর পৌঁছে দেন, পরে অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, কুলদীপ যাদবরা সেই রান ধরে রাখতে পারবেন তো?

‘দুইজনের জন্য স্পেশাল ছিল’

বিরাটকে নিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের স্মৃতিরোমন্থন রোহিতের

ভাইজ্যাগ, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন একসঙ্গে। জুটিতে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পূরণ ২০২৪। রক্তচাপ বাড়ানো ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে উৎসবে মেতেছিল গোটা দেশ। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আবেগঘন উচ্ছ্বাস। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা, বারবার একফ্রেমে ধরা দেওয়া থেকে ডান্ডিয়া খেলা-ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় দৃশ্য।

মাঝে লম্বা সময় অতিক্রান্ত। যদিও বার্বাডোজ স্টেডিয়ামের খেতাবি যুদ্ধের সেই রাতের কথা ভাবলে এখনও উত্তেজনা অনুভব করেন রোহিত। অনুভব করেন জয়ের পর বিরাটের আবেগভরা আলিঙ্গন। ভাইজ্যাগে ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচের আগে আইসিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই আবেগ সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন হিটম্যান।

বছর ঘুরলে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ। কুড়িকুড়ি থেকে অবসর নিলেও অন্য ভূমিকায় রোহিত (বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর)। আপাতত ওডিআই সিরিজের চ্যালেঞ্জ। তার মাঝেই রোহিত বলেছেন, ‘আমাদের দুইজনের ওপরই প্রত্যাশার চাপ ছিল। সবার দাবি ছিল বিশ্বকাপ জয়। দলের বাকিরাও জয়ের জন্য মরিয়া ছিল। সিনিয়ার শব্দ ব্যবহার অপছন্দ হলেও বাস্তব হল, দলের সবচেয়ে ‘সিনিয়ার’ সদস্য ছিলাম আমরাই। ফলে প্রত্যাশাও বেশি। লক্ষ্যপূরণের পর আবেগ তাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি আমরা।’

> দীর্ঘদিন ধরে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছি। শুধু আইপিএলে এক টিমে খেলার সুযোগ হয়নি। বিরাট যখন ভারতীয় দলে প্রথমবার আসে, দলে আমার সবে এক বছর হয়েছে। ২০২৪ বিশ্বকাপের আগে দুইজনকেই অনেক হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জানতাম এটাই শেষ বিশ্বকাপ। -রোহিত শর্মা

বিরাট আর রোহিত প্রায় সমসাময়িক। হিটম্যান বলেছেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছি। শুধু আইপিএলে এক টিমে খেলার সুযোগ হয়নি। বিরাট যখন ভারতীয় দলে প্রথমবার আসে, দলে আমার সবে এক বছর হয়েছে। ২০২৪ বিশ্বকাপের আগে দুইজনকেই অনেক হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জানতাম এটাই শেষ বিশ্বকাপ। তাই এই সাফল্য বিশেষ ছিল আমাদের জন্য।’ শেষ টি২০ বিশ্বকাপের জেতার সুযোগ তাই কোনওভাবে হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না রোহিত-বিরাটরা। মরিয়া তাগিদের ফল-দক্ষিণ আফ্রিকার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফাইনালে অবিশ্বাস্য জয়। ২০০৭ সালের পর বারবার টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার আক্ষেপ মুছে সেরার শিরোপা। আর সেই স্মরণীয় মুহূর্তে আবেগের প্রতিফলন রোকোর আলিঙ্গনের দৃশ্যে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : ভাইজ্যাগ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

পুদুচেরি ম্যাচেও নেই শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : জোড়া জয় দিয়ে শুরু। মাঝে পাঞ্জাব ম্যাচে আচমকা ছন্দপতন। সেই ধাক্কা সামলে ফের জোড়া জয়।

হিমাচলপ্রদেশ ও সার্ভিসেসকে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলির এলিট গ্রুপ ‘সি’-র শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা। ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। কিন্তু এখনই থামলে চলবে না। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে। আসন্ন ম্যাচগুলিকে ফাইনাল ভেবে মাঠে নামতে হবে। সেই লক্ষ্যেই শনিবার পুদুচেরির বিরুদ্ধে খেলতে নামছে টিম বাংলা। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার দলে ছিলেন না অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। বৃহস্পতিবার কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন শাহবাজ। শুক্রবার শাহবাজের হায়দরাবাদ ফেরার কথা ছিল। কিন্তু দেশজুড়ে ইন্ডিগো বিমানের

সৈয়দ মুস্তাক আলি

অচলাবস্থার কারণে রাত পর্যন্ত হায়দরাবাদ ফেরা হয়নি তাঁর। ফলে আগামীকাল পুদুচেরির বিরুদ্ধেও নেই শাহবাজ। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘শাহবাজ বিমান বিভ্রাটে আটকে গিয়েছে। হায়দরাবাদ ও কবে ফিরতে পারবে, এখনও জানি না। কালকের ম্যাচে ওর খেলার সম্ভাবনা নেই। যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই চলতে হবে।’ গতকাল ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন মহম্মদ সামি। চার উইকেট নিয়ে স্বপ্নের বোলিং করে ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। এহেন সামি আগামীকাল সকালের ম্যাচে ফের বাংলার ভরসা হতে চলেছেন। বাংলার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, ‘আগামীকাল সকাল নয়টায় খেলা শুরু। তার আগে পিচ দেখে প্রথম একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব আমরা।’

আর্চার-রুটের নয়া নজির

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে চাপ বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড-৩৩৪
অস্ট্রেলিয়া-৩৭৬/৬
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর : প্রথম দিন সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

মিচেল স্টার্ক বনাম জো রুটের দ্বৈরথে ব্যাট-বলের জমাটি দ্বৈরথের সাক্ষী ছিল ব্রিসবেনের গাব্বা স্টেডিয়াম। দ্বিতীয় দিনেও লড়াই জারি। তবে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের দৌলতে দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া।

ইংল্যান্ডের ৩৩৪-এর জবাবে অজিরা ৬ উইকেটে ৩৭৬ রান তুলেছে। হাতে ৪ উইকেট, লিড ৪২। লিডটা শনিবার তৃতীয় দিনে যত বেশি হবে, চাপ বাড়বে ইংল্যান্ডের। দ্বিতীয় দিনে গাব্বা টেস্টের স্ক্রিপ্ট কিছুটা বদলে যাওয়ার নেপথ্যে অজি ব্যাটারদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং।

শুক্রবার ৭৩ ওভার ব্যাট করে ৩৭৬ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। ওভার পিছু ৫.১৭! শুরু থেকে শেষ, প্রতিপক্ষের যে পালটা মারের সামনে ব্রাইডন কার্স (১১৩/৩) ও অধিনায়ক বেন স্টোকস (৯৩/২) ছাড়া বাকি ইংরেজ বোলাররা কার্যত দর্শক। অন্তিম সেশনে তিন উইকেট এলেও অজিদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ব্রেক লাগানো যায়নি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা। গোটা পাঁচেক ক্যাচ ফেলেন তাঁরা।

ট্রাভিস হেডের (৪৩ বলে ৩৩) ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সূচনা করে দিয়ে যান। যে আগ্রাসন বজায় রাখেন অপর ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ড (৭২), মার্নাস লাবুশেন (৬৫), স্টিভেন স্মিথরা (৬১)। ফলে প্রথম সেশনে ইংল্যান্ডকে ৩৩৪ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২১ ওভার ব্যাট করে ১৩০/১ স্কোরে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া।

মাঝের সেশনে ইনিংসের গতি কিছু কমলেও আরও ৯৮ রান যোগ করেন স্মিথরা। দিনরাতের টেস্টে অন্তিম সেশনে একেবারে গিয়ার বদল। ফলস্বরূপ, ২২৮/৩ থেকে ৩৭৬/৬ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া। ক্যামেরন গ্রিন (৪৫), অ্যালেক্স ক্যারিরা (৪৬) বিন্দুমাত্র রেয়াত করেননি বোলারদের। ফলে কেউ তিন অঙ্কের রানে না পৌঁছোলেও দলের স্কোর চারশো ছুঁইছুঁই। ক্যারির সঙ্গে ক্রিজে আছেন মাইকেল নেসের (১৫)। এর আগে গতকালের ৩২৫/৯ স্কোর থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩৪-এ শেষ হয়। ৩৮ রানে ব্রেন্ডন ডগেটের শিকার হয়ে ফেরেন এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চার। ১৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন জো রুট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম শতরানের হাত ধরে শচীন তেন্ডুলকারের (১৫৯২১ রান) সঙ্গে ব্যবধান আরও কিছুটা কমিয়ে নিলেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা রুট (১৬০টি টেস্টে ১৩৬৮৯)।

নজির গড়েন আর্চারকে নিয়েও। দশম উইকেটে ৭০ রান যোগ করেন দুজনে। ১৯৫১ সালের পর অ্যাসেজ সফরে দশম উইকেটে এটাই ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের জুটি।

অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার নতুন ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ড।

চেনা জগতে অমিত

শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে অমিত দাম।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জ্বর-সংক্রমণ দুটোই নেই। তাই শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অমিত দামকে। এরপরই কিছুটা সময় বাড়িতে কাটিয়ে তিনি সাড়ে ৩টা নাগাদ শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে যান। সাড়ে চারদিন হাসপাতালে কাটিয়ে আসা ৭৫ বছরের অমিত চেনা মেজাজে ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলন দেখেন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ফিরিয়েছে বলে অ্যাকাডেমি সূত্রে জানা গিয়েছে।

সুন্দরকে নিয়ে অশ্বীনের কাঠগড়ায় গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ব্যাটিং অর্ডারে নমনীয়তা প্রয়োজন।

ম্যাচ পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য, স্বচ্ছ ভাবনা থাকা দরকার। নাহলে বুমেরাং। ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে ঠিক সেই কথাই গৌতম গম্ভীরদের মনে করিয়ে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের অভিযোগ, ভারতীয় দলে সুন্দরের ভূমিকাটা ঠিক কী, তা পরিষ্কার নয়।

দলের পাশাপাশি যার খেসারত দিচ্ছেন স্পিন-অলরাউন্ডার নিজেও। কখনও তিন নম্বরে তো কখনও সাত-আটে ব্যাটিং করতে নামছেন। বোলিং পরিকল্পনাতেও সুন্দরের ভূমিকা স্বচ্ছ নয়। ফল চলতি সিরিজে। দুই ম্যাচে নামের পাশে ১৩ ও ১। মাত্র সাত ওভার বল করে উইকেটহীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আরও বলেছেন, ‘ওয়াশিংটন সুন্দরকে যখন খেলাচ্ছো, তখন ওকে বোলার হিসেবে দেখা উচিত, যে ব্যাটও করতে পারে। পুরো ১০ ওভার বল দেওয়া হোক। তাহলে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ২-৩ ওভার বোলিং পেলে সুন্দর খেই হারাবে। নিজের ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হবে। দল, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত, ওকে যা পরিষ্কার করে দেওয়া।’

প্রথম দুই ওডিআই ম্যাচে ডেথ ওভার ব্যাটিং হতাশ করেছে। প্রত্যাশামাফিক ফিনিশ হয়নি। অশ্বীন যা তুলে ধরে বলেছেন, ‘দুই ম্যাচে ফিনিশ ঠিকঠাক হয়নি। হার্দিক পান্ডিয়া নেই। নীতীশকুমার রেড্ডির মতো পাওয়ার হিটারকে কেন খেলাল না, বোধগম্য নয়। জানি না, ফিনিশারের ভূমিকায় ওদের ভাবনায় ঋষভ পন্থ আছে কিনা। বাস্তব হল, ডেথ ওভারে যে ধাক্কা দেওয়া দরকার, তা দেখা যায়নি। বাড়তি স্পিন-অলরাউন্ডারের বদলে একজন পেস-অলরাউন্ডার খেলানোর কথা ভাবা যেতেই পারে।’

বিরাট ইনিংসে মুগ্ধ ফ্লাওয়ার

বিরাট কোহলি অবশ্য দুরন্ত ফর্মে। সিরিজের পারদ চড়িয়েছেন জোড়া সেঞ্চুরিতে। টিভিতে যে বিরাটকে দেখে উচ্ছ্বসিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। বলেছেন, ‘শেষ দুই ওডিআই ম্যাচ দেখা উপভোগ করেছি। পুরো ম্যাচ দেখার সময় বের করতে পারিনি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি, দুর্দান্ত লেগেছে। টানা ম্যাচের মধ্যে নেই। কম ম্যাচ খেলে। তারপরও যে দাপট, রানের খিদেটা দেখলাম, প্রশংসার দাবি রাখে।’

চাপে থাকা গৌতম গম্ভীরের পাশেও দাঁড়ালেন। ফ্লাওয়ারের কথায় খেলোয়াড় ও কোচ গম্ভীরের প্রতি বরাবরই তিনি শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় দলের হেডকোচের সঙ্গে লখনউ সুপার জায়েন্টসের থাকার সময় কাজ করা উপভোগ করেছেন। মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের ইতিবাচক মানসিকতা দলকে প্রভাবিত করেছিল।

ব্যাট হাতে ওয়াশিংটন সুন্দরের টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে গৌতম গম্ভীরের।

ভারতীয় দলের টেস্ট ব্যর্থতা নিয়ে যেভাবে কোচকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে তা উচিত নয় বলে মনে করেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি। ফ্লাওয়ার বলেছেন, ‘সব দোষ একজনের কাঁধে চাপানো সঠিক নয়। তাছাড়া ও কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না। তবে দায়িত্ব সবার, কারও একার নয়।’ বলার কথা, রবি শাস্ত্রী কয়েকদিন আগে তোপ দাগেন, গম্ভীরের উচিত ব্যর্থতার দায় নেওয়া। তিনি হলে সেটাই করতেন।

পয়েন্ট নষ্ট করে রেফারির সঙ্গে তর্কে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ইউনাইটেডের ড্র, বিরক্ত অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ ডিসেম্বর : শেষবেলায় গোল হজম। জয় হাতছাড়া। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

গত অক্টোবরে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে জয় ছন্দে ফেরার আভাস দিলেও তা স্থায়ী হয়নি। শেষ পাঁচ ম্যাচে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জয় একটা, তিনটে ড্র, একটা হার। গোল করলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারছে না রেড ডেভিলরা। ওয়েস্ট হ্যামের সঙ্গে ড্রয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বুঝিয়ে দিলেন, দলের নিয়মিত গোল হজমের অভ্যাসে তিনি বেশ বিরক্ত।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন দিয়েগো ডালোট। এরপরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ৮৩ মিনিটে মুহূর্তের ভুলে গোল হজম। ম্যাচটা জিততে পারলে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে উঠে আসত ইউনাইটেড। তবে, এই মুহূর্তে ১৪ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান ৮ নম্বরে। ম্যাচ শেষে বেশ বিরক্তির সুরেই অ্যামোরিম বলেছেন, ‘অনেক ম্যাচেই দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি আমরা। এক্ষেত্রে তা হয়নি। তবুও জিততে পারিনি আমরা। যেভাবে গোল হজম করেছি তা কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। এটা সত্যিই হতাশাজনক।’ দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সেও তিনি যে সন্তুষ্ট নন, বরং ক্ষুব্ধ, ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে তাও স্পষ্ট করে দেন অ্যামোরিম।

ড্র মোহনবাগানের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৮ এআইএফএফ যুব লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এই নিয়ে টানা দুটি ম্যাচ ড্র করল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। আপাতত গ্রুপ পর্বে ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে মোহনবাগান।

নভেম্বর সেরার দৌড়ে শেফালি

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : আইসিসি-র নভেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে ঢুকে পড়লেন শেফালি ভার্মা। তিনি ছাড়াও আইসিসি প্রকাশিত তালিকায় আছেন-সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এষা ওজা এবং থাইল্যান্ডের থিপাটচা পুত্থাওং। বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথমে ব্যাট হাতে ৭৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস। পরে বল হাতে তুলে নেন দুই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। শেফালির অলরাউন্ড পারফরমেন্সে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ভারত।

স্মৃতির ফাঁকা আঙুলে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : হতে পারত এক, পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক। ২৩ নভেম্বর সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার বিয়েটা হয়ে গেলে এখন দুইজনের হানিমুনের ছবিতে সামাজিকমাধ্যম ভরে থাকত। কিন্তু ২৩ নভেম্বর সকালে বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, যার জেরে বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়া, পরদিন পলাশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া-একটা দমকা হাওয়া এক নিমেষে স্মৃতির ব্যক্তিগত জীবনকে অনেকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। খানিকটা ‘ব্যাকফুটে’ চলে গিয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, স্মৃতি-পলাশের বিয়েটা আদৌ হবে তো? থমকে যাওয়া প্রেমের কাহিনী গতি পাবে তো?

বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেল মান্ধানাকে। বিখ্যাত টুথপেস্ট কোম্পানির সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন তিনি। যেখানে নেটিজেনদের নজর কেড়েছে, স্মৃতির ‘ফাঁকা অনামিকা’! বিষয়টি হল, ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মান্ধানার বাঁ হাতের অনামিকায় এনগেজমেন্ট রিং নেই। তবে ভিডিওটি পলাশ-মান্ধানার বাগদানের আগে শুট করা কি না, তা জানা যায়নি। যদিও নেটপাড়ায় নতুন জল্পনা, পলাশের সঙ্গে বিয়েটা কি বাতিলই করে দিলেন মান্ধানা। এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘কেন যেন মনে হচ্ছে মান্ধানা কষ্টে রয়েছে। ও হাসছে ঠিকই, কিন্তু ওর চোখ ও আওয়াজ বলে দিচ্ছে, মান্ধানা ভালো নেই। এমনকি এনগেজমেন্ট রিংও পরে আসেনি।’ মান্ধানার ব্যক্তিগত জীবন আগামীদিনে কোনদিকে যায়, এখন সেটাই দেখার।

টুথপেস্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ভিডিওয় স্মৃতি মান্ধানার আঙুলে দেখা গেল না এনগেজমেন্ট রিং।

সকার কাপ ফাইনালে মেসি-মুলার দ্বৈরথ

ফ্লোরিডা, ৫ ডিসেম্বর : আরও একবার লিওনেল মেসি-টমাস মুলার দ্বৈরথ।

শনিবার মেজর লিগ সকার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ইন্টার মায়ামি-ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপস এফসি। কাপ যুদ্ধের ম্যাচটাকে ‘পারফেক্ট ফাইনাল’ বলে বর্ণনা করেছেন ভ্যানকুভারের ফুটবলার, তথা জার্মান কিংবদন্তি মুলার।

এই ম্যাচকে সামনে রেখে জার্মান তারকা বলেছেন, ‘এটাই চেয়েছিলাম। দুর্দান্ত একটা ফাইনাল হতে চলেছে। এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আমি আর মেসি। সেটাই স্বাভাবিক। পুরোনো প্রতিপক্ষদের সঙ্গে দেখা হলে ভালোই লাগে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছি।’

এদিকে এমএলএস কাপ ফাইনালে মাঠে নামার আগে এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন মেসি। সেখানে পেপ গুয়ার্দিওলার কথা উঠতেই তাঁকে সেরা কোচের তকমা দিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসি বলেছেন, ‘অনেক অসাধারণ কোচ রয়েছেন। তবে পেপ অনন্য। ওঁর মধ্যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। তাই আমার চোখে সবার সেরা পেপ।’ ২০০৮ থেকে ২০১২ বার্সেলোনায় গুয়ার্দিওলাকে পেয়েছিলেন লিও। ওই সময়ের মধ্যে সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছিল কাতালান জায়েন্টরা। লিও বলেছেন, ‘ম্যাচের কৌশল ঠিক করা থেকে ফুটবলারদের সঙ্গে সম্পর্ক, সবেতেই সেরা পেপ।’

গুয়ার্দিওলার সম্পর্কে মেসির মূল্যায়ন, ‘বায়ার্নকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে না পারলেও জার্মানির ফুটবলের ধরনটাই বদলে দেন পেপ। একই কাজ করেছেন ইংল্যান্ডে। আসলে পেপ দায়িত্ব নিলে শুধু নিজের দলকে বদলান না। সঙ্গে সঙ্গে গোটা লিগে খেলার ধরনটাই বদলে যায়।’

মেজর সকার কাপ ফাইনালের প্রস্তুতিতে লিওনেল মেসি। শুক্রবার।

ফাইনালেও হামিদকে নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ইস্টবেঙ্গল-এফসি গোয়া, সুপার কাপ ফাইনালে দুই দল মিলিয়ে 'নেই'-এর তালিকাটা বেশ লম্বা।

সেমিফাইনালে লাল কার্ড দেখায় রবিবার ফাইনালে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। উলটোদিকে গোয়ার ইকার গুয়ারেটক্সেনা সেমিফাইনালে মাঠের নামার আগেই রেফারির উদ্দেশে অশালীন ইঙ্গিত করে লাল কার্ড দেখেন। এখানেই শেষ নয়, চোটের জেরে সন্দেশ ঝিংগান প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে। এদিকে ফাইনালে লাল-হলুদের মরক্কান স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

হামিদ আহদাদকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে।

শেষ মুহূর্তে চোট পাওয়ায় সেমিফাইনালের লড়াইয়ে মাঠে নামতে পারেননি হামিদ। ফাইনালে তাঁকে খেলানোর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্ট। হামিদকে খেলানো সম্ভব না হলে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের মতো হিরোশি ইবুসুকি ভরসা।

এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে বেশিরভাগ গোলই করছেন মাঝমাঠ, উইংয়ের ফুটবলাররা। কখনও ডিফেন্ডাররাও গোল করছেন। যদিও স্ট্রাইকারদের গোল না পাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। তিনি বলেছেন, 'সবাই গোল করছে। এর থেকেই প্রমাণিত আমাদের দলে যে কেউ গোল করার ক্ষমতা রাখে। এটা বাকি ফুটবলারদেরও উজ্জীবিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

উলটোদিকে এফসি গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল দলে কয়েকজন দারুণ ফুটবলার রয়েছে। তবে লাল কার্ড থাকায় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল কোচ ডাগআউটে থাকতে পারবে না। আর আমাদের ঘরের মাঠে খেলা। সেটা আমাদের সুবিধা।'

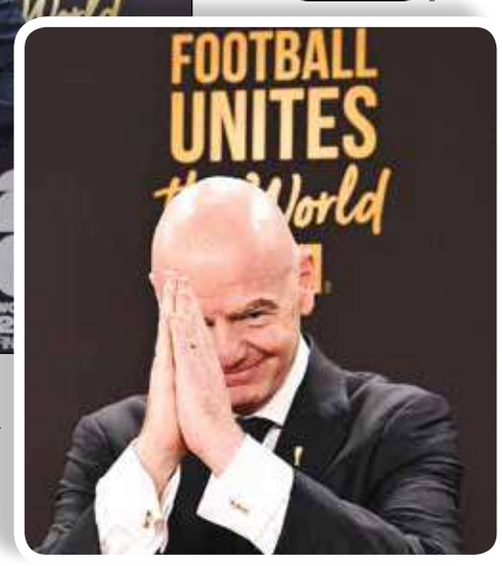

বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ড্রয়ের অনুষ্ঠানে রবার্তো কার্লোস ও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। ওয়াশিংটন ডিসি-র জন এফ কেনেডি সেন্টারে শুক্রবার।

নিজেদের সরিয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গল

লিগ করতে চেয়ে ক্লাব জোটের চিঠি এআইএফএফ-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে এবার দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠাল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বেশিরভাগ ক্লাব। শুধুমাত্র ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ সই করেনি এই চিঠিতে।

৮ ডিসেম্বর এআইএফএফের এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) শেষ হয়ে যাবে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (এফএসডিএল)। যাকে ক্লাব জোটের এই চিঠিতে 'কমার্সিয়াল ইমপসিবিলিটি' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার তিনদিন আগেই এই চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ১১ বছর ধরে এই ক্লাবগুলি ভারতীয় ফুটবলে অর্থ লগ্নি করেছে। যার বিনিময়ে তারা সেন্ট্রাল রেভেনিউ পেয়েছে এসেছে। যা থেকে বেতন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং খেলা চালানোর জন্য যেসব কার্যাবলি করতে হয়, সেসব করতে পেরেছে ক্লাবগুলি। কিন্তু এমআরএ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন যেমন লিগ পরিকাঠামো সমস্যায় পড়েছে তেমনি এই সব কাজও বাধার মুখে পড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের কাছে লেখা চিঠিতে ক্লাবকর্তাদের বক্তব্য, বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে যেন ক্রীড়া দপ্তর ও ফেডারেশন এই বিষয়টির সমাধান করতে উদ্যোগী হয়।

এই চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, চুক্তি শেষ হয়ে গেলে এবং লিগ শুরু না হলে স্থানীয় স্পনসরদেরও হারাবে ক্লাবগুলি। অথচ প্রতিদিন ক্লাব চালাতে যে টাকাটা তাদের প্রয়োজন। আইএসএল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এই বিষয়ে সরকার যেন তাদের সাহায্য করে, সেটা দেখার অনুরোধ করা হয়েছে এআইএফএফের কাছে। সংবিধানের ১.২১, ১.৫৪ ও ৬৩ নম্বর ধারার জন্য যে দরপত্র পেতে সমস্যা হচ্ছে সেই কথা লেখা হয়েছে এদিনের চিঠিতে। দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার কাজ সরকারের সাহায্যে এআইএফএফ শুরু করুক, এমন আবেদনই করা হয়। একথাও লেখা হয়েছে যে নতুনকরে দরপত্র চাওয়া হোক এবং সেটা যেন কোম্পানিগুলিকে আকৃষ্ট করতে পারে। লম্বা সময়ের জন্যই যেন সমাধানসূত্র বার করা হয়, সেই কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সবকিছুই যাতে এই মাসের মধ্যে শেষ করা যায়, চিঠিতে সেই অনুরোধ করেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

তবে নতুন করে দরপত্র ডাকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন চলছে, চলতে থাকার মধ্যেই এই মরশুমে স্বল্পমেয়াদী সমাধানসূত্রও জানিয়েছে ক্লাবগুলি। তাদের উদ্যোগেই এবার লিগ চলুক, যেভাবে পৃথিবীর অনেক দেশে চলে। যেখানে এআইএফএফ স্পনসর এবং সম্প্রচারকারী দিয়ে তাদের পাশে থাকবে। এখন দেখার তাদের এই উদ্যোগে ফেডারেশন শামিল হয় কি না। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতের কাছে ক্রীড়া দপ্তর বৈঠকের রিপোর্ট জমা দিতে চলেছে।

দুই বছর আগে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ এনে দেন কার্লোস কোয়াদ্রাত

ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের কাছে প্রত্যাশা আরও : কার্লোস

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে তাঁর আগমন। দীর্ঘ ১২ বছরের খরা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। সেই মুহূর্ত কার্লোস কোয়াদ্রাতের স্মৃতিতে অমলিন।

আরও একবার সেই সুপার কাপ ফাইনালে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সুদূর স্পেনে বসে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নিলেন কোয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গল নামটা শুনতেই তাঁর গলা আবেগে জুড়ে এল। বলেছেন, 'ফাইনালে খেলা সবসময়ই দুর্দান্ত অনুভূতি। শিরোপার এত কাছে, আশা করি ইস্টবেঙ্গল ট্রফি নিয়ে কলকাতায় ফিরবে। ক্লাবকে আমি আজও একইরকম ভালোবাসি।' তিনি আরও বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়, সেই সময়ের ভিডিও প্রায়ই দেখি। প্রতিটি লাল-হলুদ সমর্থক আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তখনই বুঝেছিলাম ট্রফি জয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

ইস্টবেঙ্গল তো বটেই, ভারতীয় ফুটবল তাঁর নখদর্পণে। এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখছেন? উত্তরে কোয়াদ্রাত বলেছেন, 'ভারতে ছয় বছরের বেশি সময় কাটিয়েছি। সবসময় ভারতীয় ফুটবলের দিকে নজর রাখি। ইস্টবেঙ্গলের এই দলটা প্রায় নতুন। আমার সময়ের শুধু প্রভসুখান সিং গিল, লালচুংনুঙ্গা, সাউল ক্রেসপো আর নাওরেম মহেশ সিং এখনও নিয়মিত খেলছে। তবে আমি মনে করি জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর বা সৌভিক চক্রবর্তীর আরও সময় পাওয়া উচিত।' কোয়াদ্রাত জানিয়েছেন, ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের কাছে প্রত্যাশা আরও বেশি। তাঁর কথায়, 'ম্যানেজমেন্ট নতুন বিদেশি এবং ব্যয়বহুল ফুটবলারদের এনেছে। তাই সবার প্রত্যাশা বেশি। ফুটবল এমনই! সবকিছু খুব দ্রুত বদলায়।' বোধহয় অভিমান থেকেই বললেন কথাটা।

ফাইনালের আগে ব্রুজোঁর ছেলেদের উদ্দেশে কোয়াদ্রাতের পরামর্শ, 'প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে শুরু থেকেই। আমরা ওড়িশায় ওদের সমর্থকদের সামনে ট্রফি জিতেছিলাম। গোয়ার দলে একাধিক বড় নাম রয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গল এবারও চ্যাম্পিয়ন হবে।'

ক্যালেন্ডার স্ল্যাম জিততে চান আলকারাজ

মাদ্রিদ, ৫ ডিসেম্বর : লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার।

নিজের কেরিয়ারে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জয়ের স্বাদ একাধিকবার পেলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অধরাই থেকে গিয়েছে আলকারাজের কাছে। শুধু তাই নয়, এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ স্প্যানিশ তারকা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিততে পারলে নিজের কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পূর্ণ করবেন আলকারাজ। তবে কেরিয়ার স্ল্যামের পাশাপাশি এক বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় অর্থাৎ 'ক্যালেন্ডার স্ল্যাম' জেতাই লক্ষ্য স্প্যানিশ তারকার। তাঁর কথায়, 'অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা আমার প্রাথমিক লক্ষ্য। সেই জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। তবে আমার মূল লক্ষ্য কিন্তু আগামী বছর কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ও ক্যালেন্ডার স্ল্যাম জয়।'

অবশ্য ২০২৫ সালে আলকারাজকে যে ফর্মে দেখা গিয়েছে, তাতে টেনিসপ্রেমীরা আশাবাদী হতেই পারেন। এই বছর টেনিস সার্কিটে ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ৭০টির বেশি ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি ১০টির কম ম্যাচ হারার নজির গড়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ঝুলিতে রয়েছে ২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের পাশাপাশি আটটি খেতাব।

শাহরুখের পরামর্শে অবসরে রাসেল

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্ক শেষ হয়েছে দিন কয়েক আগে। কিছুটা আচমকাই।

ক্রিকেটার হিসেবে আন্দ্রে রাসেল কলকাতা নাইট রাইডার্সে এখন অতীত। কেকেআর সংসারে তাঁর নয়া পরিচয় 'পাওয়ার কোচ'। নতুন ভূমিকায় দ্রে রাস কতটা সফল হবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর সাক্ষাৎকার দিয়ে জানিয়েছেন, শাহরুখ খানের পরামর্শেই রাসেল আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। ভেঙ্কি বলেছেন, 'নিলামের জন্য আমরা যখন বারবার আলোচনা করছিলাম, তখন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বিস্তর কথা হয়েছিল। সেই সময় আমরা রাসেলকে নিলামে তোলা নিয়ে কথা বলেছিলাম। কিন্তু রাসেলকে নিলামে তুললে ওকে ফের কেকেআরে নিয়ে আসা যাবে, এমন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই একেবারে শেষ সময়ে শাহরুখ খানের পরামর্শে রাসেল নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি আমরা।'

আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণার পর রাসেল জানিয়েছিলেন, তিনি কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি নন। ঠিক একই কথা বলেছিলেন কিং খানও। সেই কথাই আজ দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন নাইটদের সিইও। ভেঙ্কির কথায়, 'অনেক সময় অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয় পরিস্থিতির দাবি মেনে। রাসেলকে নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তটাও অনেকটা তেমনই।'

ম্যাচের সেরা হয়ে মিথিলেশ দাস।

বড় জয় অগ্রগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার অগ্রগামী সংঘ ৯৬ রানে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪১ রান তোলে। চন্দন সিং ৫৩ ও মিথিলেশ দাস ৪১ রান করেন। রাজকুমার রায় ২৭ ও মহম্মদ জাভেদ আলম ৪০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে স্বস্তিকা ৩৬.২ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। শুভম প্রসাদ ৩৩ ও রাজকমল প্রসাদ ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা মিথিলেশ ২৪ ও হর্ষ দেব গৌতম ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও কিশোর সংঘ।

খেতাবি লড়াইয়ে সূর্যনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ১-০ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। ১৩ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন সূর্যনগরের সিলাশ লেপচা। ম্যাচের সেরা হয়ে সূর্যনগরের জ্ঞানজিৎ বসুমাতা পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। এদিন সূর্যনগরের জয়ের সুবাদে ১২ ডিসেম্বর এসএসবি-র সঙ্গে তাদের ম্যাচটি খেতাব নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ বলেছেন, '৮ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট সূর্যনগরের। এসএসবি ৬ ম্যাচে পেয়েছে ১৫ ম্যাচ। তাদের আগামী দুই ম্যাচে এসএসবি জয় পেলে ১২ তারিখ দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার খেতাব নির্ণায়ক হয়ে উঠবে।' শনিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ওয়াএইমএ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন জ্ঞানজিৎ বসুমাতা।

স্নেহাশিসের ৭২ রান

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগের প্রথম ম্যাচে শুক্রবার নিউ প্রগতি সংঘ ১০৬ রানে হারিয়েছে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে নিউ প্রগতি ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ২১৭ রান তোলে। ৬০ বলে ৭২ রান করে ম্যাচের সেরা হন স্নেহাশিস সাহা। জবাবে বিবেকানন্দ ব্যাট করতে নেমে ২২.৫ ওভারে ১১১ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৫১ করেন পদুম কুমার বর্মন। ৬ রানে ৩ উইকেট নেন বাসুদেব বর্মন। শনিবার মুখোমুখি হবে বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব ও সিনিয়ার ক্রিকেট ইউনিট।

শতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ।

লড়াই জারি ক্যারিবিয়ানদের

ক্রাইস্টচার্চ, ৫ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পালটা লড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

শুক্রবার চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪১৭ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড। ৮ উইকেটে ৪৬৬ রান তুলে ইনিংসের পরিসমাপ্তি টানে তারা। ফলে ক্যারিবিয়ানদের সামনে জেতার জন্য ৫৩১ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। প্রথম ইনিংসে কিউয়িরা ২৩১ রান করেছিল। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড পেয়েছিল নিউজিল্যান্ড।

পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য সামনে রেখে ব্যাট করতে নেমে ৭২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর জাস্টিন গ্রিভসকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই শুরু করেন অধিনায়ক শাই হোপ। দুই ব্যাটারের সৌজন্যে দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২১২ রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ক্রিজে রয়েছেন হোপ (১১৬)। তাঁর সঙ্গী গ্রিভস (অপরাজিত ৫৫)। শনিবার ম্যাচের শেষদিনে জিততে গেলে ৩১৯ রান করতে হবে ক্যারিবিয়ানদের।

জয়ী দেশি ডাইনামাইটস

ক্রান্তি, ৫ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার দেশি ডাইনামাইটস ১ উইকেটে হারিয়েছে ইউনিভার্সাল একাদশকে। প্রথমে ইউনিভার্সাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৪ রান করে। আবু তাহের ও আরিফ ইসলাম পাপ্পু ১৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা নুর আলমের শিকার ৩ উইকেট। জবাবে ডাইনামাইটস ১০.৩ বলে ৯ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। এনামুল ইসলাম ৩২ রান করেন। রবিবার খেলবে ডায়নামিক ডায়নামোস ও স্টার ইলেভেন ক্রান্তি এবং ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ক্রান্তি।

উইন্টার ফুটবল কাপ

আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর : জংশন ইয়ুথ বয়েজের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে শনিবার থেকে উইন্টার ফুটবল কাপ শুরু হতে চলেছে। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে মোট ১২টি দল অংশ নেবে। প্রতিযোগিতা চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে চাপ বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া
-খবর তেরোর পাতায়

কুমারের দাপটে জিতল ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার নকশালবাড়ির ইউনাইটেড ক্লাব ৩৩ রানে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে ইউনাইটেড ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭৪ রান তোলে। কুমার রায় ৬৩ ও শিবম রসাইলি ৩২ রান করেন। তন্ময় রায়ের অবদান ৩০। আলিশান আলি ৪৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ভিবজিওর ৩০.৩ ওভারে ২৪১ রানে অল আউট হয়। উৎপল ঘোষ ৯০ ও গোপাল বর্মন ৪৬ রান করেন। তাদের যোগ্য সংগত দেন দেব পালও (৩৮)। সাগর শৈব ২৮ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা কুমার রায়ও (২/২)। শনিবার খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা সীমন্ত মন্ডল - কে 01.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65G 98031 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার সুযোগের চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে একজন ব্যক্তি? আজ আমি গর্বের সাথে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে এগোচ্ছি। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অনেক মানুষকেই কোটিপতি করেছে, আর আজ আমিও তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে খুবই কৃতজ্ঞ ও খুশি।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে স্বরূপ কুণ্ডু।
ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জিতল ২০০৩ ব্যাচ

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার ২০০৩ ব্যাচ ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৫ ব্যাচের প্রাক্তনীদের। ২০১৫ প্রথমে ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। দীপ সরকার ৭৬ রান করেন। স্বরূপ কুণ্ডুর অবদান ১৯ রান। ২০০৩ জবাবে ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। মৈনাক পাল ৫৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা স্বরূপ নেন ৩ উইকেট।

বোলিং মেশিন উদ্বোধন

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : সিএবি-র সহযোগিতায় রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শুক্রবার বোলিং মেশিন বসানো হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানান, এদিন মেশিনের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যাটারদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তরের খেলা

রাজনগরের ফুটবল শুরু

বৈষ্ণবনগর, ৫ ডিসেম্বর : রাজনগর ফুটবল একাদশের ভূপেন্দ্রনাথ ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে সেমিফাইনালে উঠেছে রাজনগর বাজার ও ভোলাইচক জেকে অ্যাকাডেমি। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে রাজনগর বাজার টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে মাস্টার্স ইলেভেনকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জেকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পূর্বী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। রাজনগর উদ্বোধনী ম্যাচে বালুটোলা সবুজ সংঘকে হারিয়েছে। পরে মাস্টার্স ইলেভেন পরাজিত করে গুড়জামোড় কালী মন্দিরকে। তৃতীয় ম্যাচে পূর্বীকে হারিয়েছে জেকে। পুষ্পাঞ্জলি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায় রাজনগর।

ম্যাচের সেরা হয়ে দেবোত্তম চক্রবর্তী। ছবি : রাহুল দেব

দেবোত্তমের শতরান

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ১৯২ রানে বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অরবিন্দ ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবোত্তম চক্রবর্তী ১১৪ রান করেন। সৌভিক সরকারের অবদান ৭২ রান। জবাবে বিধাননগর ২২.২ ওভারে ১০৭ রানে অল আউট হয়। বিশাল পাসমান ২৭ ও অমিত সরকার ২৪ রান করেন। রানাচন্দ্র দাস ও প্রণয়কুমার দাস পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে আইডলস ক্রিকেট ক্লাব এবং বিপিএস ক্লাব।

বড় জয় সুহৃদের

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার সুহৃদ মিত্র মেমোরিয়াল কোচিং ক্যাম্প ১৪০ রানে চাঁচল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে সুহৃদ ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৬৬ রান তোলে। রাজা শেঠ ৮০ রান করেন। ওয়াসিফ রাজের অবদান ৬৩। সামশাদ খান পেয়েছেন ৩ উইকেট। জায়েদ আলম ২ উইকেট নেন। জবাবে চাঁচল ৭ উইকেটে ১২৬ রানে আটকে যায়। নৈতিক জয়সওয়াল ৬৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা ওয়াসিফ ও শুভঙ্কর দাস নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা ওয়াসিফ রাজ। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ